চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 167 Saturday, 18 May, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৬৭ সংখ্যা ❋৪ জ্যৈষ্ঠ , ১৪৩১ শনিবার, ১৮ মে, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

বিনা টিকিটে রেল সফর বন্ধ করতে এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য অনলাইনের মাধ্যমে পেপারলেস টিকিটিং ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ইউটিএস অন মোবাইল অ্যাপ-এর পরিবর্তন আনা হয়েছে।...বিস্তারিত পাতা ২

উলুবেড়িয়া লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় রাজ্যের মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ..বিস্তারিত পাতা ৩

কোচবিহারে ব্যবসায়ী সমিতির তরফ থেকে শুক্রবার ডাকা ২৪ ঘন্টার ব্যবসা বন্ধে ব্যাপক প্রভাব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এদিন সকাল থেকে কোচবিহারে একটি-দুটি দোকান খোলা আছে।..বিস্তারিত পাতা ৫

এই প্রথমবার টুর্নামেন্টে থাকছে স্টপ ক্লক। মানে একটা ওভার শেষ হবার পর ১ মিনিটের মধ্যেই ২য় ওভার শুরু করতে হবে বোলারকে।
...বিস্তারিত পাতা ৮

ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরের সভা থেকে

‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ নিয়ে বিরাট ঘোষণা করলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ মে ঃ ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকসভা ভোটের প্রচারে সকলের মুখেই ঘুরে ফিরে আসছে এই প্রকল্পের কথা। জনসভায় গিয়ে এই প্রকল্পের সাফল্যের কথা তুলে ধরছেন মমতা-অভিষেক। এপ্রিলের শুরুতে কোচবিহারের এক বিজেপি নেত্রী বলেন, লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ হয়ে যাবে। সেই মন্তব্য তুমুল জল্পনার শুরু হয়। যদিও মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং জানিয়ে দেন, লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প বন্ধ হবে না। প্রায় প্রতিদিনই লোকসভা ভোটের প্রচারের জেলায় জেলায় গিয়ে মমতা-অভিষেক বলছেন, কোচবিহারের বিজেপি নেত্রী যাই বলুন না কেন, লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প কোনওদিন বন্ধ হবে না। এরই মধ্যে লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে বিরাট মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, শুক্রবার ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরের সভা থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ হবে না। কেউ চাইলেও এই প্রকল্প বন্ধ করতে পারবে না। এদিনের সভা থেকে মমতা বলেন, আগামী দিন লক্ষ্মীর ভান্ডারটা, যতদিন বাঁচবেন বিধবা ভাতার জন্য ছুটে বেড়াতে হবে না। আর বিধবা কাউকে হওয়ারও দরকার নেই। সবাই সারা জীবন সধবা থাকুন,

আমি চাই। যতদিন বাঁচবেন, ততদিন লক্ষ্মীর ভান্ডার পাবেন। কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। এনআরসি, সিএএ ইস্যুতে বিজেপিকে আক্রমণ শানিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, যদি এনআরসি, সিএএ না চান, বিজেপিকে ভোট দেবেন না। বিজেপির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে।প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারের জনপ্রিয় প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম লক্ষ্মীর ভান্ডার। বাড়ির মহিলাদের হাতখরচের টাকা জোগানের জন্য এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে মস্তিষ্কপ্রসূত এই প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পরিবারের মহিলাদের জন্য সরকারের তরফে মাসিক একটি ভাতা দেওয়া হয়। প্রতি মাসে ১০০০ টাকা করে পান জেলারেল ক্যাটাগরির মহিলারা। আর তফশিলি জাতি এবং তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলারা মাসে ১২০০ টাকা করে পান। চব্বিশের লোকসভা ভোটে ঝাড়গ্রামের তৃণমূল প্রার্থী সাঁওতালি ভাষার সাহিত্যিক, পদ্ম পুরস্কারপ্রাপ্ত কালীপদ সোরেন। তাঁর সমর্থনে শুক্রবার ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরে জনসভা করতে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে জনতার উদ্দেশে বললেন, বাংলা বুঝতে আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে? আমি ধীরে ধীরে সাঁওতালি ভাষাটা শিখে নেব। স্বীকার করলেন, অলচিকিটা একটু শক্ত আছে। তবে আমি শিখে নেব। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাতীয় স্তরেও দীর্ঘদিনের যোগাযোগ। তিনি একাধিক বার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব সামলেছেন। দিল্লি-সহ একাধিক রাজ্যে অবাধ গতিবিধি ছিল তাঁর। পরবর্তীতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর নিজের রাজ্যকে স্বভাবতই বেশি সময় দেন। আর দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অন্যতম প্রাপ্তি একাধিক ভাষায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাবলীল কথা বলা। বেশ কয়েকটি ভাষা তিনি জানেন। তার চেয়েও বড় কথা, বিভিন্ন ভাষাকে গুরুত্ব দেন একইভাবে। সাঁওতালি, রাজবংশীর মতো বিলুপ্তপ্রায় ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা বেশ প্রশংসনীয় বিশেষজ্ঞ মহলে।

কেন সাংবাদিক সম্মেলন করেননি বললেন মোদি

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃ তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু গত দশ বছরে একটিও সাংবাদিক সম্মেলন করেননি। সাক্ষা!কারও দিয়েছেন সামান্য কিছুই। এবার দীর্ঘ এক দশক ধরে একবারও সাংবাদিক সম্মেলন না করার আসল কারণ খোলসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে মোদি ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। তখনও তাঁকে দেখা যায়নি কোনও সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দিতে। যখনই সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি কিছু বলতে চেয়েছেন আলাদা ভিডিওতে বার্তা দিয়েছেন। কিন্তু কেন? এক সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় এই প্রশ্নই করা হয় তাঁকে। উত্তর মোদি স্পষ্ট বলেন, আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আমি গরিব মানুষদের বাড়ি যেতে চাই। আমি বিজ্ঞানভবনে গিয়েও ফিতে কেটে ছবি তুলতে পারি। কিন্তু আমি তা করি না। আমি ঝাড়খণ্ডের একটি ছোট্ট গ্রামে চলে যাই। ছোট প্রকল্পের জন্য কাজ করি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমি এক নতুন কর্মসংস্কৃতি এনেছি। সংবাদমাধ্যমের তা পছন্দ হলে বলবে, না হলে বলবে না। সংবাদমাধ্যম এখন আর কোনও আলাদা সত্ত্বা নয়। তাদের নিরপেক্ষতা প্রশ্নাতীত নয়। আগে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র উপায় ছিল সংবাদমাধ্যম কিন্তু এখন সোশাল মিডিয়ার দৌলতে সেখানেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। তাছাড়া মোদির সাফ জবাব, আমি সংসদে সমস্ত কিছু জানাতে বাধ্য এবং সেখানেই আমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। এদিনের সাক্ষাৎকারে মোদি আরও বলেন,যোগাযোগ একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। আজ, আপনার যদি জনসাধারণের সঙ্গে কথার প্রয়োজন হয় বলতে পারেন। মিডিয়া ছাড়াই তাদের কণ্ঠস্বর আপনার কাছে এসে পৌঁছবে। এমনকি একজন ব্যক্তিকে যদি কোনও কিছু নিয়ে উত্তর দিতে হয়, তিনি মিডিয়া ছাড়াই তার মতামত স্পষ্টভাবে জানাতে পারবেন।

টানা তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে নেমেছেন নরেন্দ মোদি। গত মঙ্গলবার মহাসমারোহে বারাণসী থেকে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন তিনি। বারাণসী কেন্দ্র থেকে গত দুবার লোকসভা নির্বাচনে জিতেছেন মোদি। জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে ফের ময়দানে নেমে প।ছেন তিনি। গত দুবারের প্রথা মেনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে বারাণসীর কাল ভৈরব মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন প্রধানমন্ত্রী। কাল ভৈরবের বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে আরতিও করেন তিনি। মন্দিরে মোদির সঙ্গে হাজির ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

মমতাকে ‘কুকথা’ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এবার কমিশনে তৃণমূল কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ মে ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্যের কারণে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে শোকজ করল কমিশন। তাঁর বিরুদ্ধে কমিশনের দ্বারস্ত হয়েছিল তৃণমূল। নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে তমলুকের বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে শাসকদলের তরফে। তৃণমূলের বক্তব্য, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য মহিলাদের প্রতি চরম অসম্মানজনক। যা সর্বতোভাবে আদর্শ আচরণ বিধির পরিপন্থী। এবং এর ভিত্তিতেই মুখ্যমন্ত্রীকে অশালীন ভাষায় আক্রমণকারী বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ফৌজদারি ধারায় মামলা রুজু করার আবেদন জানানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে লেখা অভিযোগপত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ‘ভারতীয় দণ্ডবিধি লঙ্ঘন করায়’ শ্রী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রুজু করা হোক। সেইসঙ্গে, দলের তরফে আরও দাবি করা হয়েছে, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সবরকমের নির্বাচনী প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হোক। তিনি যেন কোনও জনসভা বা পদযাত্রা করতে না পারেন। পাশাপাশি, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়-সহ সমস্ত বিজেপি নেতা যেন এই ধরনের ‘ আক্রমণ এবং আপত্তিকর ও অবমাননাকর মন্তব্য’ করা থেকে বিরত থাকেন। ঘটনার সূত্রপাত সন্দেশখালির স্টিং অপারেশনকে কেন্দ্র করে। যেখানে বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালকে বলতে শোনা গিয়েছে , সন্দেশখালির বিজেপির প্রার্থী রেখা পাত্র দুহাজার টাকার বিনিময়ে মিথ্যা ধর্ষণের মামলা করেছে। ভিডিও সামনে আসতেই বিজেপির নেতারা দাবি করছেন ভিডিওগুলো মিথ্যা, সাজানো। এর প্রেক্ষিতেই হলদিয়ায় এক জনসভায় অভিজিৎ বলেন, রেখা পাত্র গরিব মানুষ লোকের বাড়িতে কাজ করে খায়, আমাদের প্রার্থী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সুন্দরী নন, একটু বেশি সুন্দরী। সেই জন্য রেখা পাত্রকে ২ হাজার টাকায় কেনা যায়। একজন মহিলা আরেক জন মহিলা সম্পর্কে কী করে এই উক্তি করতে পারেন আমরা ভাবতেও পারি না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলা তো! আমার মনে প্রশ্ন জাগে মাঝে মাঝে। মমতা

শোকজ করল কমিশন

বন্দ্যোপাধ্যায় তুমি কত টাকায় বিক্রি হও? তোমার হাতে তো ৮ লাখ টাকা গুঁজে দিলে একটা চাকরি দাও। তোমার হাতে ১০ লাখ টাকা গুঁজে দেয় এবং দিয়ে রেশন হাওয়া করে দেয় অন্য দেশে। ভারতবর্ষেই থাকে না সেই রেশন। তো তোমার দাম ১০ লাখ টাকা কেন? অভিজিতের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে সরব হন, রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজাও। তিনি বলেন, একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির কাছ থেকে এই ধরনের আচরণ একেবারেই অনভিপ্রেত। উনি যে মন্তব্য করেছেন তা আমাদের সকলের লজ্জা। তাঁর মনে মহিলাদের প্রতি এই ধরনের বিদ্বেষমূলক ভাবনা থাকতেই পারে, কিন্তু, একজন প্রার্থী হিসাবে এবং একজন মানুষ হিসাবেও একজন মহিলাকে উদ্দেশ করে এই ধরনের অবমাননাকর মন্তব্য করা চরম অন্যায়। বিজেপির অন্য প্রবীণ নেতারা কেন তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেননি, সেই বিষয়ও প্রশ্ন তুলেছেন ডা. শশী পাঁজা। তাঁর কথায়, নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, শুভেন্দু অধিকারী সকলেই তাঁর সঙ্গে এক মঞ্চে দাঁড়িয়েছেন। সেখানে তাঁকে বাধা দেওয়া তো দূর, বরং তাঁকে এই ধরনে মন্তব্য করে যাওয়ার ক্ষেত্রেই আরও উৎসাহিত করছেন। এটা স্পষ্ট যে বিজেপি নেতৃত্ব তাঁর এই আচরণকে সমর্থন করে।

মমতা ও অভিষেককে খুনের হুমকি! পোস্টার ঘিরে শোরগোল

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১৭ মে ঃ ভোটের মরশুমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেককে বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাণনাশের হুমকি। সাতসকালে হুমকি পোস্টারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উলুবেড়িয়ায়। উদ্ধার হওয়া পোস্টারে লেখা, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেককে গাড়ি ধাক্কা দিয়ে খুন করব। সবাই প্রদীপ জ্বালাবে। এই পোস্টারের নেপথ্যে কে তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। চলছে লোকসভা নির্বাচন। স্বাভাবিকভাবেই চুটিয়ে প্রচার করছে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা। জেলায় জেলায় ঘুরে প্রচার করছেন খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল ‘ অভিষেক। বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মানুষের ভিড়ে মিশে যাচ্ছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার সকালে আচমকা মমতা ও অভিষেকের নামে হুমকি পোস্টার উদ্ধার হল হাওড়ার উলুবেড়িয়ায়। এদিন সকালে স্থানীয়রা সাদার উপর সবুজ কালিতে লেখা একটি পোস্টার দেখতে পান স্থানীয়রা। তাতে লেখা, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেককে গাড়ি ধাক্কা দিয়ে খুন করিব। সবাই প্রদীপ জ্বালাবে। ওই পোস্টারে একটি চিঠির উল্লেখ রয়েছে। লেখা হয়েছে, আমার গোপন চিঠি আছে পড়ে নেবে। সঙ্গে রয়েছে একটি চিঠি। এই পোস্টার ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে উলুবেড়িয়ায়। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, চিঠিতে কী লেখা আছে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। কেউ বা কারা রাতের অন্ধকারে একাজ করেছে। ঘটনার নেপথ্যে কারা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সরকার গড়তে কেন বিজেপির ‘প্ল্যান বি নেই? জবাব দিলেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃ মোদীর সরকারের হ্যাটট্রিকে চরম আত্মবিশ্বাসী পদ্ম বাহিনী। প্রচারের শুরু থেকেই বিজেপি নেতৃত্বের মুখে বার বার শোনা যাচ্ছে ‘অব কী বার, ৪০০ পার’ স্লোগান। যা সরকার গঠনের ম্যাজিক ফিগারের থেকে অনেকটাই বেশি। চতুর্থদফা ভোটের পর ইতিমধ্যেই অমিত শাহ দাবি কেরছেন, ৩৮০টি লোকসভা আসনে ভোট হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে ২৭০ আসনে জয়ী মোদী। কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস আবার ২০০৪ সালের স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে না তো? এ রাজ্যের প্রচারে এসে তারই জবাব দিতে গিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন মোদী। তাই প্রশ্ন উঠছে, নূন্যতম লক্ষ্যমাত্রা পূরণে গেরুয়া বহিনী কী কোনও বিকল্প ভাবনা ভেবেছেন? জবাবে অমিত শাহ বলেছেন, ‘আমি তেমন কোনও সম্ভাবনাই (২৭২-এর কম আসন পাওয়া) দেখছি না।’ তাঁর সংযোজন, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের প্রায় ৬০ কোটি উপভোক্তা প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে রয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন বয়সের মানুষ। যাঁরা সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন, তাঁরা জানেন নরেন্দ্র মোদীকে ৪০০ আসন দিতে হবে। বিজেপির বিবেচনায় কেন বিকল্প ভাবনা নেই? উত্তর শাহী ব্যাখ্যা, ‘ যখন প্ল্যান-এ সফল হওয়ার সম্ভাবনা ৬০ শতাংশের কম থাকবে, তখন প্ল্যান-বি তৈরি করার প্রয়োজন হয়। আমি নিশ্চিত যে, প্রধানমন্ত্রী মোদী বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরছেন।’ অমিত শাহ-র দাবি, দেশের এসসি, এসটি এবং ওবিসি মানুষরা প্রদানমন্ত্রী মোদীকেই সমর্থন করবেন।

সংক্ষিপ্ত খবর

জনসভায় সরাসরি লকেটকে তোপ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৭ মে ঃ‘লকেট চট্টোপাধ্যায়কে ভোট দিয়ে ২০১৯ সালে জিতিয়েছিলেন। তাই আপনারদের আবাসের, ১০০ দিনের টাকা বন্ধ। এ বার যদি লকেট চট্টোপাধ্যায়কে ভোট দিয়ে জেতান তবে লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দেবে।’’ শুক্রবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ধনিয়াখালির কংসারিপুর মাঠের জনসভায় এই ভাষাতেই তোপ দাগেন। হুগলির সভা থেকে বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন অভিষেক। অভিষেকের কথায়, ‘লকেট চট্টোপাধ্যায় ভোট চাইতে গেলে জিজ্ঞেস করবেন, আপনার দলের নেতৃত্বে বলেছেন লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দেবেন, এ নিয়ে আপনার অবস্থান কী? আপনি কি চান লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ হয়ে যাক?’’ অভিষেক বলেন, ‘মহিলাদের অপমান করেছে বিজেপি। সন্দেশখালি নিয়ে কী ভাবে বাংলার মানসম্মান নষ্ট করেছে? বিজেপি নেতাই বলছেন, সন্দেশখালিতে কোনও ধর্ষণ হয়নি। আমরা মহিলাদের দু’হাজার টাকা দিয়ে ভুয়ো অভিযোগ করিয়েছি, তৃণমূলের নেতাদের গ্রেফতার করানোর জন্য। সারা দেশের কাছে বাংলার সম্মান নষ্ট করেছে।’’ অভিষেক বলেন, ‘এই ধনেখালি বিধানসভা থেকে ২০১৯ সালে আমাদের জয়ের ব্যবধান প্রায় ১২ হাজার ছিল। পরবর্তী কালে ২০২১ সালে এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে অসীমা পাত্রকে জয়ী করেছিলেন আপনারা। আমি অসীমা দিকে সাক্ষী রেখে বলছি, এই গ্রামে যত রাস্তা দেখছেন, সব আমাদের সরকার করেছে। কেন্দ্র সরকার কিছু করেনি।’’ হুগলি থেকে অভিষেক বলেন, ‘আগামী দিন আমাদের প্রার্থী যদি ৩০ থেকে ৩৫ হাজার ব্যবধানে জেতে, তা হলে আমরা ৫০ কোটি টাকার গ্রামীণ রাস্তার কাজ তিন মাসের মধ্যে শুরু করে দেব।’’ এই লোকসভা কেন্দ্রে এ বার তৃণমূলের প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপি বিদায়ী সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী করেছে। এখানকার সাধারণ মানুষ তৃণমূলের পাশে রয়েছেন। তারাই বিজেপিকে বুধিয়ে দেবেন কাকে ভোট দিলে তাদের উন্নতি হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেন তাই করেন। মানুষের পাশে তিনিই রয়েছে ও থাকবেনও।

রাস্তা ঠান্ডা করতে পানীয় জল, তোপ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ মে ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য লর হাহাকারের মাঝেই রাস্তা ঠান্ডা করতে পানীয় জল দিয়ে প্রতিকারের পথ খোঁজা হল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই মন্তব্য করে তোপ দাগলেন। শুক্রবার শুভেন্দুবাবু এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, হীরক রানীর রাজত্বে জঙ্গলমহল, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ পানীয় জলের জন্য করে হাহাকার... বিকেল তিন’টায় মিছিলে হাঁটবেন বলে, রাস্তা ঠান্ডা করতে পানীয় জল দিয়ে ভিজিয়ে করা হচ্ছে ’প্রতিকার’! এই গরমে পশ্চিমবঙ্গের অনেক এলাকাতেই পানীয় জলের আকাল দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক ভাবে প্রধানমন্ত্রী যাতে সুবিধে না পেয়ে যান তাই বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারী প্রকল্প-জল জীবন মিশনের বাস্তবায়নে জেনে বুঝে সব থেকে বেশি ঢিলেমি দেখিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মানুষের কষ্ট নিবারণ করার সৎ উদ্দেশ্য নেই কিন্তু নিজের সামান্যতম অসুবিধা যেনো না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। গতকাল কাঁথিতে মুখ্যমন্ত্রীর মিছিলের আগে বারংবার পানীয় জলের ট্যাঙ্কার ব্যবহার করে রাস্তা ভিজিয়ে ঠান্ডা করা হয়েছে যাতে গরমে হাঁটতে মাননীয়ার অসুবিধে না হয়।

শাহজাহানকে রাজ্যের আড়াল করার অভিযোগ, সতর্ক করলেন বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ মে ঃ সন্দেশখালির বহিস্কৃত তৃণমূল নেতা শাহজাহানকে আড়াল করার অভিযোগ উঠল রাজ্যের গোয়েন্দা পুলিশের বিরুদ্ধে। শুক্রবার এ ব্যাপারে রাজ্যকে সতর্ক করলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। সন্দেশখালিতে তিন বিজেপি নেতা খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানের নাম না থাকা নিয়ে মামলা গড়িয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। পুলিশি তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারপতি। আদালতের নির্দেশে ফের তদন্ত করে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে শাহজাহানের নামও রেখেছিল পুলিশ। তবে তাতে আদালত সন্তুষ্ট না হওয়ায় মামলার তদন্তভার গিয়েছিল সিআইডির হাতে। শুক্রবার ওই মামলায় সিআইডির ভূমিকা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। এদিন মামলার শুনানিতে রাজ্যের তরফে স্বীকার করে নেওয়া হয়, আগের তদন্তকারী অফিসার ঠিকমতো তদন্ত করেননি। আদালত চাইলে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিতে তৈরি সিআইডি। এরপরই সিআইডি তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ’সিআইডি শুধু তাঁদেরকেই তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে যাঁরা শাহজাহানের নাম করেননি। এটা করা হয়েছে, যাতে সহজেই শাহজাহানের নাম বাদ দিতে সুবিধা হয়।’ একই সঙ্গে রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, ’তদন্তে নিরপেক্ষতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।’ এরপরই সংেদশখালির তিন বিজেপি নেতার খুনের ঘটনায় আগামী ২২ মে রাজ্যকে সাপ্লিমেন্টারি কেস ডায়েরির কপি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ওই রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পরই মামলার তদন্তভার সিআইডির হাতে থাকবে নাকি সিবিআইকে দেওয়া হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি।

পুলিশের সঙ্গে বচসা-ধস্তাধস্তি, তৃণমূল শিক্ষা সেলের রাজভবন অভিযানে তুলকালাম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ মে ঃ তৃণমূলের শিক্ষা সেলের রাজভবন অভিযান ঘিরে তুলকালাম। রাজভবনের অদূরে গার্ডরেল দিয়ে মিছিল আটকায় পুলিশ। বাধা অতিক্রম করে রাজভবনে পৌঁছনোর চেষ্টা করেন মিছিলকারীরা। পুলিশের সঙ্গে বচসা এবং ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। তৃণমূলের শিক্ষা সেলের মিছিলে অংশ নেন শিক্ষক ও অধ্যাপক সংগঠনের সদস্যরা। শুক্রবার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ থেকে মিছিল করেন তাঁরা। রাজভবনের কাছে পৌঁছনোর আগে ব্যারিকেড করে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। তাতেই পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বচসা শুরু হয়। একপ্রস্থ ধস্তাধস্তিও হয়। এই ঘটনায় তৃণমূল শিক্ষাসেলের সভাপতি মহিদুল ইসলাম-সহ বেশ কয়েকজন অসুস্থও

হয়ে পড়েন বলেই খবর। পরিস্থিতি সামাল দিতে এই ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ। উল্লেখ্য, রাজভবনের অস্থায়ী মহিলা কর্মীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ঘিরে ইতিমধ্যেই সমালোচনার মুখে পড়েছেন রাজ্যপাল। এনিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে হেয়ার স্ট্রিট থানা তদন্তও করছে। সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এনে তার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান গ্রহণের পদক্ষেপ নিয়েছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে রাজভবনের ৬ কর্মীকে। কিন্তু একাধিকবার তাঁরা হাজিরা এড়িয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তারই মাঝে এক নৃত্যশিল্পীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে নবান্নে জমা পড়েছে। একের পর নারী নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার পথে নামেন তৃণমূল শিক্ষাসেলের সদস্যরা। রাজ্যপাল বোসের ইস্তফা দাবি করেন তাঁরা।

‘মানবাধিকার নিয়ে ভারতকে জ্ঞান দিয়ে লাভ নেই’ মত ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন জনপ্রতিনিধিদের

ওয়াশিংটন, ১৭ মে ঃ মানবাধিকার নিয়ে ভারতকে জ্ঞান দিয়ে কোনও লাভ হবে না। এমনটাই মত প্রকাশ করলন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন জনপ্রতিনিধিরা। তাঁদের মতে, দুই দেশের মধ্যে আলোচনা করেই গণতন্ত্র বা মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা মেটানো যেতে পারে। উল্লেখ্য, ভারতের গণতন্ত্র, মানবাধিকার বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থা নিয়ে সাম্প্রতিককালে বেশ কয়েকটি রিপোর্ট পেশ করেছে আমেরিকা। সেই পরিস্থিতিতেই মুখ খুলেছেন মার্কিন জনপ্রতিনিধিরা। দেশি ডেকেডস নামে একটি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন জনপ্রতিনিধিরা। রো খান্না, শ্রী থানেদার, প্রমীলা জয়পাল এবং অমি বেরা যোগ দিয়েছিলেন ওই সম্মেলনে। সেখানেই ভারতের পরিস্থিতি নিয়ে মার্কিন রিপোর্ট প্রকাশের প্রসঙ্গ ওঠে। আলোচনা চলাকালীন রো খান্না বলেন, প্রায় ২০০ বছর ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে ছিল ভারত। সেদেশের প্রশাসনের সঙ্গে যেকোনও আলোচনার আগে এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে সকলকে। মার্কিন সাংসদের মতে, শত বছর ধরে ঔপনিবেশিক প্রভুরা ভারতকে জ্ঞান দিয়ে এসেছে। এখনও সেভাবে কথা বললে কোনও লাভ হবে না। খান্না

জানিয়েছেন, ভারতকে বলতে হবে, তোমাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গলদ রয়েছে। আমাদের গণতন্ত্রও পুরোপুরি সঠিক নয়। তাই মানবাধিকার রক্ষা ও অন্যান্য ইস্যুতে দুই দেশ মিলিতভাবে কাজ করতে পারে। মার্কিন জনপ্রতিনিধির মতে, এইভাবে বার্তা দিলে আমেরিকার পরামর্শ শুনতে পারে ভারত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আরেক মার্কিন জনপ্রতিনিধি প্রমীলা জয়পাল বলেন, আমার মনে অন্য দেশের ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতে হলে নিজের দেশের ত্রুটি নিয়েও কথা বলতে হবে। কাউকে জ্ঞান দেওয়া উচিত নয়। তাঁর মতে, চিনে উইঘুর মুসলিমদের অবস্থা নিয়ে আমেরিকা যেভাবে মতামত দেয় সেভাবেই ভারতে কী হচ্ছে সেদিকেও নজর রাখা দরকার।

ভয় ধরাচ্ছে কোভিড,কলকাতায় আক্রান্ত ৫

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ মে ঃ ভোটের মুখে ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে কোভিড! কলকাতার বুকে গত এক সপ্তাহ আক্রান্ত হয়েছেন পাঁচ জন। জানা গিয়েছে, শহরে গত ৭দিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৫ জন। আক্রান্তরা সবাই অস্ত্রোপচারের জন্য ভর্তি হয়েছিলেন হাসপাতালে। দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আক্রান্তরা সকলেই কলকাতারই বাসিন্দা। তাঁরা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও অস্ত্রোপচারের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। রুটিনমাফিক কোভিড পরীক্ষায় তাঁদের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। আরও জানা গিয়েছে যে, গত ৯মে থেকে ১৫মে অবধি কলকাতার বুকে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ৫। তবে পরিস্থিতি একদমই উদ্বেগের নয় বলে জানা গিয়েছে। জেনেরেল ফিজিশিয়ন প্রীতম বোস জানালেন যে, ভয়ের কিছু নেই। এইগুলো খুব সামান্য কেস। পেশেন্টদের হিস্ট্রি ঘাঁটলে দেখা যেতে পারে হয়ত কারুর কোনও সমস্যা ছিল কিনা। আবার অন্যদিকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের জেনেরেল সার্জেন অমৃতা গন জানালেন যে, এই ঘটনা যদি একই হাসপাতালের হয়ে থাকে, তাহলে হাসপাতালের গত পনেরো দিনের হিস্ট্রি ঘেঁটে দেখতে হবে। তবে ভয়ের কিছু নেই। অন্তত আমাদের হাসপাতালে এমন ঘটনা শুনিনি। হাসপাতাল সূত্রে খবর, রিপোর্ট নেগেটিভ আসার পর তিনজনকে ছেড়ে দেওযা হযেছে। দু’জন এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এঁরা সবাই কি করোনার নতুন উপপ্রজাতি কেপি পয়েন্ট টুয়ে সংক্রমিত হয়েছেন? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জিনোম সিকোয়েন্সিং করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। অন্যদিকে মার্চ মাস থেকে মহারাষ্ট্রে শুরু হযেছে নতুন কোভিড সংক্রমণ। মহারাষ্ট্রে এখনও পর্যন্ত ৯১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

ফের গুলি চলল শীতলকুচিতে,তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানকে লক্ষ্য করে গুলি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃআবার গুলি চলার ঘটনা ঘটল কোচবিহারের শীতলখুচিতে। এবার গুলিবিদ্ধ হলেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান। এই ঘটনায় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা জড়িত বলে অভিযোগ করেছে শাসক শিবির। গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তৃণমূলের ওই নেতার ওপর হামলা করা হয় বলেই দাবি করা হয়েছে। তৃণমূলের তরফে এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ অবশ্য অস্বীকার করেছে বিজেপি।কোচবিহারের শীতলখুচি ব্লকের লালবাজারের পঞ্চায়েত প্রধান অনিমেষ রায়। বৃহস্পতিবার রাতে লালবাজার চৌপতিতে সাংগঠনিক মিটিং সেরে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। তখনই দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। প্রধানকে উদ্ধার করে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় শীতলখুচি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখান থেকে কোচবিহারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। আপাতত সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন।কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তা এখনও চিহ্নিত করা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শীতলখুচি থানার পুলিশ। শুক্রবার সকালে গুলিবিদ্ধ প্রধানকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ। তিনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে জানান, প্রধানের শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল। বিপদ কেটে গিয়েছে। তবে এই ঘটনার নেপথ্যে বিজেপির হাত থাকতে পারে বলে মনে করছেন তিনি। তাঁর কথায়, ' রাতে লালবাজার এলাকায় নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন। রাতের অন্ধকারে বিজেপির মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা ওঁকে গুলি করেছে। হাঁটুতে গুলি লেগেছে। এখন তিনি ভাল আছেন। যে বা যারা এই কাজ করেছে, সে বা তাদের খুঁজে বের করতে আমরা পুলিশের কাছে তদন্তের আবেদন জানাচ্ছি। আশা করছি, পুলিশ এটা দেখবে। আমরা এর একটা বিহিত চাই। ওই এলাকায় বিজেপির দুষ্কৃতী বেড়ে গিয়েছে। আমার মনে হয়, তারাই এই ঘটনায় জড়িত।''তৃণমূলের অভিযোগ অবশ্য অস্বীকার করেছে বিজেপি। দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বোস এ প্রসঙ্গে বলেন, দলের জন্মলগ্ন থেকেই গোষ্ঠীকোন্দলে জর্জরিত তৃণমূল। এখানেও গোষ্ঠীকোন্দল। ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে মূলত এই ঝামেলাগুলি হয়। সেটা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ওরা বিজেপির উপর দোষ চাপাচ্ছে। কারণ, আমাদের সামনে তো ওরা বলছে না। পুলিশ তদন্ত করলেই আসল সত্যি বেরিয়ে আসবে। এখানে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে। তার পর এই ধরনের ঘটনা কাম্য নয়। আমার মনে হচ্ছে, এমন আরও হবে। ওরা নিজেদের সামলাক। বিজেপির দিকে আঙুল না তোলাই ভাল।''২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে শীতলখুচিতে গুলি চলেছিল। ভোটের দিন শীতলকুচির ১২৬ নম্বর বুথের বাইরে গুলিতে মৃত্যু হয় চার জন গ্রামবাসীর। বুথের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছিল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে তরজা চলে। সেই শীতলখুচিতেই আবার গুলি চলল। এ বার অবশ্য ভোট মিটে গিয়েছে সেখানে। কোচবিহার কেন্দ্রে ভোট ছিল গত ১৯ এপ্রিল, লোকসভার প্রথম দফাতেই।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাপপ্রবাহের সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতে অত্যধিক গরম ও তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। আগামী ৪-৫ দিন তীব্র দহনজ্বালায় নাজেহাল হতে চলেছে পঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং দিল্লি। জাতীয় রাজধানীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্তও পৌঁছতে পারে।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১৮ মে থেকে দাবদাহের পরিস্থিতি তৈরি হবে পূর্ব এবং মধ্য ভারতেও। হরিয়ানা, পঞ্জাব, রাজস্থান ও দিল্লিতে তাপপ্রবাহের কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পশ্চিম রাজস্থানের কিছু অংশে ২০ মে পর্যন্ত এবং পঞ্জাব, হরিয়ানা ও দিল্লিতে ১৮-২০ মে পর্যন্ত তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার জাতীয় রাজধানীতে পারদ ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছতে

অভিষেকের মায়ের প্রতিশ্রুতি রাখতেই লক্ষ্মী ভাণ্ডার! জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ তৃণমূলের অন্যতম প্রকল্প লক্ষ্মী ভাণ্ডার। তবে এই প্রকল্প চালুর পিছনে নেপথ্য কারণ কি? এই বিষয়ে এগরার জনসভা থেকে প্রথমবারের জন্য মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রকল্প চালুর পিছনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদানের কথা বলতে ভুলে যাননি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। গত বৃহস্পতিবার এগরায় সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি বলেন, 'নোটবন্দির সময় আধঘণ্টার মধ্যে সাংবাদিক বৈঠক করে বলেছিলাম এতে দেশের ক্ষতি হতে চলেছে। অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে দিদি আপনি কী ভাবে এত তাড়াতাড়ি বিষয়টি আন্দাজ করলেন!' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংযোজন, 'অভিষেকের মা লতা আমার কাছে থাকে, ও আমার দেখাশোনা করে। ওঁর সহকারী দুই হাজার টাকা সেই সময় চেয়েছিল কারণ ব্যাঙ্ক পাঁচশো-হাজার টাকা দেবে না। সেই সময় আমি লতাকে বলেছিলাম, তোর তো জমানো টাকা রয়েছে, তা হলে?'মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন, 'ও সেই সময় বলেছিল, কোথায় জমানো টাকা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে যে টুকু টাকা লুকিয়ে চুরিয়ে রাখতাম তাও নোটবন্দি কেড়ে নিল। সেই সময় আমি ভেবেছিলাম বাংলার মায়েদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আমি কোনও মতেই কেড়ে নিতে দেব না। আগেকার দিনে মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে টাকা জমিয়ে রাখতেন। সেই টাকাটাই প্রয়োজন পড়লে খরচ করতেন। আপনাদের আজ একটা কথা বলি, আমারও একটা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার রয়েছে। সেখানে পাঁচ, দশ টাকা রাখি। প্রয়োজনে ওই টাকাটা আমার কাজে লাগবে।'

প্রধানমন্ত্রীর মঞ্চে তাঁকে ডাকা হোক! চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন অভিষেক

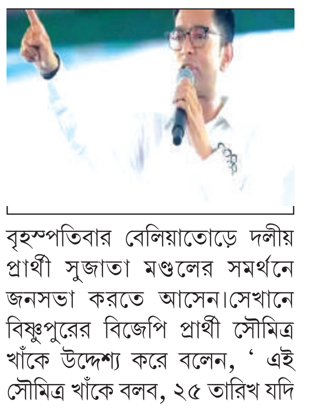

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ফের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাঁর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় তাঁকে ডাকা হোক এমন মন্তব্যই করেছেন অভিষেক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগামী ১৯ - ২০ তারিখ জনসভা রয়েছে যথাক্রমে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে। প্রধানমন্ত্রী যদি তাঁকে মঞ্চে ডাকেন, তাহলে গত ১০ বছরের রাজ্য সরকারের খতিয়ান তিনি সেই মঞ্চে জনসমক্ষে পেশ করবেন। অভিষেক গত বৃহস্পতিবার বেলিয়াতোড়ে দলীয় প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের সমর্থনে জনসভা করতে আসেন।সেখানে বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ' এই সৌমিত্র খাঁকে বলব, ২৫ তারিখ যদি ভোট হয় প্রায় ৮ দিন সময় রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নাকি এখানে সভা করতে আসছেন। আমি বলব, সেই মঞ্চে আমাকে ডাকা হোক। একদিকে তুমি তোমার তথ্য নিয়ে এস, অন্য দিকে আমি আমার তথ্য নিয়ে যাব। তোমার ১০ বছরের কেন্দ্রীয় সরকার বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরের জন্য কী করেছে, আর আশানুরূপ ফল না হওয়ার পরেও আমাদের মা-মাটি-মানুষের সরকার বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরের জন্য কী করেছে তা দেখিয়ে দেবো।'অভিষেক এদিন সৌমিত্রকে তীব্র সমালোচনা করেন। গত লোকসভা নির্বাচনে হাইকোর্টের রায়ের প্রসঙ্গ তুলে এনে বলেন, 'এই সৌমিত্র খাঁকে ২০১৯ সালে হাইকোর্ট বাঁকুড়ায় ঢুকতে দেয়নি। প্রচার করেছিল সুজাতা। আর সৌমিত্র প্রচার করেছিল শুধু খণ্ডঘোষ বিধানসভায়। যেখানে প্রচার করেছিল ৩০ হাজার ভোটে হেরেছিল। আর এবার বিষ্ণুপুর লোকসভা জুড়ে সব জায়গায় যাচ্ছে আর মিথ্যে কথা বলে বেড়াচ্ছে।'

বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ,বাংলায় কি আদৌ আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড়

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তা থেকে দানা বাঁধতে পারে নিম্নচাপও। যা ঝড়বৃষ্টি নিয়ে আসতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। এমনটাই জানিয়েছে হাওয়া অফিস। তবে নিম্নচাপ তৈরির আগেই অবশ্য ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণের জেলাগুলিতে। চার জেলায় রয়েছে তাপপ্রবাহের পূর্বাভাসও।আগামী ২০ মে-র মধ্যে গভীর নিম্নচাপ ঘণীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের চেহারা নিতে পারে বলে ইতিমধ্যেই আভাস দেওয়া হয়েছে। তবে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলে কি তা বাংলায় আছড়ে পড়বে? এখন থেকেই এই প্রশ্ন উঠেছে এবং বাড়ছে শঙ্কাও। যদিও আপাতত কোনও খারাপ খবর দিচ্ছে না আলিপুর। মৌসম ভবন জানিয়েছে, এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে আগামী ২৩ মে-র মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন আন্দামান সাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। পরবর্তী সাতদিনে তা আরও বেশি শক্তিশালী হবে। তবে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বক্তব্য, বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হবে এমন কোনও উপক্রম এখনও তৈরি হয়নি। বঙ্গোপসাগরে কোনও ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলেই তবে তার গতিবিধি বিবেচনা করা সম্ভব। প্রাথমিকভাবে অনুমান, আমফানের মতোই বিধ্বংসী হতে পারে এই ঘূর্ণিঝড়। তবে সেটি কতটা শক্তিশালী হবে বা আদৌ সুপার সাইক্লোনের রূপ নেবে কিনা তা পরবর্তী সময়ে আবহাওয়ার পরিস্থিতি দেখেই বোঝা যাবে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। সেক্ষেত্রে কি তাহলে বাংলায় এর প্রভাব প।বে? আবহাওয়াবিদরা বলছেন, ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলে সেটির সম্ভাব্য গন্তব্য হবে মায়ানমার এবং সংলগ্ন বাংলাদেশ। যা পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেকটাই দূরে। বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন তৈরি হলে তার নাম হবে রেমাল। ২০২০ সালের ২০ মে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আমফানের তাণ্ডব দেখেছিল বাংলা। যার জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল প্রায় গোটা দক্ষিণবঙ্গে। এছাড়াও মে-মাসে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে একাধিক শক্তিশালী সাইক্লোন আঘাত হেনেছে। আবারও অশনি সঙ্কেতই দেখছেন আবহাওয়াবিদরা।

চারধাম যাত্রায় ৩১ মে পর্যন্ত ভিআইপি দর্শন বন্ধ, ভিডিও ও রিল তৈরিতে নিষেধাজ্ঞা

দেহরাদুন, ১৭ মে ঃ চারধাম যাত্রায় পুণ্যার্থীদের বিপুল ভিড়ের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ৩১ মে পর্যন্ত ভিআইপি দর্শনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য ভিডিওগ্রাফি ও রিল তৈরিতেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। চারধাম যাত্রায় পুণ্যার্থীদের বিপুল ভিড়ের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরাখণ্ডের মুখ্য সচিব রাধা রাতুরি ভিআইপি দর্শনের ওপর নিষেধাজ্ঞা ৩১ মে পর্যন্ত বাড়িয়েছেন, যাতে সমস্ত ভক্তরা সহজেই চারধাম দর্শন করতে পারেন।উত্তরাখণ্ডের মুখ্য সচিব রাধা রাতুরি চারধাম মন্দির কমপ্লেক্সের ৫০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য ভিডিওগ্রাফিরিল তৈরির ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। তিনি পর্যটন সচিব, গাড়ওয়াল বিভাগের কমিশনার এবং সংশ্লিষ্ট জেলার ডিএম এবং এসপিদের এই নির্দেশ পাঠিয়েছেন।

প্রেমিকা কৌশানি তো ছিলেনই ,তৃণমূলের হয়ে ভোটপ্রচার করতেই ট্রোলের মুখে বনি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাজনীতির ময়দানে দল বদলানো নতুন কিছু নয়। আগেও হয়েছে, আগামীতেও হবে। আবার একই সঙ্গে তাতে অভিনেতাদের যোগদানও নতুন কিছু নয়। অতি চেনা বিষয়। এবার সেই একই জিনিস করলেন অভিনেতা বনি সেনগুপ্ত। এই নির্বাচনী আবহে বনি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। একুশের বিধানসভা ভোটে তো অভিনেত্রী তৃণমূলের টিকিটে কৃষ্ণনগর কেন্দ্র থেকে লড়েও ছিলেন মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে। তবে ভোটবাক্সে পরাস্ত হলেও কৌশানী কিন্তু নেত্রীর লড়াই জারি রেখেছেন ময়দানে। ভোটের আবহে প্রচারেও বেরচ্ছেন দলের হয়ে। তবে এবার নির্বাচনী আসরে দেখা গেল বনি সেনগুপ্তকে (Bonny Sengupta)। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সকলকে চমকে দিয়ে গেরুয়া শিবিরে নাম লিখিয়েছিলেন বনি। যদিও সেইসময়ে যোগদান করা বাকি তারকারা যশ, শ্রাবন্তী, তনুশ্রীরা টিকিট পেলেও বনি সেনগুপ্তর কপালে তখন টিকিট জোটেনি! বিজেপির সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল তখন থেকেই। তারপর বিধানসভা ভোটে গেরুয়া শিবির বাংলায় হারলে, দল ছাড়েন অভিনেতা। বছর তিনেক বাদে আবারও রাজনীতির মাঠে দেখা গেল ' হিরো নম্বর ওয়ান'কে। তবে এবার তৃণমূলের হয়ে ভোটপ্রচারে নেমেছেন তিনি।গত বৃহস্পতিবার নৈহাটিতে প্রচারে গিয়েছিলেন বনি সেনগুপ্ত। বারাকপুরে তৃণমূলের প্রার্থী এবার পার্থ ভৌমিক। বিজেপির অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই। সেখানেই এবার তৃণমূলের হয়ে ভোটপ্রচার করলেন বনি সেনগুপ্ত। অভিনেতার অনুরাগীরা সেই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করে নেটপাড়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বনি নিজেও তাঁর ইনস্টা স্টোরিতে শেয়ার করেছেন সেসব পোস্ট। আর সেসব ছবি ভাইরাল হতেই ফের একবার ট্রোলের মুখে বনি সেনগুপ্ত। নেটপাড়ার রসিকতা, দাদা বিজেপি রাগ করবে। যদি নিন্দা-সমালোচনা নিয়ে অভিনেতা বরাবরই নিশ্চুপ!

সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে অশান্তির জেরে মাকে খুন ছেলের

নিজস্বসংবাদদাতা,হুগলি(হরিপাল)ঃ সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে অশান্তির জেরে মাকে খুন ছেলের।ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো হুগলির হরিপালের কৈকালা এলাকায়।গ্রেপ্তার ছেলে আটক বৌমা।অভিযুক্ত ছেলের নাম মহাদেব যাদব বৌমা চন্দনা যাদব,মৃত মায়ের নাম বিজুলি যাদব (৬০)পরিবার সূত্রে জানা গেছে ৩০ বছর আগে স্বামী পরেশ যাদব ও তার তিন সন্তান কে রেখে জাঙ্গিপাড়ায় অন্য এক পুরুষের সাথে সংসার শুরু করেন বিজুলি যাদব।মাঝে মধ্যেই হরিপালের বাড়িতে আসতেন বিজলী যাদব,গত বছর প্রথম পক্ষের স্বামী পরেশ যাদব মারা যান।এর পর থেকেই সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে শুরু হয় অশান্তি।তবে গত এক সপ্তাহ আগে থেকে বড় ছেলে মহাদেব যাদবের সাথে সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে অশান্তি বাড়তে শুরু করে।গত কাল রাত নটা নাগাদ অশান্তি চরমে পৌঁছালে ছেলে মহাদেব মায়ের মাথায় হাতুড়ি দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন করে।খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে যায় হরিপাল থানার পুলিশ।দেহ উদ্ধার করে এবং অভিযুক্তঃ ছেলে মহাদেব যাদব কে গ্রেপ্তার করে বৌমা চন্দনা যাদব কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। অভিযুক্তঃ মহাদেব যাদব কে চন্দন নগর মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সিপিএম উত্থানে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের লাভ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি

নিজস্বসংবাদদাতা,বর্ধমানঃবর্ধমান জেলা একদা বামফ্রন্টের দুর্গ ছিল। সেই দুর্গ দখলে আনার বা পুনরুদ্ধারের জন্য বামেরা উঠে পরে লেগেছে। দুটো -তিনটে নির্বাচনে একটু চুপ করে থাকলেও ধীরে ধীরে তারা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে ।গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে থেকেই বামেদের উত্থান পূর্ব বর্ধমান জেলায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বামেদের উত্থান বামেদের বেশি ভোট পাওয়া মানেই শাসক তৃনমূল কংগ্রেস দলকে একটু বেশি সুবিধা পাইয়ে দেবে ।সে কথা শাসকদল একটা বুঝতে পেরেছি বলে মনে হয় ।কারণ বিজেপিকে যেমন তেড়ে যাচ্ছে সর্বোত্রে বা দুই দলের সম্পর্ক সাপে নেউলে।বামেদের সঙ্গে সংঘাতে বিশেষ দেখা যায় নাই ।শান্তিতেই নিজেদের নির্বাচনে প্রচার দেয়াল লিখন ইত্যাদি করেছে সিপিএম। পূর্ব বর্ধমান জেলার গত লোকসভা নির্বাচনে একদা লাল দুর্গ বর্ধমানে সিপিএমে ভোট ছিল প্রায় ১১ শতাংশ । বিধানসভা ভোটে আরও কম পায় । কিন্তু পঞ্চায়েতে ভোটে তারা একটু ঘুরে দাঁড়ায় । তাদের ভোট অনেক বেশি বাড়ে । পুরোনো কর্মীরা কিন্তু দলের হয়ে নেমে পড়েছে পুরনো কর্মীদের আবার দলে ফিরে আসায় সিপিএম যথেষ্ট উৎসাহিত বোধ করে এবারেও ভোটে নেমেছে। বিজেপি তৃণমূল বিজেপি সাথে সমান তালে অনেক জায়গায় সিপিএমের প্রচার লাল ফ্লাগ পতাকা ফেস্টুন দেখা যাচ্ছে। অনেক জায়গা বিজেপি থেকে একটু এগিয়ে আছে। গত পঞ্চায়েত ত নির্বাচনে সিপিএম একটু হলেও এগিয়েছিল বিজেপি থেকে । শতাংশ হিসেবে না হলেও আসনের দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে ছিল। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএম যেতে ২৬৯টি আসনে।বিজেপি পায় ২০৪টি আসন ।জেলায় মোট আসন সংখ্যা ৪০১০ মধ্যে। আসল পাওয়ার বিচারে বাম বা সিপিএম অনেকটাই এগিয়ে আছে বিজেপি থেকে ।সিপিএম প্রায় ২৪,৫ শতাংশ ভোট। এবার ভোটে বহু বুথে বিজেপির বুথে যেমন এজেন্ট ছিল না ।সিপিএমের একজন ও ছিল না তবে অনেক জায়গাতেই বিজেপির এজেন্ট না থাকলেও সিপিএমের এজেন্ট ছিল। সিপিএম যে ভোট গুলি পাবে তা হল শাসক বিরোধী ভোট ।এই শাসক বিরোধী ভোট দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে এক বিজেপি ও সিপিএমের মধ্যে ।তারফলে শাসকদলের সুবিধা হচ্ছে ।বিশেষত বিরোধীদের শাসক বিরোধী ভোট দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ায় বিজেপি অনেক ক্ষেত্রেই শাসকদের থেকে পিছিয়ে যেতে পারে । অনেক বিজেপি নেতার মত সিপিএম সংখ্যালঘু ভোট পাবে। তারা তৃণমূলের থেকে এই সংখ্যালঘু ভোটটাকে ছিনিয়ে নিতে পারে। সে ক্ষেত্রে সুবিধা পেয়ে যাবে বিজেপি। এরকম আশা করছেন অনেকে বিজেপি নেতা। শাসক দলের সাথে বিজেপি যেভাবে লড়াই করছে যে তারা প্রশ্ন থাকছে কোন আসনে বিজেপি জিতবে নাকি তৃণমূল জিতবে, সেই অবস্থা এখনো জেলায. সিপিএমের হয়নি অর্থাৎ সিপিএম কোন আসনে জিতে যাবে এমন আশা কেউ করেন না। কিন্তু তাদের ভোর বাড়বে, আগের থেকে অনেক আগে বিজেপি ভোট বেড়েছিল বা মেয়েদের ভোট বা সিপিএমের ভোট নিচে নেমে তলানিতে চলে গিয়েছিল এখন সে অবস্থা হবে না বলি অনেকেই মনে করছে ।পূর্ব বর্ধমানের বা পশ্চিম বর্ধমানের মিলে যে তিনটি আসন আছে তার মধ্যে দুটিতে অন্তত বিজেপি ও শাসক দল পাল্লা দিয়ে লড়ছে। একটি আসনে বর্ধমান দুর্গাপুর আসলে বিজেপি জিতেছিল এবার দেখার কীতি আজাদ দিলীপ ঘোষের মধ্যে লড়াই হচ্ছে এবারে শাসক দল উদ্ধার করার সংকল্পে নেমেছে সেই জন্য প্রাক্তন ক্রিকেটার কে এবং হিন্দিবাসী প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে । এদিকে দক্ষ সংগঠক কর্মঠ পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির অন্যতম কারিগর বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রে প্রার্থী। বিজেপি তাদের জেতা আসন যেমন ধরে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে চালিয়েছে তেমনি শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস জেলার আসন পুনরোদ্ধারে সংকল্প নিয়ে নেমেছে।

১৮ মে হিমাচলে কর্মসূচি জে পি নাড্ডার, ফতেহপুরে করবেন নির্বাচনী জনসভা

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃ আজ,শনিবার, ১৮ মে হিমাচল প্রদেশে নির্বাচনী কর্মসূচি রয়েছে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার। হিমাচলে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে সভা করবেন নাড্ডা। কাংড়া সংসদীয় আসনের বিজেপি প্রার্থী রাজীব ভরদ্বাজের সমর্থনে ফতেহপুর বিধানসভা কেন্দ্রে রেহানে নির্বাচনী সভা করবেন নাড্ডা। পরে তিনি চাম্বা ও বারোটিওয়ালায় সভা করবেন।লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম তথা অন্তিম দফায় ভোটগ্রহণ হিমাচল প্রদেশে। আগামী ১ জুন সপ্তম দফায় ভোটগ্রহণ হবে হিমাচল প্রদেশে ৪টি সংসদীয় আসনেই। এবার তাই হিমাচল প্রদেশে ঝাঁপিয়ে প।তে চাইছে বিজেপি। এই লক্ষ্যে ১৮ মে হিমাচলে বেশ কিছু নির্বাচনী কর্মসূচি রয়েছে জে পি নাড্ডার।

যাত্রী সুবিধার্থে ইউটিএস অ্যাপ-এ পরিবর্তন, যে কোনও স্থান থেকেই কাটা যাবে টিকিট

কলকাতা, ১৭ মে ঃবিনা টিকিটে রেল সফর বন্ধ করতে এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য অনলাইনের মাধ্যমে পেপারলেস টিকিটিং ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ট্রেনের সাধারণ শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য ইউটিএস অন মোবাইল অ্যাপ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে যাত্রীরা এখন যে কোনও স্থান থেকেই নিজের গন্তব্যের টিকিট পেতে পারবেন, আগে এই অ্যাপে ২০ কিলোমিটারের সীমাবদ্ধতা ছিল।অর্থাৎ, কোনও যাত্রী যদি কোনও স্টেশন থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে থাকেন, তবেই তিনি ইউটিএস অন মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে টিকিট নিতে পারতেন। এ প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, এই নিয়মের পরিবর্তন করা হয়েছে। তবে, শুধুমাত্র কোনও যাত্রী যদি প্লাটফর্মে থাকেন অথবা ট্রেনে ভ্রমণ করেন, তাহলে তিনি ইউটিএস অন মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে অনলাইনে টিকিট কাটতে পারবেন না।

ভোটের আগেই সাতসকালে ২ তৃণমূল নেতার বাড়িতে সিবিআই হানা,কোন মামলার তদন্তে?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃলোকসভা নির্বাচন (loksabha election ২০২৪) চলাকালীন ২০২১ সালে বিধানসভার ভোটপরবর্তী হিংসার তদন্তে পূর্ব মেদিনীপুরে (East midnapore) সিবিআই (CBI Raid)।ভোট পরবর্তী হিংসা মামলার তদন্তে সাতসকালে ৩ নম্বর ব্লকের ভাজাচাউলির ২ তৃণমূল নেতা নন্দদুলাল মাইতি ও দেবব্রত পণ্ডার বাড়িতে হাজির কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে এগরা থানার বাথুয়াড়ি এলাকায় জন্মেঞ্জয় দলুই নামে এক ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ ছিল নন্দদুলাল মাইতিদের বিরুদ্ধে। যদিও সিবিআই-এর তালিকায় নন্দদুলালের নাম নেই। রয়েছে তাঁর ছেলে বুদ্ধদেব মাইতির নাম। এদিন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা বুদ্ধদেবকে না পেয়ে নন্দদুলালকে জেরা করার চেষ্টা করে, তবে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে, তৃণমূল নেতা দেবব্রত পন্ডা কে না পেয়ে তার মেয়েকে জেরা করে বলে খবর। এদিকে অভিযানের খবর পেয়ে সিবিআইয়ের তালিকায় এক নম্বরে নাম থাকা কাঁথি ৩ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশচন্দ্র বেজ গা ঢাকা দিয়েছেন।গ্রামের রাস্তায় গাড়ি রেখে বিপুল বাহিনী নিয়ে সিবিআইয়ের এই অভিযান ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা গোটা এলাকা ঘিরে রাখেন। মারিশদা থানা এলাকা কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। আগামী ২৫ মে পঞ্চম দফায় এই কেন্দ্রে নির্বাচন। ভাজাচাউলি এলাকা আগেও একাধিক বার রাজনৈতিক হিংসার জেরে সংবাদ শিরোনামে এসেছে। ভোটের আগে সিবিআইয়ের ' কেন্দ্র করে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, সে দিকে নজর রয়েছে সব পক্ষের।২০২১ সালের ৩০ মার্চ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্বের ভোটগ্রহণের আগে কাঁথি-৩ ব্লকের ভাজাচাউলিতে জনমেজয় দোলুই নামে এক বিজেপি কর্মীকে পিটিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। প্রাথমিক ভাবে জনমেজয়কে নিজেদের দলীয় কর্মী বলে দাবি করে মারিশদা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন কালীপদ শীট নামে স্থানীয় এক সিপিএম নেতা। পরে নিহতের ছেলে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। আদালতের নির্দেশে ঘটনার তদন্তে নামে সিবিআই। বিধানসভা ভোটের সময় কাঁথি-৩ ব্লকের তৃণমূল নেতা নন্দদুলালকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠেছিল বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। পরে ওই তৃণমূল নেতাকে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এরপর ভোট মিটে যাওয়ার পর বিজেপি নেতা জনমেজয় দোলুইকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীকালে স্থানীয় একটি ফাঁকা মাঠে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়।গত এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে এই ঘটনার তদন্তে কাঁথির ৩০ জন তৃণমূল নেতা-কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠিয়েছিল সিবিআই। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাঁথি সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি সভাপতি বিকাশ চন্দ্র বেজ, কাঁথি-৩ ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান এবং তৃণমূলের বুথ অঞ্চলের নেতারা। তবে নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকার কথা জানিয়ে সিবিআইয়ের তলব এড়িয়ে যান তাঁরা।

সন্দেশখালিতে থেকেই এ বার তদন্ত করবে সিবিআই,শাহজাহানের আরও ১৪ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃসংঃদেশখালি কাণ্ডের তদন্ত শুরু করার পর একাধিকবার সেখানে গেছে সিবিআই আধিকারিকরা। জমি হারাদের বাড়িতে গিয়ে, 'নির্যাতিত'দের সঙ্গে কথা বলে অভিযোগ শুনছিলেন। কিন্তু এবার থেকে সন্দেশখালিতেই অস্থায়ী ক্যাম্প খুলল সিবিআই। সূত্রের খবর, সেখানে থেকেই এ বার তদন্ত করবেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা। অভিযোগকারীদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ইতিমধ্যেই কলকাতার সিবিআই দফতর থেকে কয়েক জন আধিকারিক সন্দেশখালি পৌঁছে গিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার এসপি পদমর্যাদার এক আধিকারিকও সন্দেশখালি যান। সিবিআইয়ের ওই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ইমেলের মাধ্যমে অভিযোগ জমা নেওয়াও বন্ধ করছে না তারা। তবে গ্রামের মানুষ যাতে সহজে অভিযোগ জানাতে পারেন, তাই সেখানেই অস্থায়ী শিবির খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তদন্তকারী সংস্থাটি।সন্দেশখালিতে অধুনা সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ এবং তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে জমি দখল, হেনস্থা এবং নির্যাতনের অভিযোগ তোলেন গ্রামবাসীদের একাংশ। গত ১০ এপ্রিল কলকাতা হাই কোর্ট নির্দেশ দেয়, সন্দেশখালির নারী নির্যাতন এবং জমি সংক্রান্ত মামলার তদন্ত করবে সিবিআই। অভিযোগ জানাতে অনলাইন পোর্টাল খুলতে বলা হয়। সেই সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়, সন্দেশখালির নিগৃহীতেরা কী ভাবে সিবিআইয়ের কাছে অভিযোগ জানাবেন, তা সন্দেশখালি জুড়ে প্রচার করতে হবে রাজ্য সরকারকে।হাই কোর্টের নির্দেশের পরেই একাধিক বার সন্দেশখালিতে গিয়েছেন সিবিআই আধিকারিকেরা। অভিযোগকারীদের মধ্যে কয়েক জনের বাড়ি গিয়ে কথা বলা এবং জমি সংক্রান্ত নথিপত্রও খতিয়ে দেখেছেন তাঁরা। কিছু দিন আগে সন্দেশখালিতে তল্লাশি অভিযানে গিয়ে শাহজাহান-ঘনিষ্ঠের আত্মীয় আবু তালেব মোল্লার বাড়ি থেকে বেশ কিছু অস্ত্র উদ্ধার করে তদন্তকারী সংস্থাটি। এর পর সেখানে ডেকে পাঠানো হয় এনএসজিকে। 'ক্যালিবার'যন্ত্র নিয়ে তারা দিনভর সন্দেশখালিতে বোমার খোঁজে তল্লাশি চালায়। কয়েকটি বোমা নিষ্ক্রিয়ও করা হয়।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৮ মে মার্ট ঃশনিবার, ৪ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ৩ জ্যৈষ্ঠ মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৪ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৪ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৪ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতেঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৬.৭ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৮.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৪শতকরা এবং ৪৬শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শুক্রবার। জোয়ার- সকাল ১টা ৩২ মিনিট এবং রাত০২টা ৩৪মিনিট হবে। ভাটা-বিকেল-৬টা ২০মিনিট। সন্ধ্যা-০৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৬মিনিটে এবং সূর্য অস্তযাবে ঃ ৬ টা ৯ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃএকটু আধটু শরীরচর্চা দিয়ে আপনার দিন শুরু করুন- এই সময়ে আপনি নিজেকে নিয়ে ভালো বোধ করতে শুরু করবেন- এটিকে প্রতিদিনের অঙ্গ বানিয়ে ফেলুন এবং এটিতে লেগে থাকার চেষ্টা করুন। সংসারে শান্তি হবে। **বৃষভ রাশিঃ**স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে। **মিথুন রাশিঃ**আজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে।। **কর্কট রাশিঃ**আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। **সিংহ রাশিঃ**আপনার ব্যক্তিগত সমস্যা মানসিক সুখ নষ্ট করতে পারে কিন্তু এই চাপ সামলাতে আকর্ষণীয় কিছু পড়ার মাধ্যমে মানসিক ব্যায়ামে নিজেকে জড়িয়ে রাখুন।। **কন্যা রাশিঃ**ভ্রমণ-ভোজ এবং আনন্দ আপনাকে আজ এক ভালো মেজাজে রাখবে। শুভ দিন। **তুলারাশিঃ**নিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু একই সময়ে এটিকে ভয়, ঘৃণা, হিংসা এবং প্রতিশোধের মত নেতিবাচক অনুভূতিগুলি ছাড়তে প্রস্তুত করে। বিবাহের যোগ **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনার আবেগপ্রবণ এবং জেদী প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন, বিশেষ করে পার্টিতে যেহেতু এটি পার্টির মেজাজ খারাপ করতে পারে। **ধনু রাশিঃ**আপনার খাবার সম্পর্কে সঠিক যত্ন নিন, বিশেষ করে মাইগ্রেনের রোগীরা, যাঁদের খাওয়া বাদ দেওয়া উচিত নয় অন্যথায় এটি তাঁদেরকে অহেতুক মানসিক চাপ দিতে পারে। মানসিক অস্থির। **মকর রাশিঃ**অসীম জীবনের সমৃদ্ধশালী জাঁকজমক উপভোগ করে আপনার জীবনকে আরো মহিমান্বিত করে তুলুন। শুভ দিন। **কুম্ভ রাশিঃ**আজ আপনার উচ্চ প্রত্যয় সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। **মীন রাশিঃ**আপনার দীর্ঘায়িত অসুস্থতার সাথে লড়াই করার সময় উপলব্ধি করুন যে আত্ম বিশ্বাসই হল বীরত্বের সারবত্তা।ব্যবসা সাফল্য হবে।

মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল ও বিজেপির সমান তালে চলছে জোর টক্কর

দুরন্ত বার্তা, মথুরাপুর, ১৭ মেঃ আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে চলছে তৃণমূল ও বিজেপির জোর টক্কর। কেউ কারো এক ইঞ্চিও জায়গা ছাড়তেও নারাজ। তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে নামখানা ব্লকের চলছে জনসংযোগ কর্মসূচি। এই জনসংযোগ কর্মসূচিতে মানুষ শপথ নিয়েছে যে আগামী ১ জুন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার কে জোড়া ফুল প্রতীকে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবে। নামখানা ব্লক শুধু নয় মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রচারের দিক দিয়ে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে নামখানা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস বলেন, এই তাপদাহে আমরা প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এবং বাংলায় বিরোধী যে বিজেপি নামক দলটি মানুষের কষ্টের ১০০ দিনের টাকা দেয় নি। এমনকি গরিব মানুষদের আবাস যোজনারও টাকা আটকে রেখেছে। আমাদের রাজ্য সরকারকে শুধু নয় রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষকে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করছে। এইসব বিষয় নিয়ে আমরা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে জনসংযোগ করছি। জনসংযোগে আমরা খুব ভালো সাড়া পাচ্ছি। তিনি আরো বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস প্রচারের দিক দিয়ে অনেকভাবে এগিয়ে রয়েছে। প্রায় দু মাস ধরে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের যুব নেতা বাপি হালদার প্রত্যেকটা গ্রাম পঞ্চায়েত এমন কি প্রত্যেকটা অঞ্চলভিত্তিক মানুষের কাছে যাচ্ছেন। এবং আমাদের দলীয় কর্মীরা যেভাবে প্রতিটা বাড়িতে বাড়িতে মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। তৃণমূল কংগ্রেস শুধু প্রচারে এগিয়ে নয়, তিন লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবে। তিনি আরো বলেন, ফ্রেজারগঞ্জ পঞ্চায়েত

অধিনে ২৭৫ নম্বর বুথে প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে আমি প্রচার করেছি। তারা একটাই কথা বলেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া রাজ্যবাসীদের ভাবনার জন্য আর কোনো দল বা কোনো ব্যক্তি নেই। আমাদের মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের যুবনেতা অর্থাৎ মনোনীত প্রার্থী বাপি হালদার কে যে প্রার্থী করেছেন, তাঁকে সাধারণ মানুষ সাদরে গ্রহন করেছেন। এবং একটাই আশ্বাস পেয়েছেন যে, আমাদের যুব নেতা বাপি হালদার শুধু ভোট প্রচারে নয় আগামী দিনের সুরক্ষা কবজ হিসেবে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রকে আগামী দিনে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাবে। তাই আগামী ১ জুনের আগে নামখানা ব্লকে আমরা বিজয় মিছিল বের করব। অন্যদিকে বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সেক্রেটারি বিপ্লব নায়েক বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রচারের দিক দিয়েও অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমাদের জনসংযোগ কর্মসূচি ও অব্যাহত। ৪ জুন বোঝা যাবে কে বা কারা বিজয় মিছিল বের করবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নামখানার এক বাসিন্দা বলেন, তৃণমূল প্রচারে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। মমতা ব্যানার্জি উন্নয়নকে আমরা সমর্থন করি। মমতা ব্যানার্জি থাকার ফলে আজ আমরা ১০০ দিনের কাজের টাকা হাতে পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে নামখানা ব্লকের আর এক বাসিন্দা চন্দন মান্না বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি দুয়ারে দুয়ারে জনসংযোগ করছে। আজ তৃণমূল যে কর্মকাণ্ড করেছে। তাতে ওই দলের কর্মীরাও মুখ খুলতে পারছে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উন্নয়নে শামিল হয়ে জনমানুষ মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অশোক পুরকাইতকে বিপুল ভোটে জয়ী করবে।

তৃণমূল প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে জনসভায় মন্ত্রী মেয়র ফিরহাদ হাকিম

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১৭ মেঃ উলুবেড়িয়া লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় রাজ্যের মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। জয় শ্রীরাম ও হযরত মাতা কি জয়। কথাগুলি শোনা গেল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের গলায়। শুক্রবার হাওড়ার শ্যামপুর কেন্দ্রের নাকোল অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে নাকোল হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফিরহাদ হাকিম নাটকীয় ভঙ্গিতে বক্তব্য রাখেন। এদিন বক্তবের বিভিন্ন অংশে তিনি নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহের মিমিক্রি করেন। শেষে বলেন আপনাদের তাই বলে যাই একসাথে থাকুন এটাই হচ্ছে পরিচয় বাংলা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মন্ডল, হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জুলফিকার আলী মোল্লা, শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নদেবাসী জানা,নাকোল অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেখ সারোয়ার উদ্দিন, উপপ্রধান সদানন্দ দাস প্রমুখ।

ষষ্ঠ দফার কমিশন পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উপর করা নজর দিচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ মেঃ ষষ্ঠ দফার ভোটে নির্বাচন কমিশন পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উপর করা নজর দিচ্ছে। ভোটের আগে ও পরে যাতে ওই দুই জেলায় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে বলে কমিশনের কাছে আগাম খবর আছে বলে সূত্রে জানা গেছে।

সেজন্য ভোটের দিন এবং তার আগে এবং পরে যাতে কোন অশান্তির ঘটনা না হয় তার জন্য ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার নিতেশ ব্যাস মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক কে নির্দেশ দিয়েছেন। ভোটের দিন এই দুই জেলায় কোন গন্ডগোল হলে সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে পাঠাতে হবে কুইক রেসপন্স টিম। এ ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ডেপুটি কমিশনার।ওই নির্দেশ পাওয়ার পর ই জরুরি ভিত্তিতে ওই দুই জেলার জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপার দের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক আরিজ আফতাব।

সল্টলেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নাকা চেকিং, সঙ্গে বিধান নগর পূর্ব থানার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, সল্টলেক, ১৭ মেঃ শুক্রবার সকালে বিধান নগর পূর্ব থানার পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনী সঙ্গে নিয়ে সল্টলেকের এএল বিএল ক্রসিং এ নাকা চেকিং শুরু করে। সেক্টর ফাইভ হয়ে যে সমস্ত গাড়ি গুলি সল্টলেকে ঢুকছে সেই সমস্ত গাড়ি গুলোতে তল্লাশি চালানো হয়। কেন এই তল্লাশি ? কারণ এই মুহূর্তে লোক সভা ভোটের অবহ চলছে। আগামী ১লা জুন শেষ দফার ভোট। সেই ভোটের কারণে কেউ যাতে কোনো রকম অবৈধ জিনিস পত্র, টাকা বা আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে কিনা সেই বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর শুধু সল্টলেকের এএল বিএল ক্রসিং নয় আরো বেশ কিছু এন্ট্রি পয়েন্ট এ ও চালানো হচ্ছে নাকা চেকিং।

কল্যাণ ঘোষকে তোলাবাজ বলে পোস্টার পড়লো

দুরন্ত বার্তা, ডোমজুড়, ১৭ মেঃ ডোমজুড়ে ফের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষকে তোলাবাজ বলে পোস্টার পড়লো। এর পাশাপাশি শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামেও দেওয়া হলো বার্তা। প্রচারে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের নাম। কয়েকদিন আগেও বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়েছিল বাঁকড়া এলাকায়। শুক্রবার সকাল থেকে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ডোমজুড় বিধানসভার সলপ এলাকায় ওই পোস্টার পড়ে। ভোটের তিনদিন আগে এই নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। লোকসভা ভোটের দোরগোড়ায় এই পোস্টার প্রসঙ্গে কল্যাণ ঘোষ বলেন, ডোমজুড়ের প্রাক্তন বিধায়কের অনুগামীরা যারা এখানে ছিলেন এবং এলাকায় তোলাবাজি করতেন তারাই এখন বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাতের অন্ধকারে পোস্টার ফেলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। পোস্টার ফেলে যারা ২৫ হাজার ভোটে হারার কথা বলছেন তাদের বলি এখান থেকেই শুধু পঞ্চাশ হাজার ভোটে আমরা লিড করব।

বিদ্যুৎ চলে গেলেই রোগীদের হাঁসফাঁস নাজেহাল অবস্থা, স্বাস্থকর পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী রোগীদের

দুরন্ত বার্তা, ভরতপুর, ১৭ মেঃ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের ভরতপুর ব্লকের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ৩০ বেডের হাসপাতাল অর্থাৎ সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র। হাসপাতালের আউটডোর, ইনডোর থেকে প্রসৃতি বিভাগ রয়েছে। দুই বিভাগেই রোগীর ভীড়ও জমে। কিন্তু মেল ও ফিমেল সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের অবস্থা এতটাই খারাপ যে রোগীদের বেডে থাকাটাও সময় ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে পড়ে। ওয়ার্ডের ভিতরে নোংরা আবর্জনা পড়ে তো রয়েছেই। এমনকি দেওয়াল গুলিতেও গুটকা জাতীয় কিছুর ছাপ দেখা গিয়েছে। বিশেষ অবস্থার জন্য রয়েছে জেনারেটরের ব্যবস্থা। কিন্তু তার ক্ষমতা এতটাই কম যে সব জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া যায় না। তাই লোডসেডিং হলেই ভরতপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাখা বন্ধ হয়ে যায়। ওইসময় রোগীদের ভরসা নিজের জামাকাপড়। বিদ্যুৎ চলে গেলেই পরিজনরা কাপড় দিয়ে হাওয়া করে রোগীকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করেন। বছর বছর ধরে এই অবস্থা চলে আসছে ওই হাসপাতালে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে দ্রুত এর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এরপর মাঝে মধ্যেই দেখা দেয় আরও এক সমস্যা। বিদ্যুৎ চলে গেলেই ওয়ার্ডের পাখা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এই দাবদাহের মধ্যে রোগীদের অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে। মাঝে মধ্যেই সেখানে হঠাৎ করেই বিদ্যুৎ চলে যায়। সেইসময় শুধুমাত্র ইনভার্টারের মাধ্যমে লাইট গুলি জ্বলতে থাকে। ওয়ার্ডের সমস্ত পাখা বন্ধ হয়ে পড়ে। তিব্র গরমে রোগীরা নিজর শরীর থেকে জামা খুলে হাওয়া করে সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, হাপাতালের এমন অবস্থা প্রায় ১৫ বছর ধরে চলে আসছে। এখানে কয়েকটি ইনভার্টার রয়েছে ঠিক। কিন্তু সেগুলি অফিসের কাজে ও চিকিৎসক ও নার্সদের থাকার জায়গায় সংযোগ রয়েছে। স্বাস্থ্য কর্মিদের জন্য সবসময় পাখা চললেও রোগীর ওয়ার্ডে তেমন অবস্থা নেই। হাসপাতালে ভর্তি থাকা দিলিম মুর্মু বলেন এমনি গরমে শরীর খারাপা এখানে এসে আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অপর রোগী সুজিত মন্ডল বল্লএবিষয়ে ভরতপুর ১ বিএমওএইচ সুবীর কুমার গোলদার বলেন, এখানে একটি জেনারেটর রয়েছে। সেটি দিয়ে গোটা হাসপাতালে সংযোগ দেওয়ার মত পরিস্থিতি নেই। তাই বিদ্যুৎ চলে গেলে রোগীর ওয়ার্ডে শুধু আলো জ্বলার মত ব্যাবস্থ করা রয়েছে। তাছাড়াও বিশেষ ক্ষেত্র বিশেষে জেনারেটর চালান হয়। এমন অবস্থা বহুবছর ধরে রয়েছে। তবে সমস্যার কথা স্বাস্থ্য দপ্তরে জানান হয়েছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।

বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এর সার্বিক অভিজ্ঞতা পান বাংলার ঐতিহ্যবাহী ও সুস্বাদু খাবারের মাধ্যমে

কলকাতা , ১৭ মে ঃ কথায় আছে ''মাছে ভাতে বাঙালি অর্থাৎ বাঙালি যেখানেই যাক দুপুরের আহারে মাছ ভাত চাই ই চাই। অবশ্য এতে সমস্যার কিছুই নেই, বাঙালিরা যেখানেই যায় মাছ ভাতের হোটেল একটা অবশ্যই জোগাড় করে নেয় শুধুমাত্র যাত্রার সময়কালে বাঙালি কে ম্যানেজ করতে হয় দুপুরের খাবারটা ''মাছ ভাত ছাড়া। তবে সেই চিন্তারও এখন অবসান হয়েছে। দুপুরের আহারে মাছ ভাত একটি অপূর্ব পরিচিতি যা বাঙালি সমাজের জীবনধারা এবং সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত অংশ। এই অংশের মূল্যায়ন এখন ২২৩০১ হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মাধ্যমে পূর্ণতঃ সম্পন্ন হয়েছে। এখন হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এ বাংলার সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন সুস্বাদু খাবারের পদগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন প্রাতরাশে ত্রিকোণ পরোটা, ছোলার ডাল, মাল্টিগ্রেন আটার রুটি। লাঞ্চ অথবা ডিনারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে বাসন্তী পোলাও, চিকেন কষা, ফিস ফ্রাই, ধোকা অথবা ছানার ডালনা, সোনামুগের ডাল, বাঙালির অতিপ্রিয় মাছের ঝোল, সরষে মাছ, মিষ্টি দই, সন্দেশ এবং ক্ষীরকদম। প্রাতরাশ থেকে লাঞ্চ এবং ডিনার এর জন্য বাছাইকৃত বাঙালি খাবারের প্রতিটি অংশে উল্লেখযোগ্য সুস্বাদ এবং পারিপাটিত্ব সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে। হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, তার উচ্চ-গতির ক্ষমতা এবং বিলাসবহুল সুযোগ-সুবিধার জন্য বিখ্যাত । যাত্রীদের জন্য একটি অতুলনীয় অভিজ্ঞতার সাথে রেল ভ্রমণকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করে চলেছে । উল্লেখযোগ্যভাবে, ঋতুগত ভিন্নতা সত্ত্বেও বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সাফল্য 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের এক উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

সন্দেশখালির পিয়ালি দাসকেকে মুক্তির নির্দেশ, বিজেপি নেত্রীকে বড় স্বস্তি দিল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সন্দেশখালির বিজেপি নেত্রী মাম্পি দাসকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে বলল কলকাতা হাই কোর্ট। গ্রেফতারি নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। এর নেপথ্যে 'মাস্টারমাইন্ড' কে, জানতে চেয়েছে আদালত। এই নিয়ে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের ব্যাখ্যা তলব করেন বিচারপতি সেনগুপ্ত। তারপরই বিজেপি নেত্রী পিয়ালী দাসকে অবিলম্বে মুক্তির নির্দেশ দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় যে মামলা রুজু করেছিল পুলিশ তাও এদিন খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতির জয় সেনগুপ্ত।পিয়ালির বিরুদ্ধে ৪৪৮, ৩৪১, ৩২৩, ৩২৫ সহ সমস্ত জামিন যোগ্য ধারায় মামলা করেছে পুলিশ। প্রথমে তাঁকে সাক্ষী হিসেবে থানায় ডাকা হয়েছিল। তারপর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ১৯৫এ ধারায় পিয়ালির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় পুলিশ।

পিয়ালি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আত্মসমর্পণের আবেদন জানানো সত্বেও তাঁকে গ্রেফতারির নির্দেশ দেয় বসিরহাট আদালত। এরপরই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মাম্পি।পিয়ালির আইনজীবী রাজদীপ মজুমদারের বক্তব্য ছিল, সম্পূর্ণ জামিনযোগ্য মামলা এটি। কিন্তু আগাম জামিনের আবেদন নাকচ করে উল্টে ১২ দিনের জেল হেফাজত দেওয়া হয়েছে তাঁর মক্কেলকে। এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকেও অমান্য করা হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার, ওসি, তদন্তকারী অফিসার এমনকি নিম্ন আদালতের বিচারক সকলকেই হাইকোর্টে ডাকা উচিত বলে দাবি করেন তিনি। সন্দেশখালি নিয়ে সম্প্রতি একাধিক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। তার মধ্যে একটিতে বিস্ফোরক দাবি করে এক মহিলা বলেছেন, সাদা কাগজে সই করিয়ে পরে সেখানে ধর্ষণের অভিযোগ লেখানো হয়েছিল এবং তা করিয়েছিলেন এই পিয়ালিই। সন্দেশখালির আন্দোলনের অন্যতম মুখ পিয়ালিকে এই ইস্যুতে তলব করেছিল পুলিশ। কিন্তু হাজিরা না দিয়ে তিনি গত মঙ্গলবার বসিরহাটের মহকুমা আদালতে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। মাম্পির আইনজীবী বলছেন, তাঁর বাড়িতে যখন নোটিস লাগানো হয়েছিল তখন জামিন অযোগ্য ধারা ছিল না। কিন্তু তিনি যখন আত্মসমর্পণ করেন সেই সময়ে জামিন অযোগ্য ধারার কথা বলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়! এছাড়া নিম্ন আদালতে কেস ডায়রিও পেশ করেনি পুলিশ, এমন অভিযোগ করা হয়েছে। গোটা ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করে রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতির প্রশ্ন, এর পিছনে কার মাথা কাজ করছে? কার পরিকল্পনা? পিয়ালি দাসকে অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়া উচিত জেল থেকে।পিয়ালি ওরফে মাম্পি দাস ভেবেছিলেন আদালতে আত্মসমর্পণ করে তিনি জামিন পেয়ে যাবেন। কিন্তু তা তো মেলেনি, উল্টে তাঁর জেল হেফাজত হয়। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে ছিলেন বিজেপি নেত্রী। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানিতেই পিয়ালিকে সাময়িক স্বস্তি দিয়েছিল আদালত। বলা হয়েছিল, তাঁর বিরুদ্ধে শুক্রবার পর্যন্ত নিম্ন আদালতে নতুন করে কোনও মামলা করতে পারবে না পুলিশ। মাম্পির বিরুদ্ধে একটি ধারা যুক্ত করার পাশাপাশি তাঁকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল রাজ্য।

যৌন হেনস্তার অভিযোগ, এফআইআরে দাবি আপ সাংসদ স্বাতীর

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়ালের ব্যক্তিগত সচিবের বিরুদ্ধে আগেই নিগ্রহ এবং হেনস্থা করার অভিযোগ তুলেছিলেন আপের রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল। গত বৃহস্পতিবার দিল্লি পুলিশের কাছে তিনি এফআইআর দায়ের করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই এফআইআরে স্বাতী কেজরীর ব্যক্তিগত সচিব বৈভব কুমারের বিরুদ্ধে চড় মারা, এমনকি পেটে লাথি মারার অভিযোগ তুলেছেন। গত মঙ্গলবার থেকে এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দিল্লি পুরসভার অন্দরমহল। ইন্ডি জোটের অন্যতম সদস্য কংগ্রেস ছাড়াও বিজেপি কাউন্সিলাররা ওয়েলে নেমে কেজরিওয়ালের ইস্তফার দাবিতে হইচই পাকিয়ে দেন। সেদিন সময়ের আগে সভা মুলতুবি হয়েছিল। যদিও তখনও পর্যন্ত মালিওয়াল নিজে পুলিশে কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি। শুক্রবার সেই কাজটিই করলেন। পুলিশ সূত্রের খবর, স্বাতী অভিযোগ করেছেন যে তাঁর বুকে, পেটে ঘুষি মারা হয়েছে, এমনকী লাঠি দিয়েও তাঁকে মেরেছেন বিভাব কুমার। শুধু তাই নয়, শরীরের একাধিক স্পর্শকাতর জায়গায় আঘাত করেছেন তিনি।

ডায়মন্ডহারবারে জেলা ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা হয়ে গেল

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৭ মেঃ নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে ক্যারাটে শিখে রাখার প্রয়োজন আছে।রাস্তাঘাটে বিপদ এড়াতে মেয়েদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ক্যারাটে শেখার দরকার। আর সেই তাগিদে বহু অভিভাবকেরা বর্তমানে তাদের ছেলে মেয়েদেরকে ক্যারাটে প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়াছে। আর এই প্রথম ডায়মন্ড হারবারে অয়োজিত হয়ে গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে বড় আকারের ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। ভারত সেবাশ্রম সংঘের মাঠে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দুদিন ধরে এই প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। যেখান থেকে ৬৫ জন রাজ্যস্তরে খেলার সুযোগ পেয়েছে। এতদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক ট্রেনিং সেন্টারে এই ক্যারাটে শেখানো হতো। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তাঁরা অংশগ্রহণ করতো। তবে এবার একত্রিতভাবে তাঁর আয়োজন করা হয়ে ছিলো। এই প্রতিযোগিতায় জেলার ৫ টি মহকুমা থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নিয়েছিলো। তাঁরমধ্যে আলিপুর সদর মহকুমা থেকে ২০ জন, বারুইপুর মহকুমা থেকে ১৩০ জন, ডায়মন্ড হারবার মহকুমা থেকে ৮৫ জন, ক্যানিং মহকুমা থেকে ৭১ জন, কাকদ্বীপ মহকুমা থেকে ৬৫ জন, সব মিলিয়ে মোট ৩৭১ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিয়ে ছিলো এই জেলা স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায়।

এই প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ ৬৫ জন আগামী দিনে যাদবপুরে রাজ্যস্তরে খেলতে যাবে। এদিনের এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন জেলা স্কুল গেমসের সেক্রেটারি শুভেন্দু ঘোষ সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি গন। আর এ বিষয়ে আয়োজকদের পক্ষ থেকে বিজয় প্রামাণিক বলেন, জেলার সব মহকুমার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ডায়মন্ড হারবারে এই প্রথম এত বড় ধরণের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল । আগামী দিনে ও এই ধরনের প্রতিযোগিতারআয়োজন আবার করা হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী স্লিপ নং ৩

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নং. ইপিসি-০১-সিএও-সি-ইআর-২০২৩ ঃ ওপেন ইপিসি ই-টেন্ডার ইন সিঙ্গল স্টেজ - টু প্যাকেট সিস্টেম যেটি চিফ অ্যাডমিন. অফিসার/কন/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতা কর্তৃক আহ্বান করা হয়েছিল নিম্নলিখিত কাজের ভিত্তিতে ঃ **বাসুকীনাথ-পুসলা নতুন রেল লাইন ঃ বৈদ্যুতিকরণ এবং ইপিসি মোডে সিগন্যালিং ও টেলিকম-এর কাজ সহ বাসুকীনাথ স্টেশন থেকে [সিএইচ. ০.৯৪২ কিমি দুমকা পর্যন্ত বাসুকীনাথ-এর সিএসবি থেকে (জসিডি-দুমকা শাখায় জসিডি থেকে কিমি ৪৮.৯৬৮-এ)] পুসলা স্টেশন (ব্যতীত) পর্যন্ত (বাসুকীনাথ স্টেশনের সিএসবি থেকে সিএইচ ১৩.৫৬০ কিমি) পর্যন্ত আকৃতি অনুসারে মাটির কাজ, ক্ষুদ্র ব্রিজ, বৃহৎ ব্রিজ, নর্দমা, সীমানা প্রাচীর, সুরক্ষার কাজ, আরইউবি/আরওবিসমূহ, তৎসহ প্রবেশপথ, স্টেশন বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার্স, অফিস ও অন্যান্য পরিষেবা ভবনসমূহ নির্মাণ, ট্র্যাক ব্যালাস্ট সরবরাহ, রেল ব্যতীত সকল পি.ওয়ে সামগ্রী সরবরাহ সহ পি. ওয়ে সংযুক্তি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ,** যা ইতিপূর্বে এই সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন **"টেন্ডার বন্ধের তারিখ/সময়"** তে করা হয়েছে। বিদ্যমান তারিখ ও সময় ঃ ৩১.০৫.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়, **পরিবর্তিত তারিখ ও সময় ঃ ৩১.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়।** টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকেপাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ইপিসি মোডে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতে হাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করা হবে। অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

CON-15/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway

@easternrailwayheadquarter

প্রতারণা চক্রের হদিস মিললো হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ মেঃ ভুয়ো ফোন কলে ব্যাঙ্কিং প্রতারণা চক্রের হদিস এবার হাওড়ায়। ফোন কল মারফত এক ব্যক্তিকে তাঁর পলিসির টাকা এককালীন উইথড্র করানোর টোপ দিয়ে চাওয়া হয়েছিল ব্ল্যাঙ্ক চেক, আধার-প্যান কার্ডের ডিটেইলস ডকুমেন্টস। কিন্তু ওই ব্যক্তি ফোন কলের প্রতারণা বুঝতে পেরে আগেভাগেই সতর্ক হয়ে যান। উল্টে ওই সংস্থার কাউকে বাড়িতে ডেকে সব ডকুমেন্টস এবং ব্ল্যাঙ্ক চেক হাতে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। সেইমতো ওই সংস্থায় কর্মরত এক ডেলিভারি ম্যান গতকাল হাওড়ায় এলে তাঁকে হাতেনাতে ধরা হয়। ওই ডেলিভারি ম্যানের ফোন পরীক্ষা করে জানা যায় দীর্ঘদিন ধরেই ওই ভুয়ো সংস্থাটি বহু ব্যক্তির সঙ্গে আর্থিক প্রতারণা করে আসছিল। পুলিশকেও ঘটনাটি জানানো হয়। পুলিশ এসে অভিযুক্তকে আটক করে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

লক্ষ্মী ভান্ডারকে পাথেয় করে ভোট বৈতরণী পাড়ের লক্ষ্যে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ১৭ মেঃ লোকসভা ভোটের আগে রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মী ভান্ডারের ভাতা দ্বিগুন করার কথা ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃনমূল সরকার। এবার সেই লক্ষ্মী ভান্ডারকে পাথেয় করেই ভোট বৈতরনী পারে অভিনব কৌশল নিলো রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য তার দমদম উত্তর বিধানসভা অঞ্চলের নববারাকপুর পৌর এলাকার ৩ এবং ৪নং ওয়ার্ডে রেললাইন ধারে বসবাসকারী মা বোনেদের মাসিমাদের ঘরে ঘরে গিয়ে মহিলাদের সেই সম্বন্ধে অবহিত করেন। লক্ষী ভান্ডার মহিলারা পাচ্ছেন কিনা সে বিষয়ে যেরকম তিনি খোঁজ নেন পাশাপাশি অন্যান্য সুবিধা তারা পাচ্ছেন কিনা সেই সম্বন্ধ জানতে চান। এর সাথে সাথেই মোদি সরকার কি করছ এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার কি করেছেন তা মহিলাদের সামনে তুলে ধরে দলীয় প্রার্থী সৌগত রায়কে জেতানোর আহ্বান জানান।ছিলেন নিউ বারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা , উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি কৃষ্ণা বোস, বেবী চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গন। মা বোনের মাসিমারা মন্ত্রী কে কাছে পেয়ে কেউ গলায় মালা ও ফুলের তোড়া আবার খুদেরা গোলাপ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।মা বোনেরা মাসিমারা দিদি কে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন।মন্ত্রী বলেন মেয়েরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে কেন বলছেন জনগণের গর্জন বিরোধীদের বিসর্জন।

INTERNATIONAL CONVEYORS LIMITED

CIN : L21300WB1973PLC028854

REGD. OFF: FALTA SEZ, VILL & MOUZA : AKALMEGH, SOUTH 24 PARGANAS - 743 504, WEST BENGAL

EMAIL : icltd@iclbelting.com & **WEB SITE :** www.iclbelting.com

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(₹ in Lakhs)

Sl No	Particulars	Standalone					Consolidated				
		Three Months Ended			Year Ended		Three Months Ended			Year Ended	
		31.03.2024 Audited	31.12.2023 Unaudited	31.03.2023 Audited	31.03.2024 Audited	31.03.2023 Audited	31.03.2024 Audited	31.12.2023 Unaudited	31.03.2023 Audited	31.03.2024 Audited	31.03.2023 Audited
1	TOTAL INCOME FROM OPERATIONS	3189	2224	4837	13822	20835	2596	2255	4883	13393	21502
2	NET PROFIT FOR THE PERIOD (BEFORE TAX, EXCEPTIONAL ITEMS)	778	2328	1103	7663	3748	765	2354	1141	7703	3718
3	NET PROFIT FOR THE PERIOD BEFORE TAX (AFTER EXCEPTIONAL ITEMS)	778	2328	1103	7663	3748	765	2354	1141	7703	3718
4	NET PROFIT FOR THE PERIOD AFTER TAX (AFTER EXCEPTIONAL ITEMS)	624	1908	768	6213	2935	607	1931	787	6239	2872
5	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD [COMPRISING PROFIT FOR THE PERIOD (AFTER TAX) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (AFTER TAX)]	388	2291	99	7410	2729	372	2314	(183)	7436	2365
6	EQUITY SHARE CAPITAL (OF ₹1/- EACH)	634	634	647	634	647	634	634	647	634	647
7	OTHER EQUITY	NA	NA	NA	28114	22333	NA	NA	NA	26662	20851
8	EARNINGS PER SHARE OF ₹ 1/- EACH (FOR CONTINUING AND DISCONTINUED OPERATIONS)										
	BASIC	0.98	3.00	1.14	9.78	4.37	0.96	3.03	1.17	9.82	4.28
	DILUTED	0.98	3.00	1.14	9.78	4.37	0.96	3.03	1.17	9.82	4.28

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

2 The full format of the Audited Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and on the Company's website (www.iclbelting.com).

Place : Kolkata
Dated : 17.05.2024

R. K. Dabriwala
(Managing Director)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৬৮ সংখ্যা, শনিবার, ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

চিন রাশিয়া একই পথে

ইউক্রেনের উত্তর পূর্বাংশে এখনও স্থলপথ আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া। ইতিমধ্যে দশটি গ্রাম দখল করে নিয়েছে রুশ সেনারা। এরই মধ্যে ইউক্রেনে উপস্থিত হলেন আমেরিকার বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। ইউক্রেনের পরিস্থিতি ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। এখনই ইউক্রেনকে রক্ষা করতে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন চিন দেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি চিন রাশিয়ার ৭৫ তম বন্ধুত্বের পূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে বেজিংয়ে উপস্থিত। কথা হয়েছে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে। চিন এবং রাশিয়া এদিন একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেছে। তাঁরা সেখানে বলেছেন যুদ্ধ থামাতে চায়। রাজনৈতিক সমাধান করতে প্রস্তুত। ইউক্রেনের সঙ্গে রাজনৈতিক পথ ধরে যুদ্ধ বন্ধ করতে সবাইকে একটি ছাতার তলায় আসার কথা বলেছেন পুতিন এবং শি জিনপিং। এদিকে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেছেন ইজরায়েলের যুদ্ধ থামানো উচিত। প্যালেস্টাইনকে স্বীকৃতি দিয়ে ইজরায়েলের উচিত হচ্ছে গাজার যুদ্ধ থামানো। এদিকে ইজরায়েল থেকে বলা হয়েছে হামাস জঙ্গিদের নিধন না করা পর্যন্ত ইজরায়েল অস্ত্র ত্যাগ করবে না। ইজরায়েলকে ধ্বংস করে প্যালেস্টাইন কোনও সময়ে গড়ে তোলা যায় না। ইজরায়েলকে রক্ষা করতে বিশ্বের সব নাগরিকদের এগিয়ে আসা দরকার রয়েছে। ইজরায়েল আজকে আক্রান্ত তা নিয়ে কেউ একটি কথাও বলছে না। হামাস জঙ্গিরা ইজরায়েলকে ধ্বংস করে দিতে চায় তা নিয়ে কারোর মুখে কোনও কথা নেই। সবাই চুপ করে বসে রয়েছে। এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন খারকিভের পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। এখন অবস্থা নিয়ন্ত্রণ থাকলেও ভালো নয়। ইউক্রেন আজকে আক্রান্ত তা নিয়ে কেউ কোনও কথছ না এটাই হচ্ছে সবচেয়ে অবাক করার বিষয়। ইউক্রেনের সেনারা দখলদারদের চাপে রেখেছে। রাশিয়া বারবার নতুন করে আক্রমণ করতে শুরু করেছে। তার ফলে ইউত্রেনের মতো একটি ছোট দেশকে তৈরি হতে সময় লাগছে। এদিকে চিন সফর করে পুতিন খুবই আপ্লুত। বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলি কি তাহলে বিপদে পড়তে থাকবে? যেভাবে গণতান্ত্রিক দেশগুলির ওপরে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে এবং চিন রাশিয়া এক পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে তাতে আমেরিকা এবং ভারত খুবই চিন্তিত। যদিও রাশিয়া ভারতের পাশে রয়েছে। তবুও গণতান্ত্রিক দেশগুলি একন একা হয়ে পড়তে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পাচ্ছে না। আফগানিস্তানে গণতান্ত্রিক দেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেখানে তালিবান জঙ্গি শাসন এসে আবার উপস্থিত। এদিকে পাকিস্তানের জঙ্গিরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। হামাস জঙ্গিরা ইজরায়েলকে দখল করতে চাইছে। ফলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলি এখন নিরাপদে নেই একেবারে। তারা নিজেদের বিপদ দেখতে পাচ্ছে। পাকিস্তান নিয়ে ভারত খুবই চিন্তিত। কারণ পাকিস্তানের পাশে বিশ্বের সব ইসলামিক দেশগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেখানে ভারত একা। ভারতকে রক্ষা পেতে গেলেই তাকে সব সময়ে প্রস্তুত থাকতে হবে।

ভারত চিন মৈত্রী কি সম্ভব ?

চিন সব সময়ে সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। এটা তাদের কুটনৈতিক কৌশল। যে দেশ যত অসুবিধায় থাকবে ততই চিনের লাভ। সেটা ব্যবসার দিক দিয়ে হোক বা ভারতের অঞ্চল খানিকটা দখল করে নিয়ে হোক। চিন কোনও সময়ে ভারতের ওপরে সদয় নয়। সেটা বুঝত পারা গিয়েছিল ১৯৬২ সালে ভারত চিনের যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। চিনের সঙ্গে তখন ভারতের নিবিড় সম্পর্ক। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং চৌ এন লাই এর তখন গলায় গলায় ভাব। হিন্দু চিনা ভাই ভাই স্লোগান আকাশে বাতাসে মুখরিত। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিরা তখন চিনের সঙ্গে ভারতের এই নিবিড় বন্ধুত্বকে স্বাগত জানিয়েছিল। ভারতের চিকিৎসক কোটনিশ চিনে উপস্থিত হয়ে সেখানকার মানুষদের সেবা করতে গেলে গিয়েছেন। কিন্তু তার মধ্যে চিন কিন্তু কৌশল খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে ভারতের বেশ কিছু অঞ্চলকে তাদের বলে উপস্থিত করতে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে চিন এ ব্যাপারে বহুবার আলোচনা করেছিল। কিন্তু ভারত তাতে গা ঘামায়নি। ফলে চিন খানিকটা রুষ্ট হয়ে যায়। তার ফলেই ভারত চিনের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করতে চিনকে বহু কাল ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে। চিন ভারত যুদ্ধ হওয়ার ফলে আমেরিকা চিনকে একেবারে কোনঠাসা করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। আমেরিকার তখন চিনের ওপরে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেয়। তার ফলে চিন তখন বৃহৎ শিল্প স্থাপন করতে পারেনি। চিন তখন ক্ষুদ্র শিল্পের ওপরে নির্ভর করে আর্থিক সমস্যার মোকাবিলা করছিল। চিনের ব্যবসা তখন শ্রীবৃদ্ধি হয়নি। পাশ্চাত্য কোনও দেশ চিনা পণ্য কিনতো না। ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, আমেরিকার জার্মানসহ প্রভৃতি ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো চিনা পণ্য কেনা বন্ধ করে দিয়েছিল। এমনকী ভারতের হিমালয়ের ওপরে চিনের ওপর নজরাদরি বসানোর যন্ত্রও বসানো হয়। যদিও সেই যন্ত্র বেশ কয়েক বছর কাজ করার তা বরফের তলায় কোথায় যে মিশে গিয়েছে তা খোঁজ এখন আমেরিকার পেন্টাগন সন্ধান পায়নি। সেই সময়ে আমেরিকার ভারতের পাশে ছিল। আমেরিকার খাদ্য দিয়ে সামরিক অস্ত্র দিয়ে ভারতকে সহযোগিতা করেছিল। তখন সারা বিশ্বের অবস্থা স্বাভাবিক। মানুষ তখন খেতে পরতে পারছিল। কিন্তু আজকের মতো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি নেই। চিন করোনা ভারত সংক্রমণে আক্রান্ত ছিল। আথি৪ক টানাপোড়েন রয়েছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেন, ।। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজারণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তিকে জাগরিত করার মন্ত্র গ্রহণ করে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। সবার মধ্যে মায়ের অস্তিত্ব দেখতে পায়। নদীকে ভারতবাসীরা মা হিসাবে পুজো করে থাকেন। দেশকে মা বলে সম্মান দান করে। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি পরিবার সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষরোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না। নারীজাতির কাছে স্নেহ, ভালোবাসা প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, চাই , মা সারদা তাঁর শক্তির কথা কাউকে বলতেন না। তিনি নিজে সব কিছু জানতেন। কিন্তু তিনি কাউকে সেটা বুঝতে দিতেন না। তিনি মনে করতেন যে শক্তির কথা কাউকে প্রকাশ করতে নেই। মায়ের শক্তি হচ্ছে ভেতরে। বাইরে থেকে তা কিন্তু বুঝতে পারা যায় না। মা সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তাঁর অবাধ্য সন্তানকে যেমন শক্তি দেন। পাশাপাশি বাধ্য সন্তানদের তিনি শক্তি দিয়ে থাকেন। কেউ সেই শক্তি পেয়ে অপব্যবহার করে। আবার কেউ সেই শক্তি পেয়ে মানুষের উপকারে কাজে লাগায়। আসলে শক্তিই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। তিনি শক্তিদায়িনী মা তিনি হচ্ছেন সর্ব দাত্রী। তিনি সব কিছু অকাতরে দান করে থাকেন। কাউকে তিনি ফিরিয়ে দেন না। মা বলে যিনি শক্তি কামনা করেন তিনিই শক্তি পেয়ে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তাঁর স্ত্রী সারদা দেবীকে মা বলে পুজো করেছিলেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তাঁর কাছ থেকে শক্তি আহরণ করা। মা সারদা ঠাকুরকে শক্তি দান করেছিলেন।

‘১৯০৫ সালে ‘বঙ্গভঙ্গ’ বিরোধী সংগ্রামই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সূতিকাগৃহ’- বক্তব্যে গুলেদানন্দজি

রবীন্দ্র কুমার শীল

বউবাজারের গুলেদানন্দজি বলে থাকেন যে বাংলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন (১৯০৫) শুরু না হলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হতো না। তারপরে রয়েছে মোহনবাগান ক্লাবের আইএফএ শিল্ড জয় (১৯০১)। এই দুটি ঘটনা জাতীয় আন্দোলনে বারুদের কাজ করেছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ সঙ্গীত রচনা করে নিজ কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে কলেজ স্কোয়ার থেকে নাখোদা মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হন। তখন বাংলা ভাগের বিরোধিতা করেছিল হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায় মিলিত হয়ে। গুলেদানন্দজি বলেই চলেছেন। তিনি একবার বলতে শুরু করলে তাকে থামানো একেবারে অসম্ভব। বলতেই থাকেন। থামতে আর চান না। প্রায় এক ঘন্টা থেকে দুই ঘন্টা পর্যন্ত এক নাগাড়ে বলতে শুরু করে দেন। বলছেন, লর্ড কার্জন ভারতে এসে উপস্থিত হলেন ১৮৯৮ সালে ৩০ ডিসেম্বর বোম্বাইতে। বাংলা ভাগ করতেই তাঁকে ভারতে নিয়ে আসা হয়। লর্ড কার্জন ছিলেন বাঙালি বিদ্বেষী। তিনি বাংলাকে পচ্ছন্দ করতেন না। তিনি জানতেন যে বাঙালিরা যেভাবে শিক্ষিত হতে শুরু করে দিয়েছে তাতে তারা একটি সময়ে ইংরেজদের অতিক্রম করে যাবে। সেই কারণে বাংলাকে আগে রুখে দিতে হবে। যাতে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। ১৯০১ সালে তিনি সিমলাতে আয়োজিত শিক্ষা সম্মেলনে সমাবর্তন ভাষণে ভারতীয়দের শিক্ষা নিয়ে ব্যঙ্গ করলেন। ১৯০২ সালে ভারতের সংবাদপত্রগুলি ও ভারতীয়দের ‘অত্যুক্তিবাদী এবং অতিরঞ্জনপ্রিয়’ বলে কটাক্ষ করলেন। আবার ১৯০৫ সালে ভারতবাসীদের মিথ্যাবাদী বলেও প্রচার করতে শুরু করে দিলেন। তখন ভারতীয়রা বিদেশি শিক্ষা গ্রহণ করে সুশিক্ষিত হতে শুরু করে দিয়েছে। ইউরোপের দার্শনিকদের বই নিয়ে পড়াশুনা করতে শুরু করছে। ফরাসি বিপ্লব এবং আমেরিকার স্বাধীনতা নিয়ে চর্চা করছে। ইতালির নবজাগরণ নিয়ে পড়াশুনা করছে। ভারতবাসীরা তখন একটি ছোট পুকুরে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখেনি। বিশাল জ্ঞান সমুদ্রে সাঁতার কাটতে শুরু করে দিয়েছে। লর্ড কার্জন সেটা জানতেন। তিনি কৌশল করতে শুরু করেছিলেন যদি বাঙালি জাতের মেরদণ্ডটাকে ভেঙে ফেলে দেওয়া যেতে পারে তাহলে ভারতবাসীরা আর জাগতে পারবে না। বাংলাই ভারত বাসীদের পথ দেখাতে শুরু করেছে। ভারতবাসীদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী মানসিকতা গড়ে তোলার চেষ্টা করছে বাংলা। তাই বাংলাকে ভাগ করে দিয়ে ছোট করে দাও। ভারতের দায়িত্ব গ্রহণ করেই লর্ড কার্জন ‘ম্যাকেঞ্জি বিল’কে সমর্থন করতে শুরু করে দিলেন। তখন লর্ড ম্যাকেঞ্জি বাংলার ছোট লাট। দেশ শাসনের চাবিকাঠি তখন ইংরেজদের হাতে। কলকাতার নাগরিকদের হাতে কেবল মাত্র মিউনিসি প্যালিটির দায়িত্ব। সেখানেই স্বায়ত্বশাসন ভোগ করতো। তারা নির্বাচন করতে পারতো পঞ্চাশজনকে। ভাইসরয় কার্জন রাতারাতি পঞ্চাশ জনের পরিবর্তে পচিশ জনকে নির্বাচিত করার অধিকার দিয়ে ঘোষণা দিলেন। কমে গেল অতিরিক্ত ২৫ জনকে নির্বাচন করার অধিকার। মিউনিসি প্যালিটির চেয়ারম্যান হবেন সরকারের পচ্ছন্দের ব্যক্তি। তার ফলে প্রতিবাদ শুরু হল কলকাতায়। গুলদানন্দজি বললেন, প্রতিবাদ করে কোনও লাভ হল না। বরং আরও কড়া হতে শুরু করে দিলেন লর্ড কার্জন। তিনি ভারতে এসেছেন ভারতীয়দের ক্ষমতাকে ছোট করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে। ভারত বাসীরা যাতে ইংরেজদের অতিক্রম না করতে পারে তাব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। আসামকে কেটে তৈরি করা হল একটি নতুন প্রদেশ। তাতে দেখতে পাওয়া গেল বাংলার লোক সংখ্যা তখন সাত কেটি আশি লক্ষ। মধ্য প্রদেশের চিফ কমিশনার স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার একটি মুশকিল আসান ফরমূলা দিলেন। তিনি লর্ড কার্জনকে বুদ্ধি দিলেন ওড়িশাকে বাংলা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে মধ্য প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে। ফ্রেজারের পরিকল্পনা মতো ১৯০৩ সালে বাংলা ভাগের পরিকল্পনা জমা পড়লো কার্জনের টেবিলে। ভারত সচিব রিজলে সেটাকে অনুমোদন করে দিলেন। ৩ ডিসেম্বর ‘রিজলে পেপার’

প্রকাশ পেল। সুপারিশ করা হল চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জুড়ে দেওয়া হবে আসামের সঙ্গে। ছোট নাগপুর মধ্য প্রদেশের সঙ্গে আর মধ্য প্রদেশ থেকে সম্বলপুর আর মাদ্রাজ থেকে গঞ্জামকে বাংলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। বাংলার লোক সংখ্যা কমতে শুরু করবে। বাংলার বিশাল জনসংখ্যা কমতে শুরু করবে। তার ফলে বাংলার ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে কোনও লাভ করতে পারবে না। বাংলার মানুষকে কেঁচো করে রাখতে হবে। ইংরেজ প্রভুরা যা বলবে তাই বাংলাকে শুনতে হবে। তৎকালীন ভারত সচিব ব্রড্রিক লিখছেন-‘বাঙালিরা নিজেদের মনে করে একটা মহাজাতি। আর তারা এখন একটা ভবিষ্যৎ স্বপ্ন দেখছে যখন দেশ থেকে ইংরেজরা বিতারিত হয়ে গেছে আর জনৈকি ‘বাবু’ বসেছেন কলকাতার লাটপ্রসাদে। এই সুখ স্বপ্নের প্রতিকূল যে কোন ব্যবস্থাকেই ভীষণভাবে অপচ্ছন্দ করবে তারা। আমরা যদি দুর্বলতা বশত তাদের হট্টগোলের কাছে নতি স্বীকার করি তবে কোনদিনই আর বাংলার আয়তন হ্রাস বা বাংলা ব্যবচ্ছেদ হবে না। এই কথা বলেই কিছুক্ষণ থামলেন। আসলে বাংলার তরুণরা বিলাতে গিয়ে পড়াশুনা করতে শুরু করেছে। সেখানকার ইংলিশ ছাত্রদের চেয়ে ভালো ফল করতে শুরু করেছে বাঙালিরা পড়াশুনায়। বাংলা তখন জাতীয় জাগরণ হতে শুরু করেছে। ‘আমি ভাঙিব পাষাণকারা’ বলে বাঙালিরা গান ধরতে শুরু করেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে শুরু করে সাহিত্যেও বিশ্ব দরবারে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে বাঙালিরা। ইংরজরা তরুণরা বাঙালিদের সঙ্গে লড়াই করে জিততে পারছে না। এই রকম পরিস্থিতি তৈরি হতে শুরু করেছে। ইংরেজ শাসকেরা বুঝতে পারলো যে বাংলা যদি এই রকমভাবে দ্রুত গতিতে উন্নতি লাভ করতে শুরু করে তাহলে কিন্তু ভবিষতে ব্রিটিশ শক্তির বিপদের মুখে পড়বে। তাই বাংলাকে খাটো করে দাও যাতে এরা মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। বাংলা ভাগ করাটা ইংরেজদের একটি চক্রান্ত। এটাকে ষড়যন্ত্র বলাও যেতে পারে। প্রতিবাদ দেখাা দিতে শুরু করলো। বাংলা ভাগের প্রতিবাদে সরব হলো সকলেই। হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে এর প্রবিদ করতে শুরু করলো। কূটকৌশলী কার্জন এবারে প্রমাদ গুণলেন। তিনি দ্রুত ঢাকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন সেখানে উপস্থিত হয়েই মুসলিম সম্প্রদায়দের বোঝাতে শুরু করলেন যে বাংলা ভাগ হলে ইসলাম ধর্মীয় বক্তিদের লাভ। লর্ড কার্জনের বক্তব্য শুনে ঢাকার নবাব সলিমুল্লা আর চট্টগ্রামের সেরাজুল ইসলাম ইংরেজদের সমর্থন করলো। লর্ড কার্জন এবারে সাহস পেলেন। তিনি দার্জিলিংকে বাদ দিয়ে মালদহ সমেত রাজশাহী বিভাগ, ঢাকা আর চট্টগ্রাম- এদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা হবে নতুন করে গড়া পূর্ববঙ্গের সঙ্গে। আর তৈরি হবে আসাম প্রদেশ। বাংলার গা ছুঁড়ে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রদেশ গড়ে তুলতে পারলে মচকে যাবে বাঙালি হিন্দুদের মেরুদণ্ড। গুলেদানন্দজি এই কথা বলার ফাঁকে একটি উল্লেখযোগ্য ভারত সচিব রিজলে সাহেবের উক্তি উপস্থাপিত করলেন। ভারত সচিব রিজলে সাহেব বলেছিলেন-“Bengal united is a power. Bengal divided will pull in several different ways...on of our main objects is to spilt up and thereby weaken a solid body of oppenents to our rule” এখানে ‘a solid body of oppenents’ বলতে বুঝিয়েছে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের। হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের দমন করাই ছিল লর্ড কার্জনের মূল লক্ষ্য। লর্ড কার্জনের ঐতিহাসিক ঘোষণা দিন এসে উপস্থিত হল। তার আগে থেকেই বেশ খানিকটা আঁচ করতে পেরেছিল বুদ্ধিমান বাঙালি জাতি। তারা তখন একজোট হতে শুরু করেছে। এদিকে মুসলিমরা তো দ্বিধাভক্ত। কারণ ঢাকার নবাব সলিমুল্লা এবং চট্টগ্রামের সেরাজুল ইসলাম ইংরেজদের পক্ষে নিয়েছেন। ফলে ঢাকা এবং চট্টগ্রামের মুসলিমরা তো ইংরেজদের পক্ষে। কিন্তু বাংলার অধিকাংশ মুসলিমরা ইংরেজদের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। লড কার্জন সেই খবরটা রাখতেন না। তিনি মনে করেছিলেন মুসলিমদের ইংরেজদের পক্ষে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। ফলে ১৯০৫ সালে ৩০ অক্টোবর, বাংলার ৩০ আশ্বিন ঘোষিত হল বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ। বাংলা ভাগের কাগজের ওপরে ব্রিটিশ ভারত সরকারের শিলমোহর দিয়ে দিলেন লর্ড কার্জন। এবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিবাদ করতে রাস্তায় এসে উপস্থিত। তিনি বাংলার সম্মানকে রক্ষা করার জন্য সঙ্গীত রচনা করতে শুরু করে দিলেন। নিজ কণ্ঠে শোভাযাত্রা করে গান গাইতে গাইতে কলকাতা শহর পরিক্রমা করতে শুরু করে দিলেন। রাখি বন্ধন এবং অরন্ধন উৎসব পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। কেউ বাড়িতে রান্না করবে না। সবাই ফুলমূল খেয়ে থাকবে। কারোর বাড়িতে উনান জ্বলবে না। বাংলার সর্বত্র রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হবে। কলকাতার রাস্তা দিয়ে বিশাল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী মিছিল। সেখানে সবাই সমবেতভাবে ‘বাংলার মাটি বাংলার জল পূণ্য হউক পূণ্য হউক’ সঙ্গীত পরিবেশন করতে করতে গঙ্গা ঘাটের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছে। গঙ্গা স্নান করার পরই রাখি পরানো শুরু হয়ে গেল। ১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর হরতাল পালন করা হল কলকাতায়। এটাই প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী জনগণের ডাকে সফল হরতাল। ব্রিটিশ কোম্পানি সম্পর্কিত র‍্যালি ব্রাদার্সের এবং হাওড়ার বার্ন কোম্পানির শিপ ইয়ার্ডের ১২০০ শ্রমিক এই ধর্মঘটে সামিল হলো। ব্রিটিশ সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। শ্রমিকদের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হল। তাতে শ্রমিকদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে বি রত করানো সম্ভব হচ্ছে না। কলেজ স্কোয়ারে উপস্থিত হল বঙ্গভঙ্গ বিরোধীরা। তার সঙ্গে যোগ দিল কলেজ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা। দোকনপাট বন্ধ। জনজীবন স্তব্ধ। ১৯০৫ সালে বিলাতি জিনিস বর্জন করা ডাক এসে উপস্থিত হল। ম্যাঞ্চেস্টারের ওপরে অর্থনৈতিক অবরোধ করাই ছিল তখন বাংলার বঙ্গভঙ্গ বিরোধীদের মূল লক্ষ্য। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গড়লেন ‘বেঙ্গল কেমিক্যাল’। জামশেদজি টাটা স্বদেশি চাঁদা দিয়ে গড়ে তুলতেন টাটা ইস্পাত কারখনা। স্বদেশি ব্যাঙ্ক এবং ইন্সুরেন্স কোম্পানি তৈরি করা হল। ১৯০৫ সালে কলেজ স্কোয়ারে তিন হাজার ছাত্রছাত্রী জমায়েত হল। প্যানট শার্ট পরা অনেকেই ছেড়ে দিল। রমাকান্ত বিশ্বাস এবং শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু প্রকাশ্যে প্যান্ট শার্ট ত্যাগ করে পায়জামা পরতে শুরু করলেন। তাদের দেখা দেখি উপস্থিত অনেকেই পায়জামা পাঞ্জাবি পরা শুরু করলো। রবীন্দ্রনাথ তৈরি করতে উদ্যেগী হলেন স্বদেশি ভাণ্ডার গড়তে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তখন সারা বাংলার জুড়ে ব্রিটিশ বিরোধী উৎসব শুরু হল। ব্রিটিশ পুলিশ তটস্থ। স্বদেশি পুলিশরা চুপ করে থাকা ছাড়া তাদের আর কোনও উপায় ছিল না বলে গুলেদানন্দজি একটু দম নিলেন। ঘড়ি দিকে তাকিয়ে বললেন দেরি হয়ে গেছে। বাকিটা পড়ে বলবো। বিশাল বড় একটি অধ্যায়। এত অল্প সময়ে এত কথা বলা অসম্ভব। আর একদিন দেখা হলে সব বলা যেতে পারে। কবে যে তার অসমাপ্ত কথাগুলি শুনতে পাবো তার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে। তবে সব ঘটনাগুলি বেশ গুছিয়ে বলতে পারেন গুলেদানন্দজি। তার বলার মধ্যে . একটি জাদু রয়েছে। তিনি যদি বিলাতে জন্ম গ্রহণ করতেন তাহলে নিশ্চয় বুকার পুরস্কার লাভ করতেন। বাংলায় জন্মে বঙ্গরত্নটা পেলেন না কেন তার উত্তর জগণকে খুঁজে বের করতে হবে। আমরা সবাই ভাবতাম গুলেদানন্দজি পুরস্কৃত হোক।

কলকাতার ‘বই পাড়া’- পড়া ও নেশার বইয়ের অফুরন্ত সমাহারের নিত্য জাগ্রত

বিশেষ প্রতিবেদন

সঙ্গে বই রাখাটা থেরাপিউটিক আমার কাছে । অফিসের ব্যাগেও ভাত, ডাল, বেগুন ভাজা শুদ্ধু টিফি নবাক্সর সাথেও নিদেনপক্ষে একটি বই না থাকলে কেমন একটা কি যেন নাই, কে যেন নাই ভাব হয় । এমনকি আপিসে পৌঁছেও কম্পুটার এর ডান, বাঁ, এদিকে, ও কোনে যেখানে জায়গা পেয়েছি, সেখানেই বই রেখেছি রাজ্যি খানেক । এতে একটা নিশ্চিন্ত ভাব হয়, যে নিজের লোকের সঙ্গেই আছি । এমন কি বেশ কিছু বন্ধুর বাড়িতেও দেখা,.... এক চিলতে খাটের অর্ধেকটা জুড়ে তারা নিজেরা আর বাকি অর্ধেক জুড়ে বইপত্তরের রাজ্যপাট । তো সেই বইপড়ার বদভ্যাস। এত বেশি কথা বলো কেন? চুপ করো শব্দহীন হও, পুষ্পমূলে ঘিরে রাখো আদরের সম্পূর্ণ মর্মর...লেখো আয়ু লেখো আয়ু । - শঙ্খ ঘোষ । কলুটোলা স্ট্রিট থেকে বাঁদিকে বেঁকে গিয়ে কলেজ স্কোয়ার আর কলকাতা ইউনিভার্সিটির মাঝের রাস্তাটা ধরে ট্রামলাইন বরাবর সোজা হাঁটেন নি আর এক বিমুঢ় বিস্ময়ে অবাক হন নি কখনও, এমন বাঙালি মেলা ভার ! কলকাতার জিনোসাইড যদি কোথাও কোনও একটি সুনির্দিষ্ট হরফে সাক্ষরিত থাকে বরাবর, সে হল এই বইপাড়া । কোথায় যেন শুনেছিলাম, বাঙালির বেসিক নিড পাঁচটি । অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, একটা ভদ্র সভ্য কাজের ঠিকানা আর বই । হ্যাঁ, বইয়ের সাথে প্রায় ‘বউ’ এর মতই আমাদের এক ভারী স্নিগ্ধ, সুনিবিড়, শোভন নাড়ির টান । পুরোদস্তুর আবেগপ্রবণ এবং ‘আগমার্কা’ বঙ্গসন্তানের রক্ত যদি ধমনীতে বয়ে চলে, তবে বইয়ের প্রতি আস্থা আর নির্ভরতা বয়েসের সাথে সাথে যে পাল্লা দিয়ে বাড়বেই, এবং কালে কালে তা সহধর্মিনী অথবা স্বামী ,সন্তান, সংসারের চাইতে অনেক বেশি আশ্রয়ের ওয়েসিস হবে, তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। তো এহেন পুস্তকপ্রেমী ও যুগপৎ পেটরোগা বাঙালির জন্যেই যে কলকাতার বুক জুড়ে এমন নিভৃত বইপাড়া থাকবেই আর সঙ্গে থাকবে তার অন্দরমহলের খাস-কথা ফিসফাস করার আদরের প্রাণগুমটি কফি হাউস, তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে ? বৃষ্টির যে কোনও একটা রোদেলা, মেঘলা দুপুর কাটিয়ে আসুন ওই বইবাজারে , হলফ করে বলতে পারি, উল্টে দেখুন, পাল্টে গেছের বদলে যাওয়া কলকাতা নয়, মিথ্যে স্বপ্নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া ‘ঝলমল’ চলন্ত সিঁড়ির আরাম -বাজার ও নয়, বরং সেই সুতানুটি থেকে শোভাবাজার হয়ে ওঠার যে সেদিনের সত্যিকারের কলকাতা, তাকে দেখতে পাবেন এখানে , যে কলকাতা কাউকে ফিরিয়ে দেয় না, দেয়নি কখনও । এই কলকাতায় অনেক অভাব আছে, অভিযোগ আছে । ফী শনিবার মিছিল করেন অভাবী খেটে খাওয়া মানুষ এই কলকাতায় । কর্দমাক্ত রাস্তার এক চিলতে কোনায় কোনায় জ্যোতিষী বসেন ভবিষ্যতের ভরসার টিয়াপাখি নিয়ে। ভিড়ভরন্ত রাজপথে মলিন মুখগুলোর ওপর সূর্যের শেষ আলো হেঁটে যায় ট্রাম লাইন এর টিকি বাঁধা তারে তারে, কলেজ স্কোয়ারের শুকনো জলসায়রের দিকে। তবুও দিনের শেষে প্রিয় বইটির খোঁজে এ পাড়ায় ভিড় জমে দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত । এইখানেই এ কলকাতা আন্তর্জাতিক । এই কিছু না পাওয়া দরদী মানুষজন এখনো এখানে দিনান্তে লেখেন একটা গান , কবিতা পড়েন চার জন এক হলেই , আবার ব্যক্তিগত বিপন্নতা কাঁধের থলেতে ভাঁজ করে রেখে পাশের লোকটির দিকে একটু ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করেন, দাদা, কেমন আছেন ? আপনার মুখটা আজ শুকনো দেখাচ্ছে যে ? অথবা, উৎসুক লেখককে প্রশ্ন করেন, নতুন কিছু লিখলে নাকি হে ? যেন, ওই ‘নতুন কিছু ‘ লেখাটির জন্যেই তার জন্মান্তরের অপেক্ষা। একটা কালো চা আর দুটো সস্তার সিগারেট নিয়ে রাস্তার পাশের বেঞ্চিতে বসে দুজন মানুষ যখন মশগুল হয়ে যান একটি ‘বই’ কে কেন্দ্র করে, তখন তাদের অনবধানেই পাশ দিয়ে চলে যায় ঘটর ঘটর মদালস ট্রাম । কোথায় অনেক দূরে পড়ে থেকে প্রথমের অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার খরচের আশংকা, কোথায় হারিয়ে যায় দ্বিতীয়র চাকরি’টা হয়ত এ মাসেই ইতি’র দৈনন্দিন বুক ঢিপ ঢিপ , কোথায় ঝরে পড়ে যায়, বুক চিনচিনে দুঃখ, হাতখালি পকেটের টান, ছেড়ে যাওয়া প্রেমিকার পিছু ডাক। সঞ্জীবনী মন্ত্র নিয়ে দুটি চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে ওই একটি দুটি বইকে কেন্দ্র করে । এই কলকাতা এখনও হারিয়ে যায় নি । এখনো সর্বাঙ্গে জরা মেখে ফুটপাথ জুড়ে আছে সেই ছোটো ছোটো গুমটি দোকানপত্তর আর তার চিরচেনা মরমী দোকানি আছে প্রায় অন্ধকার কাঠের তাক জুড়ে রোগা,মোটা, পাতলা ,সুদর্শন ও সপ্রতিভ এবং দৃষ্টি সুখকর নয় এমন নানা ধরনের, নানা জাতের বই এর পারস্পরিক সহাবস্থান আর তার মাঝের হাবুডুবু পাঠকের উতলা খোঁজটুকু । আপনি হয়তো ইতস্তত ভাবছেন যে এই মলিন শার্ট আর সস্তার ডটপেন কানে গোঁজা দোকানি ফুটপাথের টুলে বসে কিভাবে আপনাকে গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের সেরা বইটির খোঁজ দিতে পারবে ইত্যাদি অমনি সেই প্রৌঢ় কালো চশমার আড়ালে মৃদু হেসে, আপনাকে ঠিক নিয়ে যাবেন গার্সিয়ার প্রিয়তম পঙতিটির কাছে। এমনি এক বৌদ্ধিক খামখেয়ালিপনায় অভ্যস্ত এই বইপাড়ায় প্রায় অশিক্ষিত দোকানিও জানেন কোন বই কেমন কাটে বাজারে ! কতটা ঘুনপোকা আর কতটা গ্রন্থ কীটে ! প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং এ সারবাঁধা পুরনো বই এর দড়িতে ঝোলানো বইগুলোর মধ্যে কত যে মণিমুক্তো ছড়িয়ে রয়েছে পাতায় পাতায় , তা বোধকরি এ জীবনে আর দেখা শেষ হবে না । অনেক কর্মনাশা, অলস দুপুরে রাস্তায় কেটেছে আমার । ধুলো মাখা, কোনা মোড়া অথবা উইতে কাটা রাস্তার পাশের ফেলে দেওয়া বই এর স্তুপে অদ্ভূত উত্তেজনায় আঁতিপাতি চোখ খুঁজেছে এমন একটা পুরনো বই, যা বদলে দিতে পারে আমার পৃথিবী বা পৃথিবী বিষয়ক যা কিছু ধারণা । মনে হয়, যেন কোনও ছদ্মবেশী সম্রাট ওখানে মলিন মলাটের পোশাক পড়ে শুয়ে আছেন, আর আমি তাকে মোটেও চিনতে পর্যন্ত পারছি না ।

সম্পাদক সমীপেষু,

বাংলার ভিলেন বিকাশ রায়

বিকাশ রায়, এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি লিখতে পারতেন, অভিনয় করতে পারতেন, পরিচালনা করতে পারতেন, এমনকি প্রযোজনাও করেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এমন মাল্টি-ট্যালেন্টেড মানুষের কথা এখনকার প্রজন্ম সেভাবে জানে না, জানার চেষ্টাও করে না। যাকে এক ডাকে সব বাঙালি এক সময় চিনত, সেই বাঙালিদের সংখ্যাও ক্রমশ কমে আসছে। তবু অভিনেতা বিকাশ রায় দর্শক মহলে আজও সমাদৃত। তাঁর অভিনীত কিছু ছবির চরিত্র আজও মানুষের মনে দাগ কেটে আছে। ‘উত্তর ফাল্গুনি’, ‘আরোগ্য নিকেতন’, ‘ছদ্মবেশী’, ‘দাদু’, ‘পরিণীতা’ বা ‘৪২’ ছবিতে বিকাশ রায়ের দুর্দান্ত ভিলেন অভিনয়। নায়ক রূপে বিকাশ রায়ের ‘রত্নদীপ’ ছবিটি পরিচালনা করেন দেবকী কুমার বসু। সেই ছবি তিনটি ভাষায় রিলিজ করেছিল। অথচ এই ছবি এ যুগে কতজন মনে রেখেছেন? বিকাশ রায়ের কথায় আমি তো মনে করি, আঙুলে গোনা যে কটি চরিত্রে আমি ভালো অভিনয় করতে পেরেছি, তার মধ্যে ‘রত্নদীপ’ বোধ হয় সবার উপরে। আমরা সকলে প্রাণ দিয়ে দেবকীবাবুর নির্দেশ পালন করেছিলাম; ছবি প্রচণ্ড বক্স অফিস হিট করেছিল। যদিও বিকাশ রায়ের অভিনীত চরিত্রগুলির কোনওটায় লঘু অভিনয় খুঁজে বের করা দুষ্কর। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বিকাশকে একদিন বললেন, তুমি ফিল্মে যোগ দাও বিকাশ, তোমার হবে। আর তার পর ভাগ্যের চাকা ঘুরল অভিনেতার। পর্দা জুড়ে তেরঙা পতাকা। বুট দিয়ে পতাকা মাড়িয়ে, অসহযোগ আন্দোলনের স্বদেশি নেতা অজয়কে ব্রিটিশ-অনুরক্ত সামরিক অফিসার মেজর ত্রিবেদী দাঁত চিবিয়ে চিবিয়ে বলছে, দেখেছ? যাও হেঁটে এসো। Walk on it. হেঁটে এসো, যাও ! অনড় অজয়। নির্বাক। কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দাঁতে দাঁত চিপে মেজরের দৃঢ় উচ্চারণ, Alrightæ Then take it. Take it.... মারের পর মার। বীভৎস মার। তার পর, ঘাড় ধরে মেজর ত্রিবেদী স্বদেশি নেতাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল পতাকার কাছে। স্বদেশি আন্দোলনকারীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা মিশিয়ে মেজর দাঁত কিটমিট করে বলে উঠল, Spit on it. I say–spit

ছবির নাম ‘৪২’। মুক্তি পেয়েছিল অগস্ট ১৯৫১ সালে। উনিশশো বিয়াল্লিশের ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের পটভূমিকায় এই ছবির পরিচালক ছিলেন হেমেন গুপ্ত, যিনি নিজে ছিলেন জেল-খাটা স্বাধীনতা সংগ্রামী। আর ক্রুর অফিসার মেজর ত্রিবেদীর ভূমিকায় বিকাশ রায়। ম্যাটিনি শো শেষ। কলেজের এক দঙ্গল ছেলে সিনেমা হল থেকে বেড়িয়ে মারমুখী। - **নৌসাদ মল্লিক, নিমতা, বেলঘড়িয়া, কলকাতা।**

টর্নেডোতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে বিভাগীয় বীমা কর্মচারী সমিতি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ মে ঃ বিভাগীয় বীমা কর্মচারীর সদস্যদের মানবিক উদ্যোগ। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন খরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত

সুকান্তনগর কলোনী এলাকায় সম্প্রতি টর্নেডো ঝড়ে বেশ কয়েকটি পরিবার দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকারের তরফে কয়েকজনকে সাহায্য করা হলেও কয়েকটি পরিবার রয়েছে যারা সেভাবে আর্থিক সাহায্য পায়নি বলে অভিযোগ। এরকম চারটি পরিবার কে বাছাই করে তাদের পাশে দাঁড়ালো বিভাগীয় বিভাগ কর্মচারী জলপাইগুড়ি শাখার সদস্যরা। বাছাই করে চারটি পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী সহ নতুন টিনের ঘর বানিয়ে দিলেন তারা। এই বিষয়ে বিভাগীয় বীমা কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৈকত চৌধুরী বলেন, ঝড়ে ক্ষতি হয়েছে এই চারটি পরিবারকে বেঁছে নিয়েছি। এদের কাউকে আমরা টিনের বাড়ি তৈরি করে দিলাম আবার কাউকে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়ে তাদের কিছুটা সহযোগিতা করলাম।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো বাজ পড়ে মালদায় মৃত ১১ জনের পরিবারের পাশে দাঁড়ালো মালদা জেলা প্রশাসন। গতকালই সাতটি মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করে পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হয়েছে। বাকি চারটি দেহ আজ ময়নাতদন্ত করার পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই মর্মে শুক্রবার দুপুর আনুমানিক বারোটা নাগাদ মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া, বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি, ইংলিশ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। জানা গেছে মৃতদের পরিবারকে দু লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বেসরকারি হসপিটালে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৭ মে ঃ রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বর্ধমান শহরে একটি বেসরকারি হসপিটাল কেমরি হসপিটালে। রোগীর পরিবারের দাবি চিকিৎসার গাফিলতিতেই রোগীর মৃত্যু। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য

১৪ মে রাতে হার্ডের সমস্যা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলো এই বেসরকারি হসপিটালে দেবীপুরের মগরাতপুরে বাসিন্দা অভিজিত ঘোষ। পরিবারের লোকজন তাকে এখানে ভর্তি করে চিকিৎসার জন্য। আর তারপরেই কোনোরকম কোনো কিছু জানানো হয়নি হসপিটালের পক্ষ থেকে রোগীর পরিবারদের। আর এরপরেই গতকাল সকাল ৭টা নাগাদ রোগীর পরিবারদের জানানো হয় রোগীর অবস্থা খারাপ তার বুকে প্রেসমেকার বসানো হয়েছে। আর এরপরেই গতকাল ১০টা ৪৪ মিনিটে রোগীর পরিবারকে জানানো হয় রোগী মারা গেছে। তারপর পরিবারের লোকজন চিকিৎসার রিপোর্ট চান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে, আর এরপর রোগীর পরিবারদের জানানো হয় একটি দরখাস্ত দিতে তারপর তারা দেবে চিকিৎসার রিপোর্ট। আর এরপর হসপিটালের ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে যারা আছেন তারা রোগীর পরিবারদের জানান যতোক্ষন হসপিটালের বিল পেমেন্ট হবে না কোনো চিকিৎসার রিপোর্ট দেওয়া হবে না এমনকি মৃতদেহ দেওয়া হবেনা তাদের হাতে। আর এরপরেই ভুল চিকিৎসার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেন মৃতর পরিবারের লোক। তারপরেই শক্তিগড় থানায় লিখিত অভিযোগ করেন তারা। এই ঘটনায় হাসপাতাল চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে আসে শক্তগড় থানার পুলিশ।

গরমের থেকে বাঁচতে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টে অনেকেই যাচ্ছেন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ মে ঃ শহরে বাড়ছে গরম, অস্বস্তিকর পরিবেশ। কিছুটা স্বস্তি পেতে অনেকেই চলে যাচ্ছেন শহর থেকে খানিকটা দূরে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে। সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে কিছু দোকান, যেখানে আম মাখা থেকে আরম্ভ করে শসা মাখা, চা- শরবত পাওয়া যাচ্ছে। অনেকেই প্রচন্ড গরম থেকে নিস্কৃতি পেতে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে আসছেন বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের সংলগ্ন এলাকায়। এই বিষয়ে অনেকেই জানিয়েছেন শহরের থেকে অনেকটাই গরম তাই কিছুটা স্বস্তি পেতে এই এলাকায় এসে শীতল হাওয়ায় প্রাণ জুড়াচ্ছেন।

উত্তর পূর্ব রেল প্রশাসন তার গ্রাহকদের অত্যাধুনিক সুবিধা প্রদানের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করছে

গোরখপুর, ১৭ মে ঃ রেলওয়ে প্রশাসন তার গ্রাহকদের অত্যাধুনিক সুবিধা প্রদানের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করছে। এই ধারাবাহিকতায়, পার্সেল ট্রাফিক ট্র্যাক করতে উত্তর পূর্ব রেলওয়ে কম্পিউটারাইজড পার্সেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করছে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে, গ্রাহকরা তাদের লাগেজ (পার্সেল) খুব সহজেই ট্র্যাক করতে পারেন। পার্সেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে লাগেজ বুক করার পর, গ্রাহকরা তাদের মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে ট্রেনে চড়া থেকে গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত সমস্ত তথ্য পাবেন। এখন বুকিং কাউন্টার থেকে, যা বড় লাগেজ বহনকারী ট্রেনের তথ্য ও অবস্থান অনলাইনে পাওয়া যায়। এই ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে, কম্পিউটারের সাহায্যে লাগেজের ওজন নেওয়ার পর, একটি ১০ সংখ্যার প্রস্তুতিকৃত রেফারেন্স রেকর্ড নম্বর তৈরি করা হয়, যাতে লাগেজের ওজন, বুকিং স্টেশন, গন্তব্য স্টেশন, বিষয়বস্তুর বিবরণ, বুকিং এর তারিখ, সময় এবং ট্রেন নম্বর ইত্যাদি উল্লেখ করা আছে, যার বার্তা গ্রাহকের মোবাইলে পৌঁছে যায়। পিআরআর নম্বরের সাহায্যে, আপনি সহজেই লাগেজ ট্র্যাক করতে পারেন। পার্সেল বুক করার পরে, একটি বারকোড তৈরি হয়, যা পার্সেল করা প্যাপুলিতে প্রয়োগ করা হয় এবং এই বারকোডটি বুকিং করা ব্যক্তিকে উপলব্ধ করা হয়। এই বারকোড স্ক্যান করে, গ্রাহকরা লাগেজ সম্পর্কিত তথ্য ট্র্যাক করতে পারেন। এই ব্যবস্থা বেরেলি সিটি, লালকুয়ান, কাসগঞ্জ, ফারুখাবাদ, গোরখপুর, খলিলাবাদ বস্তি, গোন্ডা, বুড়ওয়াল, আইশবাগ, সীতাপুর, লখিমপুর, বাহরাইচ, বলরামপুর, প্রয়াগরাজ রামবাগ, বালিয়া, দেওরিয়া সদর, গাজীপুর সিটি, কাপ্তানগঞ্জ, বানারায় পাওয়া যাচ্ছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের এই সিস্টেমটি পাদরাউনা, সিসওয়া বাজার, সিওয়ান জং, বারাণসী সিটি সহ ২৫ টি স্টেশনে চালু আছে এবং ০৬টি স্টেশনে এই সিস্টেমের ইনস্টলেশনের কাজ চলছে - কাঠগোদাম, রুদ্রপুর সিটি, কাশিপুর, কনৌজ, রামনগর এবং আজমগড় স্টেশন। পার্সেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম রেলওয়ের কর্মচারীদের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাড়া গণনা করা সহজ করেছে এবং গ্রাহকরা মোবাইলে বার্তার মাধ্যমে বুকিং, লোডিং, আনলোড এবং ডেলিভারির মতো পরিবহনের সমস্ত পর্যায়ের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেতে থাকে। এর ব্যবহার গ্রাহকের সন্তুষ্টি এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করেছে।

রাজ্যে চলা নির্বাচন প্রক্রিয়ার জেরে পর্যটক হারিয়েছে চৈতন্যধাম

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৭ মে ঃ বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ মাস জুড়ে ভক্ত, পর্যটকদের ভিড়ে পা ফেলা দায় হয় নবদ্বীপের মঠমন্দিরে। এসময় ছোটবড় নানান উৎসব ঘিরে ঠাসা থাকে মন্দিরের প্রতিদিনের অনুষ্ঠান। সেসব উৎসবে অংশ নিতে উপচে পড়ে পর্যটকের ভিড়। অথচ এবার লম্বা সময় জুড়ে রাজ্যে চলা নির্বাচন প্রক্রিয়ার জেরে পর্যটক হারিয়েছে চৈতন্যধাম। প্রায় তিনমাস ধরে দফায় দফায় লোকসভা নির্বাচন চলছে রাজ্যে। ভোটের এই রাজনৈতিক আবহে মানুষ নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন। বৈশাখ শেষ হতে চলল। শহরে সে ভাবে পা পড়ছে না বহিরাগতদের। এর ফলে ভক্ত-পর্যটক নির্ভর মঠমন্দিরের ওপর আর্থিক চাপ স্বাভাবিক ভাবেই বেড়েছে। যা দেখে অনেকেরই লকডাউনের কথা মনে পড়ছে। প্রায় জনশূন্য মন্দিরের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে লকডাউনের স্মৃতিচারণ করছিলেন জয়ন্ত গোস্বামী। নবদ্বীপের ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরের পরিচালন সমিতির বৈশাখ মাস জুড়ে ভক্ত, পর্যটকদের ভিড়ে পা ফেলা দায় হয় নবদ্বীপের মঠমন্দিরে। এসময় ছোটবড় নানান উৎসব ঘিরে ঠাসা থাকে মন্দিরের প্রতিদিনের অনুষ্ঠান। সেসব উৎসবে অংশ নিতে উপচে পড়ে পর্যটকের ভিড়। অথচ এবার বৈশাখে লম্বা সময় জুড়ে রাজ্যে চলা নির্বাচন প্রক্রিয়ার জেরে পর্যটক হারিয়েছে চৈতন্যধাম। প্রায় তিনমাস ধরে দফায় দফায় লোকসভা নির্বাচন চলছে রাজ্যে। ভোটের এই রাজনৈতিক আবহে মানুষ নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন। বৈশাখ শেষ হতে চলল। শহরে সে ভাবে পা পড়ছে না বহিরাগতদের। এর ফলে ভক্ত-পর্যটক নির্ভর মঠমন্দিরের ওপর আর্থিক চাপ স্বাভাবিক ভাবেই বেড়েছে। যা দেখে অনেকেরই লকডাউনের কথা মনে পড়ছে। প্রায় জনশূন্য মন্দিরের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে লকডাউনের স্মৃতিচারণ করছিলেন জয়ন্ত গোস্বামী। নবদ্বীপের ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরের পরিচালন সমিতির সম্পাদক জয়ন্ত বলেন, ভোট শুরু হওয়ার পর থেকেই লোক কমতে শুরু করেছিল। কিছুদিন ধরে অবস্থা সেই লকডাউনের মত। পার্থক্য শুধু তখন মন্দিরের দরজা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। এবার মন্দির খোলা আছে। অর্থাৎ দেবতার নিত্যসেবা ছাড়াও মন্দিরে প্রতিদিনের যাবতীয় কাজই চলছে। কিন্তু ভক্ত সমাগম নেই। যে রাস্তায় হাঁটা দায় ছিল। সেখানে এখন ক্রিকেট খেলা যায়। জানা গেছে, অনেক মন্দিরের প্রতিদিনের খরচের একটা অংশ উঠে আসে ভক্তদের দানে। কিন্তু এখন খরচ একই থাকলেও আয় নেই। দৈনন্দিন সেবাকাজের জন্য হাজার হাজার টাকার সংস্থান কি ভাবে হবে তা ভেবে পাচ্ছেন না মঠমন্দির কর্তৃপক্ষ। একই কথা বলেন নবদ্বীপের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মহাসচিব কিশোরকৃষ্ণ গোস্বামীর। নবদ্বীপ বলদেব জিউ মন্দিরের অন্যতম সেবায়েত বলেন, এখন নবদ্বীপ মানেই সবসময় পর্যটকের ভিড়। হঠাৎ করেই সেই ভিড় উধাও। নবদ্বীপ এক সময় ভোট তো মেদিনীপুর বা বীরভূমে আর এক সময় ভোট হচ্ছে। ফলে মানুষ এই পরিবেশে বেরোতে চাইছেন না। যতদিন না পুরো প্রক্রিয়া শেষ হয় ততদিন এভাবেই চালাতে হবে আমাদের। এর আগে ২০২০ এবং ২০২১ সালে কোভিড সংক্রমণের জেরে একই ভাবে থমকে গিয়েছিল সবকিছু। সেবার সরকারী নির্দেশিকার জেরে বহিরাগতদের যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নবদ্বীপে। যার প্রভাব পড়ে বিভিন্ন মন্দিরের অর্থনীতিতে। ভক্ত এবং পর্যটকদের যাতায়াত বন্ধ হওয়ায় 'আকাশ বৃত্তির' ওপর নির্ভরশীল মন্দিরগুলি আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়। মায়াপুর ইস্কনের জন সংযোগ আধিকারিক রমেশ দাস বলেন, ভিড়ের সেই ব্যাপকতা নেই। তবে ভিন রাজ্যের কিছু মানুষ যারা অন্য সময়ে ঘর পান না তাঁরা দল বেঁধে এই সুযোগে ঘুরে যাচ্ছেন। চন্দনযাত্রা শুরু হয়েছে। স্থানীয় মানুষ আসছেন। মন্দির নির্ভর নবদ্বীপের অর্থনীতি পর্যটক না এলেই বিপন্ন হয়ে পড়ে। করোনা কালে পরপর দুবার দীর্ঘ লকডাউনের ভেঙে পড়া অর্থনীতির ঘা শুকোতে অনেক সময় নিয়েছিল। যদিও এই অবস্থা সাময়িক বলে মনে করেন নবদ্বীপ প্রাচীন মায়াপুরের চৈতন্য জন্মস্থান আশ্রমের প্রধান অদ্বৈত দাস মহারাজ। তিনি বলেন, নবদ্বীপের মঠমন্দির ঘিরে সকলে নির্ভরশীল। সেখানে বাইরের লোক আসা বন্ধ হয়ে গেলে গোটা কাঠামো মুখ থুবড়ে পড়ে। আমরা আশা করছি বুদ্ধ পূর্ণিমা থেকে ফের সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

কাঁথিতে ভোটের আগে দুই তৃণমূল নেতার বাড়িতে সিবিআই হানা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৭ মে ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদযাত্রার পরদিনই কাঁথিতে সিবিআই হানা। ভোট পরবর্তী হিংসা মামলার তদন্তে সাতসকালে ৩ নম্বর ব্লকের ভাজাচাউলির ২ তৃণমূল নেতা নন্দদুলাল মাইতি ও দেবব্রত পণ্ডার বাড়িতে হাজির কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। শুক্রবার সকালে সিবিআই আধিকারিকেরা মারিশদা থানা এলাকায় দুই তৃণমূল নেতার বাড়িতে যান। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। সিবিআইয়ের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই অভিযানের কারণ জানানো না হলেও, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি সূত্রে খবর, বিধানসভা ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় তদন্তের সূত্রেই ওই দুই নেতার বাড়িতে হানা দেওয়া হয়। ওই সূত্র মারফত জানা গেছে, দুই নেতাই বাড়িতে ছিলেন না। তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘ ক্ষণ কথা বলেন তদন্তকারীরা। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৫টা নাগাদ কাঁথি থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে, মারিশদা থানা এলাকার ভাজাচাউলির সিজুয়া গ্রামে পৌঁছায় সিবিআইয়ের একটি দল। দলটি যায় তৃণমূল নেতা দেবব্রত পণ্ডার বাড়িতে। দেবব্রত বাড়ি না থাকায় তাঁর মেয়ের সঙ্গে কথা বলেন তদন্তকারীরা। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে দেবব্রতের বাড়িতে ছিলেন সিবিআই আধিকারিকেরা। শুক্রবার সকালেই সিবিআইয়ের আরও একটি দল হানা দেয় মারিশদার ইছাঘেরা গ্রামের তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত প্রধান বুদ্ধদেব মাইতির বাড়িতে। তবে সেখানে বুদ্ধদেবকে পাওয়া যায়নি বলেই প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। তাঁর পরিবার সূত্রে খবর, ওই তৃণমূল নেতা বর্তমানে কর্মসূত্রে হাওড়ায় রয়েছেন। বুদ্ধদেবকে না পেলেও তাঁর বাবা নন্দদুলাল মাইতি, স্ত্রী-সহ পরিবারের সদস্যদের বেশ কিছু সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। তাঁদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড-সহ অন্যান্য নথিপত্র সংগ্রহ করা হয়।

ব্রজপাতে মৃত ছেলে- বৌমা, অসহায় বৃদ্ধা মা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ মে ঃ আশা করেছিলেন ছেলে বৌমাকে নিয়ে সুখে শান্তিতে পরিবার নিয়ে কাটাবেন। কিন্তু হঠাই এক ঘণ্টাতেই সমস্ত কিছু শেষ করে দিল মায়ের আশা। কখনো ভাবেননি, ছেলে বৌমার মৃতদেহ নিতে আসবেন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে। ছেলের ধুমধাম করে বিয়ে দিয়েছিলে ফাল্গুন মাসের ১৩ তারিখে আর ঘরে এনেছিলেন নতুন বৌমা। এইভাবে ছেলে বৌমাকে তিন মাসের মাথায় হারাতে হবে বুঝতেই পারেননি মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুশিদার তেঁতুল গাছি এলাকার বৃদ্ধা চুনিয়া রায়। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বৃদ্ধা। বৃদ্ধা জানান, গতকাল দুপুরে নিজেদেরই জমিতে ফসল চাষ করতে গিয়েছিলেন ছেলে- বৌমা। হঠাই কালো মেঘে ঘনিয়ে আসে গোটা আকাশ। নিমেষের মধ্যেই শুরু হয় ঝড়-বৃষ্টি। বৃষ্টির সাথে আচমকার পরে বাজ আর তাতেই সব সর্বনাশ হয়ে গেল আমার। কিছুক্ষণ পরেই অন্যান্য প্রতিবেশীদের মাধ্যমে খবর পাই ছেলে -বৌমা আর নেই। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেইখানেই ছেলে বৌমাকে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

পূজো দিলেন পৌরপ্রধান অশোক চ্যাটার্জী

দুরন্ত বার্তা, নৈহাটি, ১৭ মে ঃ ২৪ রাজ্যের পঞ্চম দফার লোকসভা নির্বাচনে প্রচার পর্ব আজ বিকেলে শেষ হবে। তার ঠিক ২৪ ঘন্টা আগে শুক্রবার সকালে নৈহাটির বড়মার মন্দিরে পৌরপ্রধান অশোক চ্যাটার্জী, রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তিনাঙ্কুর ভট্টাচার্য্য কে সঙ্গে নিয়ে পুজো দিতে এসে পৌঁছালেন বর্ধমান -দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার কির্তিআজাদ। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ জানান তিনি নিজে কালিভক্ত কিন্তু তার বাবা মা দুর্গার ভক্ত। তীব্র ইচ্ছা ছিল যে বড়মার মন্দিরে আসার। পার্থ ভৌমিকের জন্য বড়মার মন্দিরে আসা হলো এবং তার রাজনৈতিক কার্যক্রম বর্তমানে চলছে বলে দাবি করেন।

বিজ্ঞপ্তি

নং. ই/২৫৪/কিউ/টিচার তারিখ ঃ ১৩-০৫-২০২৪

বাণীমন্দির রেলওয়ে এইচ এস স্কুল, শিলিগুড়ি জং. এবং রেলওয়ে গার্লস হাই স্কুল, নিউ জলপাইগুড়িতে চুক্তির ভিত্তিতে পার্ট টাইম স্কুল শিক্ষকদের নিযুক্তির জন্য ওয়াক ইন-ইন্টারভিউ।

সম্পূর্ণরূপে চুক্তিৰ ভিত্তিতে, উপযুক্ত প্রার্থীদের নিযুক্তির মাধ্যমে **বাণীমন্দিৰ এইচ এস স্কুল, শিলিগুড়ি জং. এবং রেলওয়ে গার্লস হাই স্কুল, নিউ জলপাইগুড়িতে** শিক্ষকদের নিম্নলিখিত শূন্য পদ পূরণের জন্য **"ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ"** করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। **২০০ কার্যদিবসের** (দুইশত কার্যদিবস) বেশি নয় এমন একটি সময়সীমার জন্য বা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড থেকে নিয়মিত নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগ অথবা নিয়মিত রেল কর্মচারীর উপলব্ধতা, যেটা আগে হবে অথবা রেলওয়ে বোর্ড দ্বারা সময়ে সময়ে জারি করা আরও নির্দেশ অনুসারে নির্দিষ্ট একত্রীকৃত মাসিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে পার্ট টাইম ভিত্তিতে নিয়োগ হবে।

১। চুক্তির ভিত্তিতে পার্ট টাইম নিয়োগের জন্য শিক্ষকদের শূন্যপদগুলির বিবরণ নীচে নির্দেশিত হল ঃ

ক্রম. নং.	শিক্ষক, বিষয় এবং স্কুলের শ্রেণী বিভাগ	সম্প্রদায় অনুযায়ী বিন্যাস					মোট শূন্যপদ
		এসসি	এসটি	ওবিসি	ইউআর	ইডব্লিউএস	
১.	**পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার (পিজিটি) ঃ বাণীমন্দির রেলওয়ে হাই স্কুল শিলিগুড়ি জং -এর জন্য, ইংলিশ মিডিয়াম সিবিএসই পাঠ্যক্রমের জন্য:**						
(i)	পিজিটি (ইতিহাস) = ০১				০১ ইউআর		০৭
(ii)	পিজিটি (রাজনৈতিক বিজ্ঞান) = ০১				০১ ইউআর		
(iii)	পিজিটি (ভূগোল) = ০১				০১ ইউআর		
(iv)	পিজিটি (হিন্দী) = ০১				০১ ইউআর		
(v)	পিজিটি (অর্থনীতি) = ০১			০১ ওবিসি			
(vi)	পিজিটি (রসায়ন) = ০১				০১ ইউআর		
(vii)	পিজিটি (শারীরিক শিক্ষা) = ০১				০১ ইউআর		
২.	**ট্রেনড গ্রাজুয়েট টিচার (পিজিটি) ঃ বাণীমন্দির রেলওয়ে হাই স্কুল শিলিগুড়ি জং -এর জন্য, ইংলিশ মিডিয়াম সিবিএসই পাঠ্যক্রমের জন্য:**						
(i)	টিজিটি (ইংরেজি) = ০১				০১ ইউআর		০৫
(ii)	টিজিটি (হিন্দি) = ০১				০১ ইউআর		
(iii)	টিজিটি (বাংলা) = ০১				০১ ইউআর		
(iv)	টিজিটি (সমাজ বিজ্ঞান) = ০১				০১ ইউআর		
(v)	টিজিটি (বিজ্ঞান) = ০১			০১ ওবিসি			
৩.	**প্রাইমারি টিচার (পিআরটি) ঃ বাণীমন্দির রেলওয়ে হাই স্কুল শিলিগুড়ি জং -এর জন্য, ইংলিশ মিডিয়াম সিবিএসই পাঠ্যক্রমের জন্য:**						
(i)	পিআরটি = ০১				০১ ইউআর		০২
(ii)	পিআরটি = ০১				০১ ইউআর		
৪.	**কারুশিল্প শিক্ষকঃ বাণীমন্দির রেলওয়ে হাই স্কুল শিলিগুড়ি জং -এর জন্য, ইংলিশ মিডিয়াম সিবিএসই পাঠ্যক্রমের জন্য:**						
(i)	কারুশিল্প শিক্ষক = ০১				০১ ইউআর		০১
	ট্রেনড গ্রাজুয়েট টিচার (টিজিটি) নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে গার্লস হাই স্কুল, নিউ জলপইগুড়ির জন্য ইংলিশ মিডিয়াম সিবিএসই পাঠ্যক্রমের জন্য:						
(১)	টিজিটি (ইংরেজি) = ০১				০১ ইউআর		০৪
(২)	টিজিটি (বিজ্ঞান) = ০১			০১ ওবিসি			
(৩)	টিজিটি (হিন্দি) = ০১	০১ এসসি					
(৪)	টিজিটি (শারীরিক শিক্ষা) = ০১				০১ ইউআর		
	মোট পদ	০১	০০	০৩	১৫	০০	১৯

ইন্টারভিউয়ের তারিখ, সময় ও স্থান: ০৫-০৬-২০২৪, ০৬-০৬-২০২৪ এবং ০৭-০৬-২০২৪; রিপোর্টিং -এর সময়: সকাল ০৯:০০ টা; ওয়াক ইন ইন্টারভিউ শুরুর সময়: সকাল ১০:০০ টা; স্থান: এডিআরএম অফিস, নিউ জলপাইগুড়ি; নথি যাচাই এবং ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রার্থীদের রিপোর্ট করার জন্য।

টিকা: প্রার্থীর সংখ্যা বেশি হলে, প্রয়োজন অনুযায়ী ইন্টারভিউ পরের দিন পর্যন্ত হতে পারে:

ইচ্ছুক প্রার্থী যারা নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ করছেন তারা এখানে সংযুক্ত আবেদন ফর্ম যথাযথভাবে স্বাক্ষর করে এবং সর্বশেষ রঙিন ছবি লাগিয়ে পূরণ করতে পারেন। বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ এবং আবেদনপত্র নিচে দেওয়া ওয়েবসাইট ঠিকানা থেকে ডাউনলোড করা যাবে:-

বিস্তারিত নথি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ওয়েবসাইট **www.nfr.indianrailways.gov.in→ জেনারেল ইনফো→ ডিপার্টমেন্ট →পার্সোনেল→ নোটিশ বোর্ড** এবং **http://railwayschools.nfreis.org/** এ পাওয়া যাবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (পি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

স্কলারের আত্মহত্যা, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ মে ঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক রিসার্চ স্কলারের গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা। জানা গেছে, শিবমন্দির রামকৃষ্ণ সরিণীতে একটি বাড়ির তৃতীয় তলায় ভাড়া থাকতেন বছর ত্রিশের ববিতা দত্ত। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রুরাল ডেভলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে রিসার্চ স্কলার ছিলেন তিনি। তার বাড়ি তুফানগঞ্জে বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় এদিন দুপুরে তার ঘরে ঢুকতেই বাড়ির মালিক দেখেন ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায়য় রয়েছে ববিতা। এরপর ঘটনার খবর দেওয়া হয় মাটিগাড়া থানার পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনায় ছুটে আসে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও তার সহপাঠীরা। ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়ে তার বান্ধবীরা। তার বান্ধবীরা জানায়, মানসিক দিক দিয়ে অত্যন্ত শক্ত ছিল ববিতা। সব সময় তাদের মোটিভেট করতো। তবে চাকরি নিয়ে হামেশাই চিন্তায় থাকত সে। আগামী ১২ তারিখ বিহার পাবলিক কমিশনের পরীক্ষা ছিল তার। তা নিয়েও তার প্রিপারেশন ছিল তুঙ্গে। তবে চাকরি নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকত সে। তবে কি কারণে এমন ঘটনা ঘটালো তা নিয়ে দ্বন্দ্বে রয়েছে সকলে। ইতিমধ্যে পুরো ঘটনা তদন্ত করছে, মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

ড্রাগস ও প্রচুর নেশা ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার ৩

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৭ মে ঃ ড্রাগস ও প্রচুর নেশা ট্যাবলেট সহ তিনজনকে গ্রেফতার করল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। উত্তর পূর্ব ভারত থেকে দুজন পুরুষ ও একজন মহিলা ড্রাগ ও নেশা জাতীয় ট্যাবলেট নিয়ে যাচ্ছিলেন। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ হাতে গ্রেপ্তার হন ওই মহিলা ও দুজন পুরুষ। জানা যায় এদের মধ্যে এক জনের বাড়ি মুর্শিদাবাদের ও অপর দুজনের বাড়ি পার্শ্ববর্তী জেলা কোচবিহারে। তারা যখন নিউ আলিপুরদুয়ার রেলস্টেশনের কাছ থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এদের কাছ থেকে প্রায় ১০ হাজার নেশা জাতীয় ট্যাব ও ১৭০ গ্রাম আফিম পাওয়া যায়, পুলিশের তরফে আলিপুরদুয়ার জেলার SDPO শ্রীনিভাস এম পি জানান পুরো ঘটনা তদন্ত করা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার কবলে গাড়ি, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ মে ঃ ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার বাগডোগরা বুড়ি বালাসনে। জানা গেছে এম এম পাড়ায় থেকে শিলিগুড়িতে ডাক্তার দেখানোর উদ্দেশ্যে ধন বাহাদুর দার্নাল স্ত্রী ও পুত্রসহ গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার মাথা ঘুরালে সোজা ব্রিজের ডিভাইডারে ধাক্কা মারে এরপর ব্রেক কষতে করতে প্রায় ২০০ মিটার সামনে গিয়ে ব্রিজের মাছ বরাবর দাঁড়িয়ে পড়ে গাড়িটি। ঘটনায় গাড়ির চাকা খুলে বেরিয়ে আসে। যদিও ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের কর্মীরা। রিকভারি ভ্যান এর মাধ্যমে গাড়িটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ঘোষণাপত্র

আমি ক্রেতা স্বপন দেবনাথ, পিতা মৃত কৃষ্ণলাল দেবনাথ। জাতি- হিন্দু, পেশা- চাষ, সাং- ভাতশালা, পোঃ - চক বামন গড়িয়া, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান।

(বিক্রয়কারী চিত্তরঞ্জন দেবনাথ, পিতা মৃত রাজকুমার দেবনাথ, জাতি- হিন্দু, পেশা- ব্যবসা, সাং- পোরাঘাট, থানা + পোঃ- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া।

বিগত ইং ১৬।০৬।২০০৬ সালে ৪ নং বহির ৩৯ নং আমোক্তার নামা বলে ১) শান্তিরঞ্জন দেবনাথ ২) কৃষ্ণধন দেবনাথ ৩) রাখালচন্দ্র দেবনাথ সকলের পিতা রাজকুমার দেবনাথ- এর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি যাহার দলিল নং- **3206** তারিখ- **18.05.2010**)। আমি নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করিব। যদি কাহারও কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ঘোষণাকারীর নিকট আপত্তি জানানোর জন্য জানাইতেছি। পরে আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

মৌজা - রামচন্দ্রপুর, জেএল নং.- ১১৬, দাগ- ৩৮৪, খতিয়ান নং.- ২৯৮, পরিমান- ৫৬, শ্রেণী- শালি।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (সিও)/ খড়্গপুর-৭২১ ৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টায় ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, যেগুলি দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **ক্র. নং, টেন্ডার নোটিস নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ (১) **এসটি-ওটি-এসপিএল-টিপিকেআর-এডিএল-২৪-২৫, তারিখ ১৬.০৫.২০২৪।** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সাঁতরাগাছি- আমতা এবং সাঁতরাগাছি-শালিমার শাখা সমেত টিকিয়াপাড়া-আন্দুল (ব্যতীত) শাখায় দুই বছরের মেয়াদের জন্য সিগন্যালিং কাজ সম্পাদন, বিদ্যমান ব্যবস্থাতে সংযোজন ও পরিবর্তন, সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১৮,৩৯,৮৭০.২৯ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,০৯,২০০ টাকা। (২) **এসটি-ওটি-এসপিএল-এডিএল-সিজিএ- ২৪-২৫, তারিখ ১৬.০৫.২০২৪।** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আন্দুল-চেঙ্গাইল শাখায় দুই বছরের মেয়াদের জন্য সিগন্যালিং কাজ সম্পাদন, বিদ্যমান ব্যবস্থাতে সংযোজন ও পরিবর্তন, সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৯,৫৬,৪৫৫.২২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৯৯,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিক্ষেত্রে শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১৪.০৬.২০২৪। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ২৪ মাস। **দাখিলের তারিখ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১৪.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/ বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ বিষয়ে জানতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন। কোনো অবস্থাতেই এই কাজের জন্য হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্রঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন।

(PR-153)

RDB RASAYANS LIMITED

CIN: L36999WB1995PLC074860

Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 3rd Floor, Room No-9, Kolkata-700001,Phone: 033-44500500

Fax: 033-22420588; Email: info@rdbindia.com

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ২০ এবং বিধি ২২ এর সাথে পঠিত, সংশোধিত হিসাবে, আরডিবি রসায়ন লিমিটেড ('কোম্পানি') ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের মাধ্যমে ১৭ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে রেজোলিউশন সম্পদ পাস করার জন্য তার সদস্যদের কাছ থেকে অনুমোদন চাইছে।

কোম্পানি আইনের পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৩ এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সাথে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জারি করা সাধারণ সার্কুলারগুলির মাধ্যমে ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দ্বারা নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুসারে এবং পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি ই- ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর সাথে শুধুমাত্র ১৭ মে, ২০২৪ তারিখে কোম্পানির সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের নাম ১০ মে, ২০২৪ শুক্রবার পর্যন্ত সদস্যদের রেজিস্টার / উপকারী মালিকদের তালিকায় উপস্থিত রয়েছে ('কাট- অফ ডেট') থেকে প্রাপ্ত ডিপোজিটরি এবং যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) এর সাথে নিবন্ধিত। সদস্যদের শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের সম্মতি বা ভিন্নমত জানাতে হবে।

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.rdbgroup.in, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ BSE লিমিটেড www.bseindia.com-এ এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ('NSDL') ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। https://www.evoting.nsdl.com। যেসব সদস্যদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত নয় তারা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন করতে পারেনঃ-

শারীরিক অধিষ্ঠিত	শারীরিক মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্য এবং যারা কোম্পানির সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করেননি তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে ফর্ম ISR ১ ডাউনলোড করে কোম্পানির কোম্পানি বা RTA-এ পাঠাতে।
ডিম্যাট অধিষ্ঠিত	সদস্যরা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করতে পারে।

প্রয়োজন অনুসারে, কোম্পানি NSDL দ্বারা প্রদত্ত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট নোটিশে অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য সদস্যদের সুবিধা প্রদান করছে।

কোম্পানিটি সুষ্ঠ ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য শ্রী রাজ কুমার বান্থিয়া, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, (ACS নং ১৭১১০, CP নং ১৮৪২৮) এমকেবি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, কলকাতার অংশীদারকে নিযুক্ত করেছে।

ভোটের অধিকার সেই তারিখে সদস্য(দের) নামে নিবন্ধিত শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর গণনা করা হবে এবং যে কোনো ব্যক্তি যিনি উক্ত রেকর্ড তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করা উচিত।

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হয় যে নোটিশে বর্ণিত ব্যবসা শুধুমাত্র দূরবর্তী ই ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। ভোটের সময়কাল রবিবার, ১৯মে, ২০২৪ (৯.০০ A.M) শুরু হবে এবং সোমবার, ১৭ জুন, ২০২৪ (৫.০০ P.M.) এ শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিং মডিউল হবে ভোট দেওয়ার জন্য NSDL দ্বারা অক্ষম এবং সদস্যদের তারপরে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি / নির্দেশ পোস্টাল ব্যালটের নোটিশে রয়েছে।

পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল বিকানের বিল্ডিং, ৮ /১, লাল বাজার স্ট্রিট, ৩য় তলা, রুম নং ৯, কলকাতা- ৭০০০০১-এ কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে বুধবার, ১৯ জুন, ২০২৪ ব্যবসা বন্ধ হওয়ার আগে ঘোষণা করা হবে। ঘন্টা এবং বিএসই লিমিটেডকে অবহিত করা হবে এবং এটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.rdbgroup.inand NSDL https://www.evoting .nsdl.com এ স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ স্থাপন করা হবে।

পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে সদস্যদের দ্বারা গৃহীত রেজোলিউশন এই বিষয়ে আহ্বান করা সদস্যদের সাধারণ সভায় পাস করা হয়েছে বলে গণ্য হবে। রেজোলিউশন, সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা পাস হলে, দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের শেষ দিনে অর্থাৎ সোমবার, ১৭ জুন, ২০২৪ তারিখে পাস হয়েছে বলে গণ্য হবে।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত যেকোন প্রশ্ন / অভিযোগের জন্য NSDL-এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে, অনুগ্রহ করে মিঃ বিক্রম ঝা, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, NSDL বা মিসেস পল্লবী মাহাত্রে, ম্যানেজার, NSDL-এর সাথে মনোনীত ইমেল আইডি - evoting@nsdl.co.in-এ যোগাযোগ করুন। pallavid@nsdl.co.in অথবা কল করুন (০৩৩) ২২৮১৪৬৬২, মিঃ অশোক সেন, ম্যানেজার- EDP, Niche Technologies Pvt. ltd বা কল করুন (০৩৩) ২২৮০ ৬৬১৬ বা ইমেল nichetechpl@nichetechpl.com.

বোর্ডের আদেশে

স্থানঃ কলকাতা স্বা / - শ্রদ্ধা জালান

তারিখঃ১৭.০৫.২০২৪ কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

প্রিমিয়ার অটো ফাইন্যান্স লিমিটেড

CIN: L65921WB1990PLC048885

রেজি. অফিসঃ ১৪ তলা, স্যুট নং ১৪০৫, ওম টাওয়ারস, ৩২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা -৭০০০৭১, ফোন নম্বর ০২২-২২০২৯৮০১ / ০২ ইমেলঃ abhishek@pafl.in. ওয়েবসাইটঃ www.pafl.in

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে Premier Auto Finance Limited ("The Company") নিম্নলিখিত রেজোলিউশনে দূরবর্তী ই-ভোটিংযের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদন চাইছে

১) স্বতন্ত্র পরিচালক হিসাবে মিসেস পায়েল বাফনা (ডিআইএনঃ ০৯০৭৫৩০২) এর নিয়োগ বিবেচনা এবং অনুমোদন করা

২) স্বতন্ত্র পরিচালক হিসাবে মিঃ শিবরাম আগরওয়াল (ডিআইএনঃ ০৭৯৩৪২৬৩) এর নিয়োগ বিবেচনা এবং অনুমোদন করা

৩) স্বতন্ত্র পরিচালক হিসাবে মিসেস কোমল (ডিআইএনঃ ১০২২৪৯৮১) নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করা এবং অনুমোদন করা

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ (''নোটিশ'') কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.pafl.in, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ("NSDL") ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এবং এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে যে স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে অর্থাৎ কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড www.cse-india.com-এ।

কোম্পানি আইন, ২০১৩, এবং ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭ / ২০২০ তারিখের ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২০/২০২০ তারিখের ৫ মে, ২০/২০২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ এর বিধান মেনে জুন, ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ২০২১ তারিখ, ২০২১ সাধারণ এবং ২২০২৫ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সার্কুলার নং ১১/ ২০২২ এবং সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/ ২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় দ্বারা জারি করা হয়েছে (সম্মিলিতভাবে এমসিএ সার্কুলার বলা হয়), কোম্পানি শুক্রবার, মে তারিখে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছে ১৭, ২০২৪, শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে, সেই সদস্যদের জন্য যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত আছে এবং যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরির দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা উপকারী মালিকদের রেজিস্টারে রেকর্ড করা হয়েছে। শুক্রবার, ১০ মে, ২০২৪ ('কাট-অফ ডেট')। তদনুসারে, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসায়িক উত্তর খামের সাথে নোটিশের প্রকৃত অনুলিপি এই ডাক ব্যালটের জন্য সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়নি।

কোম্পানি তার সদস্যদের দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য NSDL-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। দূরবর্তী ই- ভোটিং সময়কাল রবিবার, মে ১৯, ২০২৪ সকাল ৯.০০ টা (IST) থেকে শুরু হয় এবং ১৭ জুন, ২০২৪ সোমবার বিকেল ৫.০০ এ শেষ হয়। (1ST)। এরপরে NSDL দ্বারা ই- ভোটিং মডিউল নিস্ক্রিয় করা হবে। সদস্যদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণকৃত শেয়ারের অনুপাতে হবে। একবার একটি রেজুলেশনের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্য পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না। দয়া করে মনে রাখবেন যে সদস্যদের সম্মতি বা ভিন্নমতের যোগাযোগ শুধুমাত্র দূরবর্তী ই- ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে সঞ্চালিত হবে। শুধুমাত্র সেই সদস্যদের নাম যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা কাট-অফ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা উপকারী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে।

ইলেকট্রনিকভাবে এই বিজ্ঞপ্তিটি পেতে সদস্যদের সুবিধার্থে, কোম্পানি তার রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট, নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড ('আরটিএ') এর সাথে এমসিএ সার্কু লার্সের পরিপ্রেক্ষিতে ইমেল ঠিকানাগুলির নিবন্ধনের ব্যবস্থা করেছে। যে সদস্যরা কোম্পানির সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা RTA ভিত্তিতে নিবন্ধন করতে পারেন যা NSDL সদস্যকে নোটিশের অনুলিপি প্রদান করবে। আরটিএ-তে ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করার পদ্ধতি এবং দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই- ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা মিস্টার এস আব্বাস, নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডকে কল করতে পারেন। ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৭ তলা, রুম নং. ৭এ ও ৭বি, কলকাতা - ৭০০ ০১৭ যোগাযোগ নম্বরে। ০৩৩ ২২৮০-৬৬১৬ /১৭/ ১৮ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২২৮০-৬৬১৯ বা sabbas@nichetechpl.com এ ইমেল করুন।

পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া সুষ্ঠ ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করার জন্য কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ শ্রীমতি পলক স্বপ্নিল দেশাই, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

স্ক্রুটিনাইজার ১৯ জুন, ২০২৪, বুধবার বা তার আগে কোম্পানির চেয়ারম্যান বা তার দ্বারা অনুমোদিত অন্য কোনও ব্যক্তির কাছে তাদের রিপোর্ট জমা দেবেন। পোস্টাল ব্যালট দ্বারা পরিচালিত ভোটের ফলাফল স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে উপলব্ধ করা হবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pafl.in এবং NSDL-এর ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com এবং কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডকে ('CSE') জানানো হয়েছে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। উপরন্তু, ফলাফল কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে নোটিশ বোর্ডে স্থাপন করা হবে।

প্রিমিয়ার অটো ফাইন্যান্স লিমিটেডের জন্য

তারিখঃ ১৮।০৫।২০২৪ স্বা / - ভানা রাম গুপ্ত

স্থানঃ কলকাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক

DIN: 00798945

গৃহকোণ

বাগানের গাছগুলো কি ভাবে আপনি ভালো রাখবেন

গ্রীষ্মকালে গরম তো থাকবেই। বৃষ্টি হওয়ায় কিছুদিন হয়তো স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে। বারান্দা বা ছাদে আমাদের শখের বাগানজুড়ে যে গাছগুলো আছে, গরম থেকে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে আমরা কী করছি? এই গরমে নিজের খেয়াল রাখার পাশাপাশি গাছপালারও যত্ন নিতে হবে। এ বিষয়ে জরুরি কিছু পরামর্শ।

গাছ রাখার উপযুক্ত জায়গা

ছাদ বা বারান্দাবাগানের ক্ষেত্রে গাছ রাখার জায়গা নির্বাচনটা সঠিক হতে হবে। তপ্ত রোদের ধকল থেকে বাঁচাতে গাছকে এমন স্থানে রাখতে হবে, যেখানে নিয়মিত আলো-বাতাস আসে, তবে সরাসরি কড়া রোদ পড়ে না। এই গরমে টবে লাগানো গাছের যত্ন নেওয়া সবচেয়ে জরুরি। প্রথমেই সরাসরি চড়া রোদ পড়ে, এমন জায়গা থেকে টবগুলো সরিয়ে ফেলুন।

ছায়ার ব্যবস্থা

যেখানে বাগান করছেন, সরাসরি রোদের তীব্রতা ঠেকাতে সেই জায়গায় গ্রিনশেড দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করে দিন। একটা লোহা বা কাঠের নির্দিষ্ট ফ্রেমের ওপর বাজার থেকে কেনা ঘন তারজালি বা ঘন প্লাস্টিকের নেট বা বিশেষ কোনো কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে পারেন। ঘরের পুরোনো চাদর, পুরোনো জানালার পর্দা বা কাঠের ছাউনিও ব্যবহার করতে পারেন। যা-ই হোক, নিশ্চিত করুন যেন কভারটি গাছের অন্তত কয়েক ইঞ্চি ওপরে রাখা হয়। ঠিকঠাকভাবে তৈরি করা গেলে কভারগুলো সূর্যের আলোর প্রায় ৫০ শতাংশ ঠেকাতে পারে। ফলে গাছগুলো যথেষ্ট শীতল থাকে।

বড় গাছের পাশে ছোট গাছ

গাছেরাই হতে পারে গাছের বন্ধু। ছাদের বেড বা হাফ ড্রামে থাকা বড়, শক্ত-সমর্থ গাছপালা তার চেয়ে আকারে ছোট গাছপালা ও সবুজ শাকসবজির জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করতে পারে। এই কৌশল মেনে আপনি আপনার বাগানের গাছের বিন্যাসে পরিবর্তন আনতে পারেন।

গাছের সমস্যা বুঝতে শিখুন

গরমের প্রভাব কোন গাছকে কাবু করে দিচ্ছে, তা চট করে যদি ধরতে পারেন, তাহলে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে গাছকে রক্ষা করতে পারেন। যে গাছের পাতা অধিক পুরো ও রসালো, তা রোদের তীব্রতায় শুকিয়ে যেতে থাকে। একসময়ের উজ্জ্বল সবুজ পাতা ধীরে ধীরে হয়ে আসতে পারে ফ্যাকাশে। পাতা ও কাণ্ডের রুক্ষ বাদামি বা হলুদ দাগেও রোদে পোড়ার বিভিন্ন দিক প্রকাশ পায়। বেঁকে গিয়ে শুকিয়ে যেতে পারে পাতা। অত্যধিক গরমের কারণে পাতা, ফুল ও ফল প্রায়ই ঝরে পড়ে। এমন সমস্যা খেয়াল করামাত্রই দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

গাছের গোড়ায় মালচিং

বাগানে নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করে গাছের গোড়ায় মালচিংয়ের ব্যবস্থা করে দিন। মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণে ও ঠান্ডা রাখতে মালচিং বিশেষ উপকারী। প্রায় ১০-২৫ শতাংশ আর্দ্রতা ধরে রাখা সম্ভব। সাধারণত কচুরিপানা, গাছের শুকনো ঝরা পাতা, পরিষ্কার করা আগাছা, ঘাস, ধান বা গমের খড়, কম্পোস্ট, ভালোভাবে পচানো রান্নাঘরের জৈব আবর্জনা ইত্যাদি সহযোগে গাছের চারপাশের মাটির উপরিভাগ ঢেকে দিতে পারেন। গাছের গোড়া, সবজির বেড এবং ফলবাগানে মালচিং দেওয়ার ক্ষেত্রে গাছের গোড়া থেকে এক থেকে দুই ইঞ্চি বা আড়াই থেকে ৫ সেন্টিমিটার দূর থেকে মালচিং করা ভালো। মালচিংয়ের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদার্থ অবশ্যই ৫ সেন্টিমিটার বা ২ ইঞ্চির বেশি পুরু করে দেওয়া ঠিক নয়।

জল দেওয়ার উপযুক্ত সময়

এই গরমে জল দেওয়ার উপযুক্ত সময় খুব সকাল। রোদের তেজ বাড়ার আগে এবং শেষ বিকেলে বা সন্ধ্যায় যখন রোদের তেজ কমে আসবে। প্রখর রোদে কখনোই পানি দেওয়া যাবে না। যদি কৃত্রিমভাবে বৃষ্টির মতো চারপাশজুড়ে জল ছিটিয়ে দেওয়ার মতো স্বয়ংক্রিয় স্প্রিঙ্কলার সিস্টেম থাকে, তাহলে তা রাতে ব্যবহার করুন।

গরমেও গাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল দেওয়া যাবে না। জল দেওয়ার আগে মাটির অবস্থা দেখে নিতে হবে। মাটি যদি স্যাঁতসেঁতে থাকে, তাহলে গাছে জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন বিকেলে সম্পূর্ণ গাছের পাতা জল দিয়ে ভিজিয়ে দিন। বাগানের যে অংশটি ঘাসে আবৃত, সেখানে খুব একটা জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এই সময়ের রোদে পুড়ে ঘাস একটু বিবর্ণ হয়ে এলেও বর্ষার বৃষ্টিতে আবারও সবুজ-সতেজ হয়ে উঠবে।

এখন টব বদল নয়

সাধারণত একই টবে একটি গাছ অনেক বছর ধরে থাকলে শিকড়ে পুরো টব ছেয়ে যায়। গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। একইভাবে ফুল-ফল ধরাও কমে যায়, ক্ষেত্রবিশেষে ফুল-ফল ধরা বন্ধ হয়ে যেতেও পারে। এমন হলে ওই টব থেকে গাছটিকে তুলে বড় আকারের টব বা ড্রামে স্থানান্তর করি। কিন্তু এই রি-পটিং বা টব বদলের জন্যও এই সময় উপযুক্ত না।

ডালপালা ছাঁটাই

সদ্য ফলন শেষ হওয়া কুল বা বরইগাছ ছাড়া অন্য কোনো গাছের ডালপালা প্রচণ্ড গরমের এই সময়ে ছাঁটাই করা উচিত নয়। তবে রোগাক্রান্ত ও মরা ডালপালা প্রয়োজনে ছাঁটাই করা যেতে পারে।

সার প্রয়োগে সতর্কতা

যদিও সার গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও খাদ্যচাহিদা মেটায় তবুও সার প্রয়োগের জন্যও সময়টা ভালো না। অতিরিক্ত গরমে সারের প্রয়োগ গাছের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। বিশেষ করে রাসায়নিক সার এই সময় ব্যবহার না করাই ভালো। প্রয়োজন হলে জৈব সার ব্যবহার করতে পারেন। যেমন শুকনো গোবর সার, কেঁচো সার, কলার খোসা, পেঁয়াজ-রসুনের খোসা, ফেলে দেওয়া চা-পাতা, ডিমের খোসার চূর্ণ করা পাউডার সার ইত্যাদি।

ভিটামিন ও কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা

এই সময় ভিটামিন-জাতীয় পুষ্টি উপাদান যেমন ফ্লোরা ও পিজিআর এবং কীটনাশক ব্যবহার না করাই ভালো। তবে ১০-১৫ দিন পরপর কপার অক্সিক্লোরাইড ও ম্যানসার ইত্যাদি ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে পারেন। এতে গাছগুলো গ্রীষ্মের প্রচণ্ড এই তাপপ্রবাহের ধকল কাটিয়ে উঠতে পারবে। গাছকে রাখবে সবুজ-সতেজ ও প্রাণবন্তঠিক আগে যেমনটা ছিল।

আছড়ে পড়ল ৬০টি রকেট! ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর বিমানঘাঁটিতে হিজবুল্লাহর হামলা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ইসরায়েলের বিমানবাহিনীর একটি ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। লেবাননে সক্রিয় শিয়া সংগঠনটির তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার উত্তর ইজ়রায়েলের লোয়ার গ্যালিলি সেনা এবং বিমানঘাঁটি লক্ষ্য করে ওই রকেট হামলা চালানো হয়েছে।পাল্টাপাল্টি এ হামলার তথ্য আজ বৃহস্পতিবার সকালে নিশ্চিত করেছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষাবাহিনী (আইডিএফ)। হিজবুল্লাহর হামলায় ইসরায়েলের বিমানঘাঁটিতে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই ঘাঁটি থেকে শত্রুপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করার জন্য বিশালাকার একটি বেলুন পরিচালনা করা হয়। সেটি ‘স্কাই ডিউ’ নামে পরিচিত। ইজ়রায়েলি সেনাবাহিনীর তরফে শুক্রবার জানানো হয়েছে, লেবাননের যে জায়গা থেকে রকেট হামলা চালানো হয়েছে, সেই জায়গা লক্ষ্য করে ‘প্রত্যাঘাত’ করা হয়েছে। তবে হামলা এবং পাল্টা হামলা দু’টি ক্ষেত্রেই ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেই।ইজ়রায়েলি ফৌজের লোয়ার গ্যালিলি সেনা এবং বিমানঘাঁটির অবস্থান লেবানন সীমান্ত থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে। বৃহস্পতিবার রাতে হিজ়বুল্লা বাহিনী ওই ঘাঁটি লক্ষ্য করে অন্তত ৬০টি ‘কাতুসা’ রকেট ছোড়ে। তবে ইজ়রায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অধিকাংশ রকেটকেই ধ্বংস করে দেয় বলে তেল আভিবের দাবি। কয়েক দিন আগে দক্ষিণ লেবাননের কয়েকটি গ্রামে ইজ়রায়েলি সেনার অনুপ্রবেশের জবাব দিতেই এই হামলা বলে মনে করা হচ্ছে।গত ৭ অক্টোবর গাজ়া থেকে ইজ়রায়েলি ভূখণ্ডে হামাসের রকেট হামলার পরেই স্বাধীনতাপন্থী প্যালেস্টাইনি সংগঠনটিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিল হিজ়বুল্লা। উপস্থিতি জানান দিতে ইজ়রায়েলি ভূখণ্ডে তিনটি রকেট ছুড়ে ‘প্রতীকী হামলা’ চালানো হয়েছিল সে সময়। হিজ়বুল্লা কথার অর্থ ‘আল্লার দল’। ইরানের মদতপুষ্ট লেবাননের শিয়া মুসলিমদের এই দল বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় থেকেছে। ১৯৮০-র দশকে লেবাননের গৃহযুদ্ধের মধ্যেই হিজ়বুল্লা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। ১৯৯২ সাল থেকে এই গোষ্ঠীর নেতৃত্বে রয়েছেন ধর্মগুরু এবং রাজনৈতিক নেতা হাসান নাসরাল্লাহ।

মনু ও ছৈলেংটা বাজারে খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের অভিযানে একাধিক আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে ধরা পড়ল অনিয়ম

আমবাসা, ১৭ মে ঃ ধলাই জেলার মনু এবং ছৈলেংটা বাজারে বিভিন্ন আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে হানা দিল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ। অভিযানকালে মনু বাজারের দুইটি আইস্ক্রিম ফ্যাক্টরির বিরুদ্ধে সাত দিনের নোটিশ ধরালো খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের অভিযানকারী দল। প্রসঙ্গত, গোটা রাজ্যেই গরম ও আদ্র আবহাওয়ার দাপট ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর থেকে খানিক সময়ের জন্য নিষ্কৃতি পেতে ঠান্ডা পানীয় আইসক্রিমের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন অনেকেই। ধলাই জেলার মনু এবং ছৈলেংটা এলাকাতেও আইসক্রিমের বিক্রি বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট এলাকার আইসক্রিম ফ্যাক্টরিগুলি খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের নিয়মাবলী মেনে চলছে না বলে অভিযোগ। আর এই অভিযোগের ভিত্তিতেই শুক্রবার ধলাই জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের এক অভিযানকারী দল ছৈলেংটা এবং মনুর বাজার এলাকার একাধিক আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে অভিযান চালায়। মনু বাজার এলাকায় রনি আইসক্রিম ফ্যাক্টরি, পূজা আইসক্রিম ফ্যাক্টরি এবং পপি আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে এই অভিযানকারী দলটি অভিযানকালে সংশ্লিষ্ট আইসক্রিম ফ্যাক্টরিগুলির বিভিন্ন অনিয়ম প্রত্যক্ষ করেন আধিকারিকরা। এরমধ্যে সঠিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় না রাখার অভিযোগে রনি আইসক্রিম ফ্যাক্টরি এবং পূজা আইসক্রিম ফ্যাক্টরি নামে দুটি ফ্যাক্টরিতে ৭ দিনের নোটিশ প্রদান করা হয়। অপরদিকে পপি আইসক্রিম ফ্যাক্টরি থেকে কিছু সেম্পল উদ্ধার করে আগরতলার রিজুন্যাল ফুড ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই সংশ্লিষ্ট ফ্যাক্টরির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে ফুড সেফটি আধিকারিক বিজয় ভট্টাচার্য জানিয়েছেন। এদিন ধলাই জেলার স্বাস্থ্য দপ্তরের খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের অভিযানকারী দলটি ছৈলেংটা বাজারের একাধিক আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতেও হানা দেয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় না রাখার দরুন একাধিক ফ্যাক্টরিকে নোটিশ দিয়েছে অভিযানকারী দলটি।

শোবার ঘরে এই ৭ গাছ রাখলে ভালো থাকবেন, কীভাবে জানেন?

শোবার ঘরে কিছু প্রাকৃতিক সবুজ আপনার সুস্বাস্থ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ অক্সিজেন পাবেন। ঘুমের গভীরতাও বাড়বে। মন শান্ত রাখবে। দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করবে। এমনকি উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের শোবার ঘরেও নির্দিষ্ট কিছু গাছ রাখতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যে ফেলবে গভীর ও ইতিবাচক প্রভাব।

একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, ইনডোর প্ল্যান্ট ক্ষতিকারক কার্বন মনোক্সাইড, ফরমালডিহাইড, অ্যামোনিয়া, কার্বন ডাইঅক্সাইডসহ আরও অনেক কিছু শোষণ করে, আর অক্সিজেন দেয় এভাবে ঘরের বাতাসকে করে শুদ্ধ। এগুলো মূলত মাথাব্যথাসহ ক্লান্তি, নানা ধরনের ছোটখাটো অসুস্থতা আর অ্যালার্জির কারণ। কোন ঘরে কী গাছ রাখবেন, কোন গাছ কী উপকার করেগাছপ্রেমীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। জেনেন নেওয়া যাক শোবার ঘরে কোন গাছগুলো রাখবেন।

১. অ্যারিকা পাম

অ্যারিকা পাম এখন বাংলাদেশে, বিশেষ করে রাজধানীতে সহজেই পাওয়া যায়। অন্য সবকিছু ছাড়াও অ্যারিকা পাম বিশেষ করে এলার্জি উপশমে কার্যকর।

২. স্পাইডার প্ল্যান্ট

যেসব গাছ বাতাস শুদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তার ভেতর স্পাইডার প্ল্যান্ট একেবারের শুরুর দিকে থাকবে। বিশেষ করে ঘরে সিগারেট খেলে বাতাসের ক্ষতিকর পদার্থগুলো শোষণ করার ক্ষেত্রে স্পাইডার

প্ল্যান্টের জুড়ি নেই।

৩. অর্কিড

মানসিকভাবে নির্ভার থাকার জন্য অর্কিডের জুড়ি নেই। সম্পর্ক ভালো রাখতেও নাকি ভূমিকা আছে অর্কিডের।

৪. ল্যাভেন্ডার

ল্যাভেন্ডারও মন ভালো রাখার জন্য খুবই উপযোগী।

৫. জেসমিন

শরীর ও মন শান্ত রাখতে জেসমিনের নামডাক আছে।

৬. অ্যালোভেরা

ভালো ঘুমের জন্য শোবার ঘরে রাখুন অ্যালোভেরা।

৭. গার্ডেনিয়া

উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা থেকে দূরে রাখে গার্ডেনিয়া।

৮. বোস্টন ফার্ন

ইনডোর প্ল্যান্ট হিসেবে বোস্টন ফার্ন সময়ের সঙ্গে ক্রমশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

সমাজিক ভাতা নিয়ে মেলাঘর সিতিপিওকে ডেপুটেশন

মেলাঘর, ১৭ মে ঃ ত্রিপুরা সরকারের আইসিডিএস প্রোজেক্টের মেলাঘর পৌরসভা এলাকায় গত ফেব্রুয়ারী মাসে ৮৬ টি ভাতা প্রদান করা হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছিল খোদ ভাইস চেয়ারম্যান নিজের নামে ভাতা করে নিয়েছিল। শুক্রবার কনফেডারেশন অফ ফ্রী ট্রেড ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এর শাখা সংগঠন ত্রিপুরা গৃহ পরিচালিকা ইউনিয়ন এর মেলাঘর ইউনিটের উদ্যোগে মেলাঘরের সিডিপিওকে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কনফেডারেশন অফ ফ্রী ট্রেড ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এর রাজ্য কমিটির যুগ্ম সম্পাদক প্রসেনজিৎ সাহার মতে মেলাঘরে যে ৮৬ জনকে ভাতা দেওয়া হয়েছিল এর মধ্যে ২৯টি ভাতা অসংগঠিত শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছে। এই অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে গৃহপরিচারিকাও একটি অংশ অথচ এই ভাতা প্রদানে তাদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এই বঞ্চিতদের ভাতা পাইয়ে দিতে প্রসেনজিৎ সাহার নেতৃত্বে পাঁচজনের প্রতিনিধিত্বমূলক ডেপুটেশন সংগঠিত করা হয়। এই ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের মেলাঘর ইউনিটের সভানেত্রী ল মৌসুমী দেবনাথ এবং সম্পাদিকা নন্দিতা দাস।

স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

কদমতলা, ১৭ মেঃ যৌতুকের জন্য পরিকল্পিতভাবে স্ত্রীক খুন করার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। মৃতার নাম শম্পা নাথ (৩২)। স্বামী শিল্টু নাথ। বাড়ি উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানাধীন বড়গোল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন আমটিলা আনন্দময়ী ক্লাবের পাশে এক নং ওয়ার্ড এলাকায়। এই ঘটনার বিষয়ে মৃতার বড়ভাইয়ের স্ত্রী জানিয়েছেন, বোনের সংসারে দুটি কন্যা সন্তান এবং একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের জন্য স্ত্রীর উপর চাপ সৃষ্টি করত স্বামী। পরবর্তীতে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার শুরু করে স্বামী। এদিকে স্বামী অন্য মহিলার সাথে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। এই পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্ত্রী। গৃহবধূর বাপের বাড়ির অভিযোগ হত্যা করা হয়েছে। তাই সুবিচার পাবার আশায় কদমতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। কদমতলা থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার গৃহবধূর পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেয়ে ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৮(এ)৩০২৩৪ ধারায় একটি মামলার রুজু করে ঘটনার তদন্ত করছে।

কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারি কলকাতায় তার এক্সক্লুসিভ শোরুম লঞ্চ করেছে

কলকাতা, ১৭ মেঃ কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারি, ভারতীয় গহনা ইন্ডাস্ট্রির একটি শীর্ষস্থানীয় নাম, গর্বিতভাবে কলকাতার প্রাণবন্ত শহরে তার উদ্বোধনী এক্সক্লুসিভ শোরুমের উদ্বোধন ঘোষণা করেছে, যা পশ্চিমবঙ্গে তার দ্বিতীয় শোরুম এবং ভারতে ২৭ তম শোরুম হবে। এই সম্প্রসারণের সাথে, কিসনা দেশব্যাপী গ্রাহকদের অতুলনীয় কারুকার্য এবং নিরবধি কমনীয়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করে। ইভেন্টে মিস্টার ঘনশ্যাম ঢোলাকিয়া, প্রতিষ্ঠাতা এবং এমডি, হরি কৃষ্ণ গ্রুপ এবং কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারির ডিরেক্টর মিস্টারপরাগ শাহ উপস্থিত ছিলেন। কলকাতার রঘুনাথপুরে কিসনার উপস্থিতি নিছক রিটেল ব্যবসার চেয়ো বেশিএটি স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত থাকার, তাদের অনন্য পছন্দগুলি বোঝা এবং বিশ্বাস এবং সন্তুষ্টির উপর নির্মিত দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিশ্রুতি উপস্থাপন করে।লঞ্চের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, হরি কৃষ্ণ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও এমডি, জনাব ঘনশ্যাম ঢোলাকিয়া বলেছেন, কলকাতা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং বৈচিত্র্যময় পছন্দের কেন্দ্রস্থল হওয়ায়, এখানে আমাদের ফ্ল্যাগশিপ শোরুম উদ্বোধনের সিদ্ধান্ত আমাদের বিভিন্ন জনসংখ্যা জুড়ে ভোক্তাদের জন্য মানসম্পন্ন এবং সেরা গহনা সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে। ‘হর ঘর কিসনা’র একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, আমরা ভারতের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান হীরার গহনার ব্র্যান্ড হতে চাই এবং প্রত্যেক মহিলার হীরার গহনার মালিক হওয়ার স্বপ্নকে সত্যি করে তুলব। কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারির ডিরেক্টর মিস্টার পরাগ শাহ বলেন, ‘‘আমাদের কলকাতা শোরুমের লঞ্চ আমাদের কার্যক্রমের সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আমাদের উৎসর্গের কথা বলে। আমরা কলকাতার গহনা উত্সাহীদের কাছে কিসনার কমনীয়তা এবং পরিমার্জনার স্বতন্ত্র সংমিশ্রণ প্রবর্তন করতে উত্সাহী। এটি সম্প্রদায়ের সাথে সংযোগ স্থাপন, তাদের পছন্দগুলি বোঝা এবং বিশ্বাস ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।মিস্টার , ফ্র্যাঞ্চাইজ পার্টনার, কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারি, বলেছেন, কলকাতায় কিসনা ডায়মন্ড এবং গোল্ড জুয়েলারির ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক হিসেবে, আমরা আমাদের শহরে লাক্সারির একটি নতুন মান প্রবর্তন করতে পেরে রোমাঞ্চিত। আমাদের শোরুমের সাথে, আমরা শুধু গহনা অফার করছি না আমরা একটি অভিজ্ঞতা তৈরি করছি। আমরা আমাদের গ্রাহকদের আনন্দ দিতে এবং কলকাতার গহনা বাজারে একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধরিটেল উপস্থিতি বাড়ানোর পাশাপাশি, কিসনা সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের তাদের টেকসই জীবিকার জন্য সেলাই মেশিন বিতরণ করেছে। ব্র্যান্ডটি শোরুমে গ্রাহকদের দ্বারা করা প্রতিটি ক্রয়ের পক্ষে অভাবীদের জন্য খাবার সরবরাহ ও চারা রোপণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

দেশে এমন কেউ জন্মেছে যে সিএএ বাতিল করতে পারে, লোকসভা ভোটের প্রচারে ফের বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ মোদীর

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা ভোটপর্বের মধ্যে আবার বিরোধীদের উদ্দেশে খোলা চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল সংক্রান্ত বিতর্কের পরে এ বার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) প্রসঙ্গে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে উত্তরপ্রদেশে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলা আজমগড়ে ভোটপ্রচারে গিয়ে। বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ে এক নির্বাচনী জনসভায় মোদি বলেন, ‘‘ভোটের প্রচারে ‘ইন্ডি’ (বিজেপি বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’) জোটের নেতারা বলছেন, তাঁরা সিএএ বাতিল করবেন। কিন্তু সে ক্ষমতা কারও হবে না। সভা থেকে জনতাকে প্রধানমন্ত্রীর ( ) প্রশ্ন, ‘‘দেশে এমন কোনও মাই কা লাল (চলতি বাংলায় ভাবানুবাদে ‘বাপের বেটা’) জন্মেছে যে সিএএ বাতিল করতে পারে? তাৎপর্যপূর্ণভাবে, আজমগড় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলা। পাশাপাশি, কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টির বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ তুলে মোদি বলেন যে, তারা দেশের বাজেটকে ভাগ করতে চায় এবং সংখ্যালঘুদের জন্য ১৫ শতাংশ বরাদ্দ করতে চায়। মোদি এদিন বলেন, ‘‘সমাজবাদী পার্টি এবং কংগ্রেসের মতো দলগুলি সিএএ ইস্যুতে মিথ্যা ছড়াচ্ছে তারা উত্তরপ্রদেশ-সহ সারা দেশ দাঙ্গায় জ্বালিয়ে দেওয়ার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিল। আজও এই ইন্ডিয়া জোটের লোকেরা বলে যে মোদি সিএএ এনেছেন এবং যেদিন তিনি যাবেন, সিএএ-ও সরিয়ে দেওয়া হবে। দেশ মে কোন মাই কা লাল প্যায়দা হুয়া হ্যায় জো সিএএ হটা সাকে? (এই দেশে এমন কেউ কি জন্মেছে যে সিএএ বাতিল করতে পারে?) কেউ সিএএ অপসারণ

করতে পারবে না। তিনি আরও বলেন, ‘‘সিএএ-র অধীনে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এঁরা সেইসব মানুষ যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে শরণার্থী হিসাবে দেশে বসবাস করছেন এবং ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের শিকার হয়েছেন। মোদি আরও দাবি করেছেন যে তিনি বিরোধী দলগুলির জাল ধর্মনিরপেক্ষতার আবরণ সরিয়ে দিয়েছেন যার আড়ালে তারা হিন্দু ও মুসলিমদের একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বাধ্য করেছে।

Name Change

I, (Old Name) MD KOCIN S/o- ALI HOSSAIN, Residing at, Vill- Masundi, Post- Masundi, Ps- Bharatpur, Dist- Murshidabad, Pin- 742301, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD KOCIN To MD KOCHIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD KOCHIN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, MD KOCHIN and MD KOCIN both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MOHAMMAD NOKIMUDDIN SEKH S/o- SAYAD ALI, Residing at, Vill- Natun naldahari, Post- Lalgola, Ps- Lalgola, Dist- Murshidabad, Pin- 742148, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHAMMAD NOKIMUDDIN SEKH To NAKIMUDDIN SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NAKIMUDDIN SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, NAKIMUDDIN SEKH and MOHAMMAD NOKIMUDDIN SEKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) NAJIR S/o- SHAHBAJ SHAH, Residing at, Vill- Ranitala, Post- Jibanpur, Ps- Ranitala, Dist- Murshidabad, Pin- 742135, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NAJIR To NAJIR HOSSAIN SHAH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NAJIR HOSSAIN SHAH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, NAJIR HOSSAIN SHAH and NAJIR both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MOHAMMAD ABU OBAIDA S/o- NAKIMUDDIN SEKH, Residing at, Vill- Natun naldahari, Post- Lalgola, Ps- Lalgola, Dist- Murshidabad, Pin- 742148, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHAMMAD ABU OBAIDA To MD ABU OBAIDA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD ABU OBAIDA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, MD ABU OBAIDA and MOHAMMAD ABU OBAIDA both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) FIROJA BIBI W/o- NAKIMUDDIN SEKH, Residing at, Vill- Natun naldahari, Post- Lalgola, Ps- Lalgola, Dist- Murshidabad, Pin- 742148, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from FIROJA BIBI To FIROJA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) FIROJA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, FIROJA and FIROJA BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) BIMAN GHOSH S/o- LATE KANAI LAL GHOSH, Residing at, Vill- Mahananda Pally, Post- Jhaljhalia, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from BIMAN GHOSH To BIMAN KUMAR GHOSH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) BIMAN KUMAR GHOSH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, BIMAN KUMAR GHOSH and BIMAN GHOSH both are Same and one identical person.

Name Change

I, Kartik Guchhait (old name) S/O Nitai Guchhait, residing at Vill-Kandarpapur, P.O.- Chhota Choulkhola, P.S.- Ramnagar, Dist- East Medinipur, Pin- 721455, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Kartick Guchhait (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/05/2024. Kartick Guchhait (new name) and Kartik Guchhait (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sumitra Aggarwal D/O Arun Kumar Aggarwal declare that my minor child said name Bhumisha Marda (old name), residing at C Block, 3rd Floor, 21 Rabindra Sarani, Kailash Garden, Bally, P.O.- Liluah, Howrah, Pin- 711204, West Bengal, India, have changed my daughter name to (shall henceforth be known as) Bhomi Agarwal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 14/05/2024. Bhomi Agarwal (new name) and Bhumisha Marda (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sarswati Sharma (old name) W/O Amar Sharma, residing at DAKSHIN SATALI, P.O.- DAKSHIN SATALI, P.S.- KALCHINI, Dist-ALIPURDUAR, PIN-735214, WEST BENGAL ,INDIA, have changed my name to (shall henceforth be khown as) SARASWATI SHARMA (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Alipurduar on 17/05/2024. SARASWATI SHARMA (new name) and SARWATI SHARMA (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Md Altaf (old name) S/O Md Ishaque, residing at 5C, Topsia 2nd Lane, Tiljala, Kolkata- 700039, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Eltaf Hussain (new name) vide an affidavit sworn before the 1st Class Magistrate at Sealdah (Kolkata) on 16/01/2015. Eltaf Hussain (new name) and Md Altaf(old name) both are same identical person. Eltaf Hussain and Md Altaf both name are used by me.

Name Change

I, Koel Dasgupta (old name) W/O Subhashis Dasgupta, D/O Kalyan Mukherjee, residing at 10B, Sura East Road, P.S.- Beliaghata, Kolkata- 700010, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Koel Mukherjee (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 17/05/2024. Koel Mukherjee (new name) and Koel Dasgupta (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Koel Mukherjee W/O Subhashis Dasgupta declare that my daughter said name Srestha Dasgupta (old name), residing at 10B, Sura East Road, P.S.- Beliaghata, Kolkata- 700010, West Bengal, INDIA, have changed my daughter name to (shall henceforth be known as) Srestha Mukherjee (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 17/05/2024. Srestha Mukherjee (new name) and Srestha Dasgupta (old name) both are same identical person

ঘাটালের মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে আবার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৭ মে ঃ ঘাটালের বহুকাঙ্ক্ষিত মাস্টারপ্ল্যান কবে শেষ হবে? ভোটের মুখে আশ্বাস দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার ঘাটাল লোকসভার দাসপুরে অভিনেতা তথা তৃণমূল প্রার্থী দেবের সমর্থনে প্রচার করতে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকেই তিনি জানান, ঘাটালের মাস্টারপ্ল্যানের কাজ শুরু হয়ে গেছে। মমতা দাবি করেন, সমীক্ষার কাজ চলছে। পুরো প্রকল্প শেষ করতে এক হাজার কোটি টাকার মতো লাগবে, তাই একটু অপেক্ষা করতে হবে। তবে তিন-চার বছরের মধ্যেই ঘাটালের মাস্টারপ্ল্যানের পুরো কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে ঘাটালের মানুষকে আশ্বাস দেন মমতা। মমতা বলেন, ''আমি দেবকে বলেছি আমার দু'টি বছর লাগবে। এক হাজার কোটি টাকার প্রকল্প। একটু সময় লাগবে। এত তাড়াতাড়ি করলে হবে না। তবে ও বলার পরেই আমরা সমীক্ষা শুরু করে দিয়েছি। তিন-চার বছরের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। কপালেশ্বর- কেলেঘাই করে দিয়েছি। এই মানস ভুঁইয়াকে দেখেছি সব সময় কপালেশ্বর-কেলেঘাই নিয়ে বলে চিৎকার করতো। কিন্তু সেই কাজ করে দিয়েছি।'' লোকসভা নির্বাচনের আগে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, এই বার ভোটে লড়বেন না দেব। সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে দেব সেই সময় লিখেছিলেন, ''সংসদে আমার শেষ দিন। এতেই অনেকের মনে হয়েছিল, ঘাটাল থেকে আসন্ন লোকসভা দেব যে আর দাঁড়াতে চাইছেন না, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। যদিও সরাসরি এ ব্যাপারে কখনওই কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানাননি দেব। তৃণমূল সূত্রে খবর, দেবের মন পরিবর্তন করে তাঁকে আবার ভোটে লড়তে রাজি করানোর নেপথ্যে ছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্র না টাকা দিলেও রাজ্যের টাকাতেই ঘাটালের মাস্টারপ্ল্যান হবে বলেও দেবকে আশ্বাস দিয়েছিলেন তাঁরা। দাসপুরে জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, ঘাটালের মাস্টারপ্ল্যান আর আশ্বাসের পর্যায়ে নেই। তা নিয়ে কাজ শুরু হয়ে গেছে। শেষও হয়ে যাবে বছর চারেকের মধ্যে। কিন্তু আমজনতার একটা বড় অংশের দাবি, এটা নিছকই ভোটের মুখে একটা ভাঁওতা। কারণ, বহু যুগ ধরে নানা জটিলতায় এগোয়নি ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের কাজ। বার বার কেন্দ্রের ওপর দায় চাপিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

মোদী, মমতার সফরের প্রাক্কালে প্রস্তুতি তুঙ্গে বাঁকুড়ায়

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৭ মে ঃ আবার বাঁকুড়ায় নির্বাচনী প্রচারে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষ্ণুপুর এবং বাঁকুড়া লোকসভা আসনের জন্য মমতার দুটি পৃথক কর্মসূচি রয়েছে শনি এবং রবিবার। অন্যদিকে, রবিবার বাঁকুড়া জেলায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। সপ্তাহ শেষে দুই 'ওজনদারের' কর্মসূচিকে ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়ছে তৃণমূল এবং বিজেপি। সভায় কারা বেশি লোক টানতে পারে, তা নিয়েই ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে টক্কর। লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পর বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে একাধিক দফা সভা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। বাঁকুড়া লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তীর সমর্থনে রাইপুরে এবং বিষ্ণুপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের সমর্থনে পাত্রসায়রে জনসভা করেছেন তিনি। ওই দুই কেন্দ্রে প্রচারে এবার আবারও প্রচারে আসছেন মমতা। সুজাতার সমর্থনে শনিবার দুপুরে বিষ্ণুপুরে হাই স্কুল মাঠে সভা করবেন তৃণমূলনেত্রী। রবিবার বিকেলে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী অরূপের প্রচারে লালবাজার থেকে কলেজ মোড় পর্যন্ত পদযাত্রা করবেন। রবিবার দুপুরে বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের নিকুঞ্জপুর হাই স্কুলের মাঠে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে একসঙ্গে বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ এবং বাঁকুড়ার বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের সমর্থনে সভা করবেন তিনি। সপ্তাহ শেষে মোদী-মমতার জোড়া সভা এবং প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে বাঁকুড়া জেলা জুড়ে সাজ সাজ রব। বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা বাঁকুড়া লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর সভায় যদি এক লক্ষ লোক হয় তা হলে, রবিবার বাঁকুড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর পদযাত্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের জমায়েত হবে। তিনি বলেন, ''শুধু তো ভোটের সময় নয়। মুখ্যমন্ত্রী বার বার মানুষের জন্য উন্নয়নের ডালি নিয়ে বাঁকুড়ায় হাজির হয়েছেন। তা স্থানীয়রা জানেন। সে জায়গায় বিজেপির প্রধানমন্ত্রী হোক বা বিজেপি প্রার্থী, এঁরা সকলেই ভোটপাখি। ভোট পেরোলেই আবার গা ঢাকা দেবেন।'' অন্যদিকে, বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা ওন্দার বিধায়ক অমরনাথ শাখার কথায়, ''এর আগে প্রধানমন্ত্রী দু'বার বাঁকুড়া লোকসভা এলাকায় এলেও এই প্রথম বিষ্ণুপুর লোকসভা এলাকায় আসছেন। স্বাভাবিক ভাবেই দলের কর্মীরা উচ্ছ্বসিত। প্রধানমন্ত্রীর সভায় দুই লোকসভা এলাকা থেকেই লক্ষাধিক মানুষের জমায়েত হবে।''

মল্লারপুরে পুলিশ আক্রমণের ঘটনায় চার মহিলা সহ ষোলো জন গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৭ মে ঃ বীরভূমের মল্লারপুর থানার পাথাই গ্রামে পুলিশের উপর চড়াও হয়ে মারধরের ঘটনায় চার মহিলা সহ ষোলো জনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠালো মল্লারপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে ৩০৭, ৩৫৩, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৪২৭, ৫০৬ ও এমপিও অ্যাক্ট সহ ১৫ টি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে বিবাদ সামাল দিতে বৃহস্পতিবার মল্লারপুর থানার পাথাই গ্রামে যায় পুলিশ। সেই সময় পুলিশের সঙ্গে খন্ডযুদ্ধ বাঁধে গ্রামবাসীদের একাংশের। ঘটনায় জখম হয় উভয়পক্ষের ১৫ জন। তিন জন পুলিশ আধিকারিক সহ আটজন পুলিশ কর্মী জখম হন। তাদের মধ্যে জনার্দন ঘোষ নামে একজন এএসআইয়ের মাথায় প্রায় ৪০ টি সেলাই করতে হয়েছে। তার আঘাত গুরুতর। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার দিনভর পাথাই গ্রামে অভিযান চালিয়ে ১৬ জনকে গ্রেফতার করে মল্লারপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে চারজন মহিলাও রয়েছে। শুক্রবার ধৃতদের রামপুরহাট মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়েছে। সরকারি আইনজীবী সোমনাথ হাটি বলেন, তিনজনকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। বাকিদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দুই মাসে আন্ডারওয়াটার মেট্রোতে ২৪ লাখ যাত্রী ভ্রমণ করেছেন

কলকাতা, ১৭ মে ঃ হাওড়া ময়দান থেকে গ্রীন লাইন ২ এর এসপ্ল্যানেড প্রসারিত এবং অরেঞ্জ লাইনের কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রসারিত বাণিজ্যিক মেট্রো পরিষেবা ১৫.০৩.২০২৪ (শুক্রবার) থেকে শুরু হয়েছে। ১৫.০৩.২০২৪ থেকে ১৫.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে, মেট্রো রেল প্রায় ২৪ লক্ষ যাত্রী বহন করেছে। গ্রীন লাইন ২-এ ৩.৪০ কোটি। গ্রীন লাইন ১-এ, সল্টলেক সেক্টর ৫ থেকে শিয়ালদহের মধ্যে ২১ লক্ষ যাত্রী বহন করা হয়েছে এবং মেট্রো রেলওয়ে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ৩.১১ কোটি টাকা আয় করেছে। গ্রীন লাইন ২-এ হাওড়া মেট্রো স্টেশনটি গত ২ মাসে সবচেয়ে ব্যস্ত স্টেশন হয়েছে। এই স্টেশনটি ১১.৬৭ লক্ষ যাত্রী সংখ্যা রেকর্ড করেছে যা এই করিডোরের সমস্ত স্টেশনগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ যাত্রী সংখ্যা। ব্লু লাইনে, দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষের মধ্যে ৩.০৩ কোটি যাত্রী বহন করা হয়েছে এবং মেট্রো রেল উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ৪৫.৮৩ কোটি টাকা আয় করেছে। অরেঞ্জ লাইনে গত দুই মাসে ৫৫ হাজারেরও বেশি যাত্রী ভ্রমণ করেছেন এবং মেট্রো ১১.৬৪ লক্ষ টাকা আয় করেছে। পার্পল লাইনে, গত দুই মাসে ২৭ হাজার যাত্রী ভ্রমণ করেছেন এবং মেট্রো ৩.৯৮ লক্ষ টাকা আয় করেছে। যাত্রীরাও সমন্বিত টিকিট সহ এসপ্ল্যানেড এবং কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনগুলিতে করিডোর পরিবর্তন করা সুবিধাজনক বলে মনে করেছেন। মেট্রো কর্মীরা তাদের নিজ নিজ মেট্রো খুঁজে পেতে সাহায্য করছে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং শহরতলির বিভিন্ন এলাকার যাত্রীরা তাদের সময় বাঁচাতে এই মেট্রো করিডোরে ভ্রমণ করেছেন। পর্যাপ্ত কাউন্টার খোলা হয়েছে এবং গত দুই মাসে যাত্রীদের নির্বিঘ্ন ও মসৃণ যাত্রার সুবিধার্থে স্মার্ট কার্ড, টোকেন, কাগজ ভিত্তিক কিউ আর টিকেটও উপলব্ধ করা হয়েছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের একটি খুব সস্তা, দ্রুত এবং ট্রাফিক সমস্যামুক্ত যাত্রা প্রদান করতে বদ্ধপরিকর যা কলকাতা এবং শহরতলির জন্য একটি চূড়ান্ত ট্র্যাফিক সমাধান হতে চলেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ২২_২০২৪-২৫ এবং ২৩_২০২৪-২৫, তারিখ ১৭.০৫.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ **ডিইএন/৩/হাওড়ার** অধীনে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞ ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ২২_২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিশনে বর্ষাকালীন মরসুমে এমারজেন্সি মেটিরিয়াল হিসেবে কোয়ারি স্টোন ডাস্ট সরবরাহ। **আনুমা. ব্যয় ঃ** ৮২,২৯,৬৪০.৭৭ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৬৪,৬০০ টাকা। **ক্রঃ নং ২। ই-টেন্ডার নং ঃ ২৩_২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিশনে বর্ষাকালীন মরসুমে এমারজেন্সি মেটিরিয়াল হিসেবে স্টোন বোল্ডার সরবরাহ। **আনুমা. ব্যয় ঃ** ১,২৯,৪১,২০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,১৪,৭০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** অ্যাকসেপ্ট্যান্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস (ক্রঃ নং ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না, যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.০৫.২০২৪-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি ও টিডিসি জমা – ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে, বায়নামূল্য জমার (ইএমডি) পেমেন্ট ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল) ওয়েবসাইটে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) অনুমোদন করা হবে না। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-65/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৪৭৩, তারিখ ১৬.০৫.২০২৪। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/০২/২৪-২৫/এসএফ। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে স্লাইড বুম ও রোড সিগন্যালের ব্যবস্থার দ্বারা ইন্টারলকড লেভেল ক্রসিং গেটের (৪০টি) ব্যবস্থা এবং আপগ্রেডেশন। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২,১৬,৩৮,০১৭.৬৫ টাকা। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ** ২,৫৮,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ ঃ** ৩১.০৫.২০২৪। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ১৪.০৬.২০২৪-এ দুপুর ২টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ১৪.০৬.২০২৪-এ দুপুর ২.৩০টা। বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in** **কারিগরী যোগ্যতার শর্তাবলী ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত, সর্বশেষ ০৭ (সাত) বছর মেয়াদে, টেন্ডারদাতাকে কাজের নিম্নলিখিত ক্যাটিগরির কোনও একটি কাজ সফলভাবে সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে বা বাস্তবে শেষ করে থাকতে হবে ঃ (১) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর সম পরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের তিনটি অনুরূপ ধরনের কাজ, বা (২) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের দুটি অনুরূপ ধরনের কাজ, বা (৩) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর সম পরিমাণের নিচে নয় এরূপ মূল্যের একটি অনুরূপ ধরনের কাজ। **আর্থিক যোগ্যতার শর্তাবলী ঃ** টেন্ডারদাতার, ভি/এন বা 'ভি' যেটা কম হবে, ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার থাকতে হবে; যেখানে ভি=কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান, এন=যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হচ্ছে সেই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে, 'মোট চুক্তিবদ্ধ পেমেন্ট'-এর গড় হিসাবে, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাব করা হবে। অবশ্য, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট তৈরি/নিরীক্ষিত না হলে, সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাবের জন্য বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসিত নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট দ্বারা সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের থেকে প্রাপ্ত শংসাপত্রের কপি সমেত, জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জমা করতে হবে (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬)। **অন্যান্য নথিপত্র যা জমা করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথিপত্রে উল্লেখিতমতো। **অনুরূপ ধরনের কাজ ঃ** প্যানেল ইন্টারলকিং বা রুট রিলে ইন্টারলকিং বা ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং বা আইবিএইচ বা অটোমেটিক সিগন্যালিং বা লেভেল ক্রসিং গেট ইন্টারলকিং বা এএফটিসি বা এসএসডিএসি বা এমএসডিএসি-এর যে কোনও কাজ আলোচ্য টেন্ডারের কাজের জন্য অনুরূপ ধরনের কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতাকে, টেন্ডার নথিতে উল্লেখিতমতো যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণে তাঁর/তাঁদের দাবির সমর্থনে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র, টেন্ডার অফারের সঙ্গে জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতার জমা করা, ক্রেডেনসিয়ালের সমর্থনে নথিপত্রের/শংসাপত্রের কপির প্রতি পৃষ্ঠায় স্ব-প্রত্যয়িত/টেন্ডারদাতার বা টেন্ডার প্রদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধির ডিজিটালি স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতি পৃষ্ঠায়)।

(SDAH-61/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

২৪ ঘন্টার বন্ধ পালন করছে কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৭ মে ঃ কোচবিহার পৌরসভার পক্ষ থেকে কোচবিহার শহরের ব্যবসায়ীদের উপর লাগামহীন কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে শুক্রবার কোচবিহার পৌরসভা এলাকায় ২৪ ঘন্টার বন্ধ পালন করছে কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতি। সকাল থেকেই খোলেনি কোনো দোকানপাট। খোলেনি বাজারঘাট। কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির এই বন্ধে ব্যাপক সাড়া পড়েছে সকাল থেকেই। শহরের ভবানীগঞ্জ, নতুন বাজারে সমস্ত দোকান বন্ধ রয়েছে। প্রসঙ্গত, জলকর প্রত্যাহার , মাত্রাতিরিক্ত কঞ্জারভেন্সি ফি প্রত্যাহার , ট্রেড লাইসেন্সের ফি কমানো সহ একাধিক দাবিতে কোচবিহার শহরে ২৪ ঘণ্টা ব্যবসা বন্ধের ডাক দিয়েছে কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতি। সেই অনুযায়ী শুক্রবার সকাল থেকে বন্ধ দোকানপাট। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, কোচবিহার পৌরসভা ব্যবসায়ীদের মাত্রাতিরিক্ত কনজারভেন্সি ফি, ট্রেড লাইসেন্স ফি, জলকর ও নামজারীর ক্ষেত্রে দ্বিগুণ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সমস্ত কর কম করার দাবী জানান ব্যবসায়ীরা। তাদের দাবি না মানা হলে আগামীতে বড় আন্দোলনে যাবেন বলে জানান ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীরা জানান, নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে কর স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার পরেও পৌরসভার চেয়ারম্যান তা করেননি। এরপর ব্যবসায়ীরা গত ২ মে স্মারকলিপি প্রদান করেন। পরবর্তীতে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় বন্ধের ডাক দেয় ব্যবসায়ীরা।

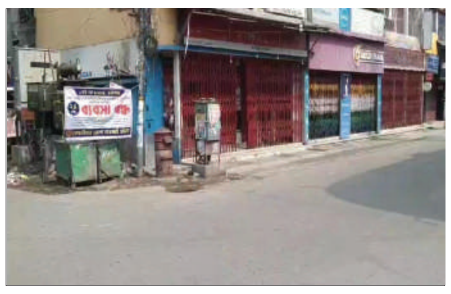

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজি. অফিস ঃ ৯ পারসি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন নম্বরঃ (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪
ই-মেইলঃ corp@duroply.com ওয়েবসাইটঃ www.duroply.in
CIN: L20211WB1957PLCO23493

৩১ মার্চ ২০২৪ শেষ হওয়া বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির নির্যাস

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে	বর্ষ শেষে		৩ মাস শেষে
		৩১.০৩.২০২৪ পরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৪ পরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৩ পরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৩ পরীক্ষিত
১.	মোট কারবার থেকে আয়	৮৪৪৫.৮৪	৩২৩৪২.৩০	৩০২৩৩.৮৬	৮৪২১.৯৮
২.	ট্যাক্সের আগে সাধারণ ক্রিয়াকলাপ থেকে নিট লাভ / (ক্ষতি)	(২২৬.১০)	১০০.৯০	৭৯১.৭৯	৩৪৬.৬৬
৩.	করের পর সাধারণ ক্রিয়াকলাপ থেকে নিট লাভ / (ক্ষতি)	(১২৩.৩৭)	১০০.৭৫	৫২২.৫৭	২২৫.৮১
৪.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সমন্বিত সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(১৬২.৯৮)	৪৯.৮৯	৫০৯.৩১	২২১.৫৫
৫.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (শেয়ার প্রতি ১০ /- অভিহিত মূল্য)	৯৯৮.৬৩	৯৯৮.৬৩	৭৭৭.৫৮	৭৭৭.৫৮
৬.	অন্যান্য ইক্যুইটি		১১৬৫৭.৮৭	৮০৬৪.৩৯	
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রত্যেকটি মূল্য ১০ /- এর) (চালিয়ে রাখার জন্য এবং বিচ্ছিন্ন অভিযান) (বার্ষিক নয়)				
	মূল	(১.৪৩)	১.২৫	৭.৪০	৩.১১
	মিশ্র	(১.৪২)	১.২৫	৭.৩৯	৩.০০

মন্তব্যঃ
১. উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলগুলির সম্পূর্ণ বিন্যাস হল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.duroply.in -এ উপলব্ধ
২. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ১৭ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
৩. ৩১ মার্চ ২০২৪ এবং ৩১ মার্চ ২০২৩ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলি সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত বছর থেকে তারিখের পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে।
৪. যেহেতু কোম্পানির ৩১ মার্চ ২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য একক রিপোর্টযোগ্য সেগমেন্ট রয়েছে, তাই অপারেটিং সেগমেন্টে IND AS ১০৮-এর সেগমেন্ট অনুযায়ী প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা এটির জন্য প্রযোজ্য নয়।
৫. কোম্পানী ২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দের ভিত্তিতে ১১,৯১,০৩২টি ওয়ারেন্ট জারি এবং বরাদ্দ করেছিল, ওয়ারেন্ট ধারক মোট বিবেচনার ২৫ টাকা পরিশোধ করেছিলেন। ১২৬- প্রতি ওয়ারেন্টের পরিমাণ ২৩৭৫.১৮ লক্ষ হিসাবে উপরোক্ত ওয়ারেন্টের বিপরীতে আবেদনের অর্থ। সেখানে ২,১৩,২৮০টি ওয়ারেন্ট বকেয়া ছিল, যা অবশিষ্ট বিবেচনায় টাকা ২০১.৫৫ লক্ষ।
৬. অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দের মাধ্যমে ইক্যুইটি শেয়ার এবং ওয়ারেন্ট ইস্যু করা -
৩১ মার্চ ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের সময়, কোম্পানিটি ২৭ মার্চ ২০২৪ তারিখে অ-প্রবর্তকদের জন্য অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দ করেছে।
ক) ১১,৭৭,৩৩৬ ইক্যুইটি শেয়ার, যার অভিহিত মূল্য ১০ /- প্রতিটি, এ টাকা মূল্য ২০৩ /- প্রতি ইক্যুইটি শেয়ার একটি প্রিমিয়ামে টাকা ১৯৩ /- প্রতি ইক্যুইটি শেয়ার একত্রে টাকা ২৩৮৯.৯৯ লক্ষ।
খ) ৯,৮৫,২২০ ওয়ারেন্ট , প্রতিটিতে ১ (এক) ইক্যুইটি শেয়ারের সদস্যতা নেওয়ার অধিকার রয়েছে। ১০ /- প্রতিটি ইস্যু মূল্যে ২০৩ /- প্রতি ওয়ারেন্টে ১৯৯৯.৯৯ লক্ষ, ২৫০.৭৫ এর ইস্যু মূল্যের ২৫ প্রাপ্তির পর ওয়ারেন্ট প্রতি ২৫০.৭৫ টাকা। ওয়ারেন্ট সাবস্ক্রিপশন অর্থের প্রতি ৪৯৯.৯৯। ইস্যু মূল্যের ৭৫ অবশিষ্ট বিবেচনা মূল্য ওয়ারেন্ট প্রতি ১৫২.২৫ টাকা। ১৫০০- যে কোনো সময়ে ওয়ারেন্ট বরাদ্দের তারিখ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে এক বা একাধিক ধাপে অর্থাৎ ২৭ মার্চ ২০২৪ প্রদেয় হবে। ওয়ারেন্টের বিপরীতে প্রাপ্ত পরিমাণ ফলাফল ইকুইটির জন্য ইস্যু মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য সেট অফ করা হবে ভাগ।
গ) কোম্পানিটি ২৭ মার্চ ২০২৪-এ মোট টাকা পেয়েছে। ২৮৮৯.৯৯ লক্ষ, যার মধ্যে রয়েছে ইক্যুইটি শেয়ার সদস্যতা যার পরিমাণ টাকা। ২৩৮৯.৯৯ লক্ষ এবং ওয়ারেন্ট সাবস্ক্রিপশনের ২৫ টাকার পরিমাণ টাকা ৫০০ লক্ষ
৭. পর্যালোচনাধীন ত্রৈমাসিকে কোম্পানি, আইনি মতামতের ভিত্তিতে নিশ্চিত করেছে যে একটি আয়কর মামলা টাকা ৫৮২৭.৫৭ লক্ষ ঘটনা ঘটার খুব দূরবর্তী সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাই এটি একটি আনুষঙ্গিক দায় নয়।
৮. কোন ব্যতিক্রমী অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম নেই।
৯. পূর্ববর্তী সময়ের জন্য পরিসংখ্যান পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে, যেখানেই প্রয়োজন।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৭ মে, ২০২৪

বোর্ডের আদেশানুসারে
স্বা /- অখিলেশ চিটলাঙ্গিয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN 03120474

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নং. সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/আরডিএন/লোকো, তাং. ১৫.০৫.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক বাণিজ্যিক প্রচারের চুক্তিস্বত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং. ঃ এইচডব্লুএইচ-আরডিএন-লোকো। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৫.২০২৪ তারিখ সকাল ১১ টায়। **ক্র. নং.; এসইকিউ নং.; লট নং এবং বিবরণ** নিম্নরূপ (১) এএ/১; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএসডি-৭৯-২৪-২** এবং হাওড়া স্টেশনে (ওল্ড কমপ্লেক্স)-এ বিদ্যমান টাইম টেবিল বোর্ড (ব্যাকলিট) যা গেট নং ৩, ৪, ৫ এবং গেট নং ১০, ১১ এবং ১২ তে রয়েছে, প্রতিস্থাপন করে তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য ৫০ ঃ ৫০ সময় ভাগাভাগির মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনী প্রচারের সুযোগ সমেত ডিজিটাল টাইম টেবিল বোর্ড সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তিস্বত্ব। (২) এএ/২; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-ওএসডি-৮৬-২৩-১** এবং তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য ৫০ ঃ ৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে বর্ধমান স্টেশনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে রেলওয়েতে প্রতিষ্ঠিত ০৬ (ছয়)টি ভিডিও ওয়াল-এর মাধ্যমে রেলওয়ের তথ্য এবং বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের স্বত্ব বন্টন। (৩) এএ/৪; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএসডি-৯৪-২৩-১** এবং পাঁচ (০৫) বছরের মেয়াদের জন্য ৫০ ঃ ৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সমেত হাওড়া স্টেশনের (পিএফ-৯) -তে ডিজিটাল প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন চার্ট রোড কিয়স্কের প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ। (৪) এএ/৩; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএসডি-৯২-২৩-১** এবং বিদ্যমান নন-ডিজিটাল টাইম টেবিল বোর্ড (ফ্লেক্স) প্রতিস্থাপন করে পাঁচ (০৫) বছরের মেয়াদের জন্য ৫০ ঃ ৫০ সময় ভাগাভাগির ভিত্তিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সমেত হাওড়া স্টেশনে (ওল্ড কমপ্লেক্স)-এ ০২টি ডিজিটাল টাইম টেবিল বোর্ড সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। স্থান - হাওড়া স্টেশন (ওল্ড কমপ্লেক্স)-এর নর্থ কনকোর্স যা ম্যুরালগুলির সন্নিহিত এবং গেট নং ৩, ৪, ৫ এবং স্টেশন ম্যানেজার-এর কার্যালয়ের মুখোমুখি। (৫) এবি/১; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-ওএসএন-২২-২২-১** এবং বেলানগর স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারস্বত্ব বণ্টনের চুক্তি। (৬) এবি/২; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-ডিএনএইচএল-ওএসএন-৩৫-২২-১** এবং ধনিয়াখালি হল্ট স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারস্বত্ব বণ্টনের চুক্তি। (৭) এবি/৩; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জিআরএই-ওএসএন-৩৮-২৩-১** এবং গুড়াপ স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারস্বত্ব বণ্টনের চুক্তি। (৮) এবি/৪; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এসকেজি- ওএসএন-৪৪-২২-১** এবং শক্তিগড় স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারস্বত্ব বণ্টনের চুক্তি। (৯) এবি/৫; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেসিওয়াই-ওএসএন-৫২-২২-১** এবং কইচর স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারস্বত্ব বণ্টনের চুক্তি। (১০) এসি/১; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৫-২৩-১, (১১) এসি/২; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৬-২৩-১, (১২) এসি/৩; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৭-২৩-১, (১৩) এসি/৪; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৮-২৩-১, (১৪) এসি/৫; এডিভিটি-লোকো- এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৯-২৩-১,(১৫) এসি/৬; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ- এইচডব্লুএইচ-১০০-২৩-১ ও (১৬) এসি/৭; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-১০১-২৩-১। ০৩ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে (হাওড়া ডিজেল শেড ডিপো) প্রাথমিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এইরূপ ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ (ডব্লুএপি-৪)-এর বহির্গাত্রে (পিইউ পেন্টিং-এর মাধ্যমে) ব্র্যান্ডিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপণ প্রদর্শনের জন্য বিজ্ঞাপনী প্রচার স্বত্ব (ক্র. নং. ১০ থেকে ১৬-এর জন্য)। (১৭) এসি/৮; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০২-২৩-১, (১৮) এসি/৯; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৪-২৩-১, (১৯) এসি/১০; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৫-২৩-১, (২০) এসি/১১; এডিভিটি-লোকো- এইচডব্লুএইচ- বিডব্লুএন-১০৬-২৩-১, (২১) এসি/১২; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ- বিডব্লুএন-১০৭-২৩-১, (২২) এসি/১৩; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৮-২৩-১, (২৩) এসি/১৪; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৯-২৩-১, (২৪) এসি/১৫; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১০-২৩-১, (২৫) এসি/১৬; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১১-২৩-১, (২৬) এসি/১৭; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১২-২৩-১, (২৭) এসি/১৮; এডিভিটি-লোকো- এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৩-২৩-১, (২৮) এসি/১৯; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৪-২৩-১, (২৯) এসি/২০; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৫-২৩-১, (৩০) এসি/২১; এডিভিটি- লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৬-২৩-১ ও (৩১) এসি/২২; এডিভিটি-লোকো- এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৭-২৩-১। ০৩ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে (বর্ধমান ডিজেল শেড ডিপো) প্রাথমিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এইরূপ ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ (ডব্লুএজি-৫) -এর বহির্গাত্রে (পিইউ পেন্টিং-এর মাধ্যমে) ব্র্যান্ডিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপণ প্রদর্শনের জন্য বিজ্ঞাপনী প্রচার স্বত্ব (ক্র. নং. ১৭ থেকে ৩১-এর জন্য)।

HWH-62/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বর ঃ জিইএম/২০২৪/বি/৪৯৪৪৮৩৮, তারিখ ১৫.০৫.২০২৪। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (পি), পূর্ব রেলওয়ে, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **দফার বিভাগ ঃ** কাস্টম বিড ফর সার্ভিসেস - সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ লিলুয়াতে ক্যান্টিন কার্যকলাপের আউটসোর্সিং। **অনুমিত দরপ্রস্তাব মূল্য ঃ** ২,২২,৪৬,২৪৫ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ সংক্রান্ত বিশদ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **প্রদেয় বায়না অর্থ রাশি ঃ** ২,৬১,২৩০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ০৩ বছর। **দরপ্রস্তাবের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে) ঃ** ১২০ দিন। **দরপ্রস্তাব প্রদান শেষের তারিখ/সময় ঃ** ০৫.০৬.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময় ঃ** ০৫.০৬.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। **দরপ্রস্তাবদাতার (৩ বছরের জন্য) ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার ঃ** ১১২ লাখ টাকা। **একই/সমতুল ধরনের পরিষবার জন্য প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বর্ষসংখ্যা ঃ** ৩ বছর। **সমতুল পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয় কিনা ঃ** হ্যাঁ প্রয়োজনীয়। **অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এমএসই টার্নওভারে ছাড় ঃ** নেই। **নতুন উদ্যোগের জন্য অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ** নেই। **বিক্রেতার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় নথি ঃ** অভিজ্ঞতার বিষয়ে, দরপ্রস্তাবদাতার টার্নওভার, শংসাপত্র (এটিসিতে অনুরোধকৃত)। * যদি কোনো কারণে দরপ্রস্তাবদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার বিষয়ক ছাড় চান, সেই ছাড় পাওয়ার তিনি যে যোগ্য ক্রেতার যাচাইয়ের জন্য সেই যোগ্যতার সমর্থনে নথি আপলোড করতে হবে। **দরপ্রস্তাব থেকে আরএ কার্যকরী ঃ** নয়। **দরপ্রস্তাবের ধরন ঃ** দুই প্যাকেট দরপ্রস্তাব। **প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন চলাকালীন প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদানের সময় অনুমোদিত ঃ** ২ দিন। **মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ** সম্পূর্ণ মূল্যের ওপর মূল্যায়ন। **অর্থনৈতিক নথিতে মূল্য ভেঙে দেখাতে হবে কিনা ঃ** হ্যাঁ। **ই-পিবিজি-র বিশদ বিবরণ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ই-পিবিজির শতকরা (%) ঃ** ৫.০০। **ই-পিবিজির জন্য মেয়াদকাল (মাস) ঃ** ৩৮। **প্রদেয় বায়না অর্থে ছাড় ঃ** দরপ্রস্তাবের সঙ্গে জিইএম জিটিসি অনুসারে উপযুক্ত বিভাগের জন্য বৈধ সমর্থনকারী নথি দরপ্রস্তাবদাতাকে প্রদেয় বায়না অর্থে ছাড় পেতে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। এমএসই বিভাগে, কেবলমাত্র পণ্য উৎপাদনকারী এবং পরিষেবা প্রদানকারী যাঁরা পরিষেবা দেবেন তারাই প্রদেয় বায়না অর্থের ওপর ছাড় পাবেন। ব্যবসায়ীরা এই নীতির আওতায় পড়বেন না। যেখানে প্রযোজ্য, **প্রদেয় বায়না অর্থ এবং কর্মদক্ষতা জামিন সুবিধাভোগীর প্রাপকের পক্ষে হতে হবে ঃ সুবিধাপ্রাপক ঃ** এফএ অ্যান্ড সিএও/ পূর্ব রেলওয়ে/কেকেকে, ফেয়ারলি প্লেস রোড, বিবাদী বাগ, কলকাতা-৭০০০০১ (এফএ অ্যান্ড সিএও/ পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতা)।

MISC-53/24-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর হয়ে বারাসাত পর্যন্ত মেট্রো রেলওয়ের সম্প্রসারণ সম্পর্কিত সিএইচ. ৫০৩০ মি. থেকে ৭০২৬ মি. পর্যন্ত সংযোগকারী সাবওয়ে, ইয়ার্ড ও টানেল, আন্ডারগ্রাউন্ড জয় হিন্দ স্টেশনে সুরক্ষার ব্যবস্থা ও ক্লিনিং সম্মিলিত অন্যান্য বিবিধ কাজ সহ প্ল্যাটফর্ম কোপিংয়ে রাবার ফেন্ডার ফিক্সিং, লবি, এসটিপি (স্যুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট), আয়রণ রিমুভাল প্ল্যান্টের উন্নয়ন, পাথওয়ের ইভাকুয়েশন, লুভার ফিক্সিং, ফ্লোরিং, ক্ল্যাডিং, স্পেশাল আর্ট ওয়ার্ক, ফায়ার ফাইটিং, প্লাম্বিং, ড্রেনেজ, ল্যান্ডস্কেপিং ইত্যাদি সম্মিলিত অবশিষ্ট পড়ে থাকা বিবিধ কাজ সম্পাদন। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২১,৬০,২৩,০৫২.১৯ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ১২,৩০,১০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ছয় (০৬) মাস, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৪.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জন/সংশোধন থাকে, তবে তা কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৪৬৬-২০২৪ (ওপেন) (ট্যু প্যাকেট)

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-কন- টিআরডি-জি-১৫১-২০২৪-এনআইটি। টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ -কন-টিআরডি-জি-১৫১-২০২৪, তারিখঃ ১৬.০৫.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া,৩৭১ তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ইলেকট্রিকাল ঠিকাদার, অংশীদারি সংস্থার নিকট থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিসনে ২৫ কেভি এ.সি. সিঙ্গল ফেজ ওভারহেড সরঞ্জাম, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফরমার এবং সুইচিং স্টেশন ইত্যাদি সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা ও সূচনার একগুচ্ছ কাজ এবং নিম্নলিখিতগুলির নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (জি) কাজ - (ক) আসানসোল ডিভিসনের মধুপুরে বাইপাস লাইন (একত্রিত কাজ), (খ) হাওড়া ডিভিসনের রামপুরহাটে বর্তমান অফিসারদের রেস্ট হাউসের প্রস্তারিত সম্প্রসারণ এবং (গ) দুর্গাপুর কোক আভেন প্ল্যান্ট এবং দুর্গাপুরের মধ্যে নতুন ৫ম লাইন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,৭৯,৭০,২৭৯.০০ টাকা । **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থঃ** ৫,৮৯,৯০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২ টা। উপরিল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে অথবা তার পূর্বে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ''টেন্ডার নথির মূল্য'' এবং ''বায়না অর্থ'' অনলাইনে প্রদান করার পর **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যাবে এবং দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সবদিক থেকে সম্পূর্ণ ও যা ওপরে বলা হয়েছে সেই সব নথি সমেত টেন্ডার **www.ireps.gov.in** -এ আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে এই টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতে হাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথি, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ, সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য মৌলিক তথ্য **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১ তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ স্থিত কার্যালয়ের নোটিস বোর্ডে পাওয়া যাবে। CON-14/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

স্টোর্স ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেণ্ডার নোটিস নং.. এস/০৫/২০২৪-২৫ তারিখঃ ১৫-০৫-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩০/২৩/৫০৭২/ওটি/৩২/২০২৪-২৫ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৩-০৬-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ 1) আরডিএসও ডিআরজি নং সিজি-১৯০০৫ এবং ডিআরজি. নং ১৮২৪৬ (আরইএফ আরডিএসও পত্র নং. এমসি/এলএইচবি/ব্রেক. তারিখ: ২৭-০২-২০১৯) অনুসারে মেসার্স কেবিআইএল মেক, এয়ার ব্রেক সিস্টেমের জন্যে কানেকটরের সঙ্গে নবীকৃত জংশন বাকসের সঙ্গে ডব্লিউএসপি সংশোধিত ওয়ারিঙের রেট্রোফিটমেন্টের যোগান এবং স্থাপন। মেক: কেএনওআরআর বিআরইএমএস অথবা সেই ধরণের = ৫০ নম্বর এবং (২) আরডিএসও ডিআরজি নং সিজি-১৯০০৫ এবং ডিআরজি. নং ১৮২৪৬ (আরইএফ আরডিএসও পত্র নং. এমসি/এলএইচবি/ব্রেক. তারিখ: ২৭-০২-২০১৯) অনুসারে মেসার্স এফটিআইএল মেক, এয়ার ব্রেক সিস্টেমের জন্যে কানেকটরের সঙ্গে নবীকৃত জংশন বাকসের সঙ্গে ডব্লিউএসপি সংশোধিত ওয়ারিঙের রেট্রোফিটমেন্টের যোগান এবং স্থাপন। মেক: ফেইভেলি অথবা সেই ধরণের = ৫০ নম্বর। ডি এণ্ড জি মাসুল সহ এষ্টিমেট অনুসারে পরিশিষ্ট এ এবং এ১ এর মূল্য অনুসারে। পিবি আইটেম নং ১২৭০/২২-২৩ এর অধীনে (ওয়ারান্টির সময়সীমা : ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] (পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: 0]। পরিমাণঃ এসএসই/সি/আইসি/গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১০০ টি। পিএল. নং-৩৩৯৮৯০৭৫০০৪৪।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫১২৬/ওটি/৩৩/২০২৪-২৫ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৭-০৫-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (১) আরডিএসও ডিআরজি. নং টি-৪২১৮ অনুসারে ৬০ কিলোগ্রাম পিএসসি স্লিপারের উপরে ১২ টার্ণআউটের ১ এর জন্যে ৬ মিমি থিক নাইলন রি ইনফোর্সড গ্রুভড রাবারের সোল প্ল্যাট, রেলের নীচে রাখার জন্যে রেল প্যাডের জন্যে আইআরএস স্পেসিফিকেশন অনুসারে, এসএল নং টি-৫৫-২০২৩। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০] পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩৫৩ সেট। পিএল সংখ্যা. ৬০১১০৯০৯।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫১১১/ওটি/৩৪/২০২৪-২৫ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৯-০৫-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও ডিআরজি নং টি-৮৮৩৮ এবং আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং টি-৩৯ অনুসারে ৬০ কিগ্রা (ইউআইসি) রেলের জন্যে থিক ওয়েব সুইচ এক্সপানশন জয়েন্টের (টিডব্লিউএসইজে) জন্যে প্রিস্ট্রেসেড কংক্রিট শ্লীপারের নির্মাণ এবং যোগান। (ষষ্ঠ সংশোধন মার্চ ২০২১) সঙ্গে অনন্তিম পরিবর্তন যদি আছে পথ বাহন/রেলওয়ে ওয়াগনে যথোচিতভাবে লোড করার জন্যে ওয়ার্কস ষ্টেশন/ওয়ার্কস সাইডিঙের হেতু ইয়ার উপরে ৬০ কিগ্রা (ইউআইসি) রেলের উপযোগী হওয়া পার্ট ড্রয়িং। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৬০ মাস] (পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপিঃ নেই। পর্যায়সমূহ: ০)। পরিমাণঃ এসএসই/সিএস/মুখ্য কার্যালয়, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩২০৮ টি। পিএল. সংখ্যা. - ৬০০৫০০৩৬১৪৪২।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩০/২৩/১৪৪২/ওটি/৩৫/২০২৪-২৫ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩০-০৫-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ বিজি এলএইচবি প্যাসেঞ্জার কোচসমূহের জন্যে সাপোর্টিং ডিভাইস এসেম্বলী কমপ্লিট, এমএটি. স্পেসিফিকেশন: আরডিএসও/২০১১/সিজি-০৩ (আরইভি-০৩)। (সিবিসির জন্যে আরডিএসও উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে)। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০] ১) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশ্বপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২০০ সেট ২) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশ্বপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২০০ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৩৩৫০৫৫৩৬।

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫১১০/ওটি/৩৬/২০২৪-২৫ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৯-০৫-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৬১৫৫ অনুসারে ১০১২৫ এমএম কার্ভ সুইচের নির্মাণ এবং যোগান, জেডইউ ১-৬০ থিক ওয়েব গ্রেড ৮৮০ শ্রেণী- এ টাং রেল এবং ইউআইসি ৬০ কিগ্রা প্রতি এম গ্রেড-৮৮০ এর সঙ্গে (অনন্তিম পরিবর্তনের সঙ্গে], ইলাষ্টিক ফাষ্টনার এবং স্প্রীং অপারেটেড সেটিং ডিভাইসের সঙ্গে শ্রেণী এ বা বি ষ্টক রেল [অনন্তিম পরিবর্তনের সঙ্গে আরডিএসও-টি-৬২১৬] ১২ তে ১ এর জন্যে সমগ্র ফিটিংগস কমপ্লিট, ফ্যান শ্বেপড লেআউটের জন্যে পিএসসি শ্লীপারের উপরে বিজি ৬০ কিলোগ্রাম টার্ণ আউট অর্থাৎ সাব এসেম্বলী নং টি- ৬১৫৫ অনুসারে সুইচ অংশের জন্যে সমগ্র ফিটিংস [অনন্তিম পরিবর্তনের সঙ্গে]। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফিশ্ব প্লাট, ফিশ্ব বোল্ট এবং নাটস ছাড়া। ইলাষ্টিক রেল ক্লিপ এবং ইনসুলেটিং লাইনার [এএলটি -৫ অনুসারে ফিটিংসের আনুমানিক সূচী দর চুক্তির পরিশিষ্ট-এ-র পৃষ্ঠা ৪-তে সংলগ্ন করা হয়েছে। টেণ্ডার বন্ধ করার তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী পরিবর্তনসমূহে আরডিএসও দ্বারা জারি করা ফিটিংসের তালিকায় যেকোনো সংযোজন/সংশোধন ফার্মের দ্বারা যোগান দিতে হবে যার জন্যে কোনো অতিরিক্ত পরিশোধ করা হবে না, স্পেসিফিকেশন: টি-১০/২০০০। ডিসেম্বর ২০১৬ এর ১ নং সংশোধনী অথবা অনন্তিম পরিবর্তনের সঙ্গে, যদি টেণ্ডার বন্ধ করার তারিখ পর্যন্ত থাকে] [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] (পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: হয় পর্যায়সমূহ ১)। পরিমাণ-এসএসই/পিওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৩০ সেট। পিএল সংখ্যা. ৬০০৬০২৬৮।

ক্রমিক সংখ্যা. ৬। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫১১৫/ওটি/৩৭/২০২৪-২৫ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩১-০৫-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৬৬১৮ অনুসারে হর্ণের সঙ্গে ৬০ কেজি পিএসসি শ্লীপারের জন্যে ৬.২ মিমি থিক কম্পোজিত গ্রুভড রাবাড়ের নির্মাণ এবং যোগান। আইআরএস স্পেসিফিকেশন অনুসারে ২০১৭ বর্ষের সংশোধনী নং ২ এর সঙ্গে আরডিএসও/এমএণ্ডসি/আরপি-১৯৮/২০০৬ (প্রভিজন) রেলের নীচে রাখার জন্যে কম্পোজিত গ্রুভড রাবাড়ের সোল প্ল্যাট। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই পর্যায়সমূহ: ০)। **পরিমাণঃ** এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২৯০৫০০০ টি। পিএল. নং- ৬০১১২৭০০।

ক্রমিক সংখ্যা. ৭ টেণ্ডার সংখ্যা. ৪০/২৪/০৫৪৩/ওটি/৩৮/২০২৪-২৫ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৪-০৬-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশ্ব নং আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৭৭ (আরইভি) ১)- ২০১৩ অনুসারে ইওজি টাইপ এসি কোচ/ পাওয়ার কারের জন্যে ইন্টার ভেহিকুলার (আই.ভি.) কাপ্লার ইউনিট, ৫০০ এএমপি,৭৫০ভি। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] (পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০] ১) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশ্বপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১২০ টি ২) পরিমাণঃ ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশ্বপ/ডিপো/এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১২০ টি। ৩) পরিমাণঃ কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ২ টি। ৪) পরিমাণঃ নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২ টি ৫) পরিমাণঃ পাণ্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪০ টি। পিএল সংখ্যা.- ৪৫২১৮৯৪৮।

ক্রমিক সংখ্যা. ৮। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫০৫৮এ/ওটি/৩৯/২০২৪-২৫ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩০-০৫-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ১) ওয়াইডার কার্ভ শ্লেক গেজ শ্লীপার ১৬৭৫ মিমি ডিআরজি নং টি - ৮৯৭৯ = ৩১০ টি। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি- নেই। পর্যায়সমূহ: ০]। পরিমাণঃ জ্যেষ্ঠ খণ্ড অভিযন্তা/পি-ওয়ে/নিউ হাফলং, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩১০ টি। পি.এল. নং-৬০১১১০০৮। ২) ওয়াইডার কার্ভ শ্লেক গেজ শ্লীপার ১৬৭৫ এমএম ডিআরজি নং টি-৮৯৮২ [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ : ০) পরিমাণ- জ্যেষ্ঠ খণ্ড অভিযন্তা/পি.ওয়ে/নিউ হাফলং, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২৫৫৬ টি। পিএল সংখ্যা. ৬০১৯০২০৬। ৩) ওয়াইডার কার্ভ শ্লেক গেজ শ্লীপার ১৬৭৫ এমএম ডিআরজি নং. টি-৮৯৮০। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ : ০]। পরিমাণ - জ্যেষ্ঠ খণ্ড অভিযন্তা/পি-ওয়ে/নিউ হাফলং, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩১০ টি, পি.এল. সংখ্যা ৬০১৯০২০৬০। ৪) ওয়াইডার কার্ভ শ্লেক গেজ শ্লীপার ১৬৭৫ মিলিমিটার ডিআরজি নং টি-৮৯৮১ [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি- নেই, পর্যায়সমূহ -০)। পরিমাণ- জ্যেষ্ঠ খণ্ড অভিযন্তা/পি.ওয়ে/নিউ হাফলং, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩১০ টি, পি.এল. সংখ্যা- ৬০১৯০২০৬০০।

ক্রমিক সংখ্যা. ৯। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬০/২৩/৫০৬৬বি/ওটি/৪০/২০২৪-২৫ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৪-০৫-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ১) টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্যে বেসিক ট্রাভার্সের ব্যয় [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই পর্যায় আইএনএসপি- নেই, পর্যায়সমূহ: ০]। পরিমাণ- এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশ্বপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি সেট। পিএল. সংখ্যা. ৬৫৯০১৮৪০০০১০। ২) অনুচ্ছেদ-V-এর দফা ৫ অনুসারে দুই বৎসরের সাধারণ সঞ্চালন এবং তত্বাবধানের জন্যে স্পেয়ার্স (অনুগ্রহ করে মন করবেন যে এই স্পেয়ারসমূহ অনুসূচী-১ এর অধীনে উল্লেখ করা অতিরিক্ত স্পেয়ারের উপরেও আছে) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি-নেই, পর্যায়সমূহ: ০] পরিমাণঃ এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশ্বপ এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৬৫৯০১৮৪৩। ৩) অনুচ্ছেদ-IV-এর দফা ৪.৩ তে নির্ধারিত করা অনুসারে ব্যক্তিগত সামগ্রীসমূহের বিভাজনের সঙ্গে বৈকল্পিক এক্সেসোর্ট [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি নেই, পর্যায়সমূহ: ০)। পরিমাণ- এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশ্বপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল. সংখ্যা.- ৬৫৯০১৮৪৪। ৪) প্রযোজ্য হওয়া অনুসারে ব্যক্তিগত সামগ্রীর বিভাজনের সঙ্গে অনুচ্ছেদ-V-এর দফা ৬ অনুসারে কনজিউমেবলস। [পরিদর্শন সংস্থা : টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি নেই, পর্যায়সমূহ: ০]। পরিমাণঃ এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশ্বপ,এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল. সংখ্যা.- ৬৫৯০১৮৪৫.৫) ৫) নির্ধারিত অনুসূচী অনুসারে অতিরিক্ত স্পেয়ার/আইটেমের ব্যয় [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০]। পরিমাণঃ এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশ্বপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি সেট। পি.এল. সংখ্যা. - ৬৫৯০১৮৪৬ ৬) দফা ১৭ অনুসারে ওয়ারান্টির পরে পাঁচ বৎসরের জন্যে বিস্তৃত এএমসির ব্যয়। [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি- নেই, পর্যায়সমূহ: ০]। পরিমাণঃ এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশ্বপ, এনএফআর(অসম) এর জন্যে ১ টি সেট। পিএল. সংখ্যা. - ৬৫৯০১৮৪০। ৭) আন যেকোনো আনুষঙ্গিক সামগ্রীর ব্যয় যেটা যোগানদাতার মতামত অনুসারে মেশিনটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরি করার জন্যে প্রয়োজনীয় [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০) এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশ্বপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি সেট। পিএল. সংখ্যা.- ৬৫৯০১৮৪১। ৮) ট্রেভার্সার, ডিএসএল এবং সাপোর্ট মাষ্ট স্থাপন এবং কমিশ্বনিঙের ব্যয় (অনুসূচী-১-এ নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তা অনুসারে) [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি- নেই: পর্যায়সমূহ:0] পরিমাণঃ এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশ্বপ, এনএফআর অসমের জন্যে ১ টি সেট। পি.এল. সংখ্যা. - ৬৫৯০১৮৪২।

বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম

কলকাতা, ১৭ মে ঃ এই প্রথমবার টুর্নামেন্টে থাকছে স্টপ ক্লক। মানে একটা ওভার শেষ হবার পর ১ মিনিটের মধ্যেই ২য় ওভার শুরু করতে হবে বোলারকে। ২০ ওভার শেষ হওয়ার পর যদি দেখা যায় দুই দলের স্কোর সমান তাহলে খেলা সুপার ওভারে যাবে । সেখানে প্রতিটি দল ৬টি করে বল খেলবে। যারা এতে বেশি রান করবে তারাই জিতবে। যদি সুপার ওভারও টাই হয়, তাহলে কোনো দল জয়ী না হওয়া পর্যন্ত সুপার ওভার চলবে। খেলার ফলাফল আসার জন্য প্রতিটি দলকে অন্তত ৫ ওভার করে খেলতে হবে, তবে সেমি ফাইনাল ও ফাইনালের জন্য সেটি হবে ১০ ওভার। আর আবহাওয়ার জন্য খেলা আর শুরু করা না গেলে ডিএলএস পদ্ধতিতে জয়-পরাজয় নির্ধারণ করা হবে। শুধুমাত্র প্রথম সেমিফাইনাল ও ফাইনালের জন্য একদিন করে রিজার্ভ ডে রাখা আছে। আর ২য় সেমিফাইনালের জন্য অতিরিক্ত ২৫০ মিনিট রাখা হয়েছে। যদি ভারত সেমিফাইনালে যায় তাহলে সুপার এইটের ফলাফল যাই হোক না কেন পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা ২য় সেমিফাইনাল খেলবে।

ব্যাটিং উপভোগ করছে ভামিকা! কন্যা সম্পর্কে বড় আপডেট কোহলির

১৭ মে ঃ মেয়ে ভামিকা ব্যাট তুলে নিয়েছে হাতে। ব্যাট ঘোরানো বেশ উপভোগ করছে সে। বিরাট কোহলি মেয়ের সম্পর্কে এমনই আপডেট দিয়েছেন। এক ভিডিও সাক্ষাকারে কোহলি তাঁর কন্যা ভামিকা সম্পর্কে বলছেন, ব্যাট হাতে তুলে নিয়েছে ভামিকা। ব্যাট ঘোরানো উপভোগ করছে ও। তবে আমি নিশ্চিত নই। শেষমেশ ওদের নিজস্ব পছন্দ রয়েছে। বিরাট নিজে ক্রিকেটার। মেয়েও ব্যাট হাতে ঘোরাফেরা শুরু করে দিয়েছে। তাই বলে ভামিকাকে ক্রিকেটার বানানোর জন্য জোর দেবেন না কোহলি। ভামিকার পছন্দ-অপছন্দই শেষ কথা হবে। কন্যা যে রাস্তা নেবে, সেটাই গ্রহণ করবেন বাবা কোহলি। এদিকে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে আইপিএলে এখনও টিকে রয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সেই প্রসঙ্গে কোহলি বলছেন, মে মাসটা ভালোই গিয়েছে। এপ্রিলে ভেবেছিলাম, আমরা অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে চলে যাব। মে-তে সূর্যের রশ্মির দেখা মিলেছে। ভক্ত-অনুরাগীদের খুশি করতে পেরেছি জেনে ভালো লাগছে। শনিবারের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচ দুদলের কাছেই বাঁচা-মরার। ধোনি বনাম কোহলি সবসময়েই বারুদে ঠাসা লড়াইয়ের জন্ম দেয়। শনিসন্ধ্যার ম্যাচও সেরকমই হবে বলে মনে করছেন ক্রিকেটপাগলরা।

আর কি খেলতে পারবে না লাইসেন্স পরীক্ষায় ব্যর্থ ৪ ক্লাব?

১৭ মে ঃ ক্লাব লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। লাইসেন্স পরীক্ষায় সরাসরি সফল হয়েছে একমাত্র পাঞ্জাব এফসি। শর্ত সাপেক্ষে উত্তীর্ণ হয়েছে মুম্বই সিটি এফসি, মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসি, এফসি গোয়া, বেঙ্গালুরু এফসি, চেন্নাইয়িন এফসি। পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে ওডিশা এফসি, জামশেদপুর এফসি, হায়দরাবাদ এফসি ও কেরালা ব্লাস্টার্স। যে চার ক্লাব লাইসেন্স পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে তাদের ভবিষ্য নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। কেরালা ব্লাস্টার্স সহ চারটি দল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের (এআইএফএফ) প্রিমিয়ার -১ ক্লাবের লাইসেন্স পায়নি। লাইসেন্স না পেলে পরের মরসুমে এই চার দল খেলতে পারবে কি না সে ব্যাপারে প্রশ্ন রয়েছে। ব্লাস্টার্স ছাড়াও লাইসেন্স না পাওয়া তালিকায় রযেছে হাযদ্রাবাদ এফসি, ওড়িশা এফসি ও জামশেদপুর এফসি। এশিযান ফুটবল কনফেডারেশনের ক্লাব লাইসেন্সের শর্ত পুরোপুরি মেনে চলতে না পারায় এই ক্লাবগুলো ধাক্কা খেয়েছে। শর্ত মেনে পুনরায় আবেদন করার সুযোগ রযেছে ক্লাবগুলোর সামনে। তা করতে না পারলে আইএসএল ও এশিয়ান স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না ক্লাবগুলি। পাঞ্জাব এফসি একমাত্র সেই ক্লাব যা সরাসরি লাইসেন্স পেয়েছে। এ বছর লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট, কলিঙ্গ সুপার কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল, বেঙ্গালুরু এফসি, চেন্নাইয়িন এফসি, নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এবং সদ্য উন্নীত হওয়া মহামেডানকে শর্তসাপেক্ষে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। ফলত নতুন মরসুমের জন্য দল গঠন করার পাশাপাশি চার ক্লাবকে লাইসেন্স পাওয়ার শর্ত পূরণ করার জন্য এবার মাথা ঘামাতে হবে। সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়তে পারে হায়দরাবাদ এফসি। ২০২৩-২৪ মরসুমে সমস্যায় জর্জরিত থেকেছে ক্লাব। বেতন সমস্যার কারণে দল ছো|ছেন একের পর এক ফুটবলার। অনিয়মিত বেতনের অভিযোগ জানিয়েছেন ক্লাবের অনেকে। নতুন মরসুমের আগে হায়দরাবাদ এফসির সামনে এখন বিরাট সমস্যা। কীভাবে তারা পরিস্থিতি সামাল দেবে এখন সেটাই দেখার বিষয়।

প্রকাশ্যে এল ভারত-কুয়েত ম্যাচের টিকিট দাম, কবে থেকে মিলবে?

১৭ মে ঃ আফগানিস্তান ম্যাচের হতাশাজনক পারফরম্যান্স থেকেছে ভারতীয় ফুটবল দলের। যা নিঃ সন্দেহে হতাশ করেছে সমর্থকদের। তবে এবার ঘুরে দাঁড়ানোর সময়। আগামী ৬ই জুন দেশের মাটিতেই শক্তিশালী কুয়েতের মুখোমুখি হবে ইগর স্টিমাচের ছেলেরা। এখন এই ম্যাচ জিতেই ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের লড়াইয়ে নিজেদের টিকিয়ে রাখার লড়াই ব্লু-টাইগার্সদের। সেইমতো কিছুদিন আগেই জাতীয় শিবিরের জন্য নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নিয়ে তালিকা প্রকাশ করে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। বর্তমানে তাদের সকলে নিয়েই ওডিশার বুকে অনুশীলন শিবির চালাচ্ছেন হেডকোচ। যেকোনো ভাবেই ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়তে চাইছেন স্টিমাচ। আসলে এই ম্যাচের উপরেই নির্ভর করছে তার দায়িত্বে থাকার বিষয়টি। তবে শুধু সেটাই নয়। এই কুয়েত ম্যাচেই ভারতীয় দলের জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলবেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজের অবসর গ্রহনের কথা ঘোষণা করেন এই ভারতীয় ম্যাজিশিয়ান। তারপর থেকেই মন খারাপের আবহ গোটা দেশের ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে। তবুও বুকে পাথর রেখে অধিনায়কের এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে হয়েছে সকলকে। সুনীল ছেত্রীর এই ঘোষণার পর থেকেই আসন্ন ভারত-কুয়েত ম্যাচ নিয়ে প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে উন্মাদনা। এই ম্যাচের টিকিট ছাড়ার অপেক্ষায় সকলে। এসবের মাঝেই প্রকাশ্যে আসল এই ম্যাচের টিকিট মূল্য। যতদূর খবর, সর্বনিম্ন ১০০ টাকা থেকে শুরু হতে চলেছে এই ম্যাচের টিকিট মূল্য। এবং সর্বচ্চো হতে চলেছে ৩৫০ টাকা। এছাড়াও ২০০ এবং ২৫০ টাকায় ও মিলবে টিকিট। পাশাপাশি ভিআইপি টিকিট পিছু ১০০০ টাকা করে অর্থ নির্ধারণ করা হতে পারে। কিন্তু কবে থেকে ছাড়া হতে পারে টিকিট প্রশ্ন করলেই উত্তর এল, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই অনলাইনে বিক্রি শুরু হয়ে যাবে।

হুয়ান মেরা ফিরবেন ইস্টবেঙ্গলে?

১৭ মে ঃ দল বদলের বাজার ফের গরম করছেন হুয়ান মেরা। পাঞ্জাব এফসির হয়ে ভালো খেলার পর তাঁকে নিয়ে বো|ছে চর্চা। হুয়ান আগামী মরসুমে কোন ক্লাবের হয়ে খেলতে পারেন সে ব্যাপারে প্রশ্ন রয়েছে ফুটবল প্রেমীদের মধ্যে। হুয়ান কি ফিরবেন ইস্টবেঙ্গলে? ইস্টবেঙ্গলের হয়ে এক সময় খেলেছিলেন হুয়ান মেরা। ২০১৯-২০ মরসুমে খেলেছিলেন লাল হলুদ ক্লাবের হয়ে। সেই সময়ে ক্লাবে সাফল্য আসেনি। ফলত কলকাতায় দ্রুত শেষ হয়েছিল হুয়ানের স্থায়িত্ব। ২০২১ সালে নেরোকার হাত ধরে আবার ভারতে এসেছিলেন। পরে যোগ দেন রাউন্ডাগ্লাস পাঞ্জাব এফসিতে, এখন যে ক্লাবের নাম পাঞ্জাব এফসি। আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে এখন ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খেলছে পাঞ্জাব এফসি। ক্লাবের উত্থানের পিছনে হুয়ান মেরার অবদান রয়েছে। জানা যাচ্ছে, আগামী মরসুমে নতুন করে দলে যোগ দিতে পারেন

হুয়ান মেরা। হুয়ানের দল বদল সংক্রান্ত জল্পনার উঠে এসেছে ইস্টবেঙ্গল এফসির নাম। অনেকে এরই মধ্যে ধরে নিচ্ছেন তিনি ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিলেও দিতে পারেন তিনি। যদিও এখনই হলফ করে কিছু বলার মতো সময় আসেনি। শুধু ইস্টবেঙ্গল নয়, হুয়ান মেরার দল বদল সব সংক্রান্ত জল্পনায় উঠে আসছে একাধিক ক্লাবের নাম। পরের মরসুমের জন্য পাঞ্জাব এফসি তাঁকে ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করছে। এছাড়া মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব স্পেনের এই মিডফিল্ডারকে দলে নেওয়ার দৌড়ে রয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

পাকিস্তান সন্ত্রাস না থামালে কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নয়’, স্পষ্ট বার্তা জয়শংকরের

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃ ভারতীয় সময় অনুযায়ী ২ জুন থেকে শুরু হতে চলেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ৯ জুন নিউ ইয়র্কে মুখোমুখি দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ, ভারত ও পাকিস্তান। সাধারণত আইসিসি প্রতিযোগিতাতেই দেখা হয় দুই প্রতিবেশী দেশের। কিন্তু দ্বিপাক্ষিক কোনও প্রতিযোগিতা কি হবে তাদের মধ্যে? সেই সম্ভাবনা একপ্রকার উড়িয়েই দিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। পাকিস্তান শেষবার দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে ভারতে এসেছিল ২০১২ সালে। একদিনের ম্যাচের সিরিজে জয় পেয়েছিল মিসবা-উল-হকের দল। ড্র হয়েছিল টি-টোয়েন্টি সিরিজ। যদিও মুম্বইয়ের তাজ হামলার পর থেকে ভারত প্রতিবেশী দেশে যায়নি। এমনকি পাকিস্তানে আইসিসি প্রতিযোগিতা খেলতেও নারাজ বিসিসিআই। সম্প্রতি এশিয়া কাপের ভেন্যুবদল করতে হয়েছে সেই কারণে। কিন্তু দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেখছেন না জয়শংকর। পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদ না থামালে সিরিজে আপত্তি জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, পাকিস্তানকে বর্ডারে সন্ত্রাসবাদ থামাতেই হবে। নাহলে দুদেশের মধ্যে কোনও সিরিজ হবে না। যে আপনার ক্ষতি করবে, তাঁকে কি আপনি বাড়ির অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করবেন? এখানেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। সেই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, নরেন্দ্র মোদির জমানায় জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসের ঘটনা অনেক কমেছে। কিন্তু এখনও সেখানে বন্দুকের আওয়াজ থামেনি। ভারতের বড় অংশের ক্রিকেটভক্তই পাকিস্তানের সঙ্গে সিরিজের পক্ষে নেই। একইভাবে আইপিএলেও তারা পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের দেখতে চাইবে না। গত বছরের বিশ্বকাপে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে রীতিমতো পর্যুদস্ত করে রোহিত শর্মার দল। অন্যদিকে ২০১৫-র পর কোনও পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে আইপিএলে খেলতে দেখা যায়নি।

অশান্তিকে হারিয়ে শান্তির জয়, জাতীয় চ্যাম্পিয়ন মণিপুরের মেয়েরা

১৭ মে ঃ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে আর গ্রুপ পর্বের পুনরাবৃত্তি হল না। মণিপুরের মেয়েদের কাছে ০-২ গোলে হেরে হাতে সেরা গোলকিপারের ট্রফি নিয়ে সেদিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন হরিয়ানার শ্রেয়া হুডা। যিনি আবার দলের অধিনায়কও। সেমিফাইনালে টাইব্রেকারে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠার পর ফাইনালেও মণিপুরের বালা দেবীর পেনাল্টি সেভ করেছিলেন তিনি। কিন্তু দলের ০-২ গোলে হার আটকাতে পারেননি শ্রেয়া। এদিন অবশ্য মণিপুর এগিয়ে যায় বালার গোলেই। পরে শিবানী দেবী ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। তাই আক্ষেপের সুরে শ্রেয়া বলে গেলেন, সেরাটা দিয়েও ট্রফির কাছে পৌঁছতে পারলাম না। পরের বারের অপেক্ষায় থাকতে হবে। শ্রেয়া যখন এই কথাগুলো বলছিলেন, তখন কিছুটা দূরে সদ্য সিনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হয়ে মণিপুরের মেয়েরা ট্রফি হাতে উচ্ছ্বাসে ভেসে যাচ্ছেন। গত কয়েকমাস ধরে অশান্ত রাজ্য। ফলে দল গঠন করাই প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল মণিপুর ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কাছে। হাজারো প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে এই দল গঠন করে কোনও রকমে আবাসিক শিবির করে ন্যাশনাল খেলতে এসেছিল প্রতিযোগিতায় রেকর্ড ২১ বার চ্যাম্পিয়ন রাজ্যটি। রাজ্যের অশান্ত পরিবেশ মানসিকভাবে প্রভাব ফেলেছিল দলের ফুটবলারদের উপর।

সেই সমস্যাকে সঙ্গী করেই কলকাতায় পা রেখেছিল মণিপুর। তারপর চ্যাম্পিয়ন। আর গতবারের মতো এবারও রানার্স হল হরিয়ানা। গ্রুপ পর্বে এই হরিয়ানার কাছেই গ্রুপ পর্বে হেরে গিয়েছিল তারা। এছাড়া চ্যাম্পিয়নের মতোই খেলেছে গোটা টুর্নামেন্টে। ম্যাচ শেষে দলের ম্যানেজার, প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার বেমবেম দেবী বলছিলেন, ফুটবলারদের মানসিকভাবে চাঙ্গা করাটাই আমাদের প্রধান কাজ ছিল। রাজ্যের অবস্থা একটা সময় পর্যন্ত মানসিকভাবে প্রভাব ফেলে দিয়েছিল ওদের উপর। তবে আমরা সেই কাজটা ভালোভাবেই করতে পেরেছি। খেলাই পারে শান্তির বার্তা দিতে। রাজ্যের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমন। তার উপর কয়েক মাস আগে বাবা মারা যাওয়ায় আইডব্লুএলে খেলতে পারেননি মণিপুরের অধিনায়ক জাতীয় ফুটবলার বালা দেবী। এই প্রতিযোগিতায় ফিরেই দলকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি কমলা দেবীর সঙ্গে যুগ্মভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন তিনি। পাশাপাশি প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার হয়ে বুঝিয়ে দিলেন, অবসরের প্রান্তে পৌঁছে গিয়েও যথেষ্টই উজ্জ্বল এই মণিপুরী তারকা। প্রাক্তন জাতীয় অধিনায়ক বালা বলছিলেন, বাবার মৃত্যুর জন্য গত আইডব্লুএল খেলতে পারিনি। তার উপর এবার আমরা যখন কলকাতায় পা রাখি তখনই প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছিলাম, আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর একটাই, সেটা চ্যাম্পিয়ন। তাই ফাইনালে পেনাল্টি মিস করার দু মিনিটের মধ্যেই গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলাম। ফাইনালে গোল করে খুশি শিবানীও। আইডব্লুএলে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলার সুবাদে এই শহর যাঁর বেশ পরিচিত।এদিন কিশোরভারতীতে কয়েকশো মণিপুরি সমর্থক এসেছিলেন। ম্যাচ শেষে চ্যাম্পিয়ন বালা-শিবানীদের সঙ্গে উচ্ছ্বাসে ভেসে গেলেন তাঁরাও।

ইউরোপের ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হলেন হুয়ান ফেরেন্দো

১৭ মেঃ গতবছর স্প্যানিশ কোচ হুয়ান ফেরেন্দোর হাত ধরে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মোহনবাগান। একটা সময় টুর্নামেন্ট থেকে পিছিয়ে পড়লেও পরবর্তীতে খাদের কিনাড়া থেকে দলকে তুলে এনে শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসিকে হারিয়ে খেতাব নিশ্চিত করেছিল কলকাতা ময়দানের এই প্রধান দল। যা নিঃসন্দেহে বড়সড় পাওনা ছিল সমর্থকদের কাছে।তবে সেখানেই শেষ নয়, এবারের এই ফুটবল মরশুমে পিছিয়ে থেকেও দলকে জিতিয়েছেন ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপ। সবুজ-মেরুন ব্রিগেডকে সাফল্যের সরনীতে আনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা ছিল বাগানের ফুটবল কোচের। এমনকি তার পছন্দ মতোই দলে আনা হয় অজি বিশ্বকাপার জেসন কামিন্স থেকে শুরু করে আলবেনিয়ান তারকা আর্মান্দো সাদিকুর মতো ফুটবলারদের। কিন্তু এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগে বজায় থাকেনি সেই ছন্দ। প্রথম লেগের একেবারে শেষের দিকে টানা তিনটি ম্যাচে পরাজিত হয়মেরিনার্সরা। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ইতিহাসে যা একেবারেই প্রথম। দলের এমন পরিস্থিতি কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি ম্যানেজমেন্ট। সেজন্য, দলের পুরনো কোচ অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাসকে ফিরিয়ে আনে মোহনবাগান।প্রথমদিকে দলের

টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হলেও পরবর্তীতে হুয়ান ফেরেন্দোর অনুপস্থিতিতে দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় আইএসএলের এই সফলতম কোচের হাতে। তার হাত ধরেই এ বছর টুর্নামেন্টের শিল্ড জিতেছে মোহনবাগান সুপারজায়ান্টস। কিন্তু প্রাক্তন কোচ ফেরেন্দোর অন্যত্র যাওয়া নিয়ে সেই সময় থেকেই দেখা দিয়েছিল একাধিক জল্পনা। শোনা যাচ্ছিল, নতুন মরশুমে নাকি কেরালা ব্লাস্টার্সের দায়িত্ব সামাল দেবেন এই কোচ।যদিও কোন কিছুই চূড়ান্ত ছিলনা। তবে এবার উঠে আসলো নয়া. তথ্য। নতুন সিজনে সাইপ্রাসের অন্যতম একটি ক্লাব এইকে লারনাকা ফুটবল ক্লাবের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বাগানের এই প্রাক্তন কোচ। আগামী মরশুম থেকে সেখানকার প্রথম টায়ারের এই টুর্নামেন্টেই কোচিং করাতে চলেছেন এই স্প্যানিশ বস।

বিশ্বকাপের আগে ওয়ার্ম আপ ম্যাচের সূচি ঘোষিত, রোহিতদের প্রতিপক্ষ কে জানেন?

১৭ মে ঃ আগামী ১লা জুন ভাতের খেলা যাকে বলে গা ঘামানো খেলা হবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এটাই ভারতের খেলা। ম্যাচটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হলেও কেন্দ্র এখনও জানানো হয়নি।

আইসিসি ১৬টি ওয়ার্ম আপ ম্যাচের সূচি প্রকাশ করেছে। সূচি অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড ও নিউ জিল্যান্ড গা ঘামানোর ম্যাচে নামছে না। এই ম্যাচগুলোর কোনওটাই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে না। তাই প্রতিটি দল ১৫ জন সদস্যকেই খেলাতে পারবে।

অন্যান্য বার দুটি করে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলা হয়ে থাকে। এবার টিম ইন্ডিয়া একটি ওয়ার্ম আপ ম্যাচ খেলবে। দু দফায় ভারতীয় দল বিশ্বকাপ খেলতে যাবে। আইপিএল ফাইনাল হবে ২৬ মে। গ্রুপ পর্বে ভারতের প্রথম ম্যাচ আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে। ৫ জুন সেই ম্যাচের বল গড়াবে।

পাকিস্তান ও ইংল্যান্ড অবশ্য বিশ্বকাপে নামার আগে খেলবে না কোনও প্রস্তুতি ম্যাচ। বিশ্বকাপের

আগে ইংল্যান্ড ও পাক দল তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে। ২৫ মে থেকে ৩০ মে পর্যন্ত চলবে সেই সিরিজ। সেই কারণেই ইংল্যান্ড ও পাকিস্তান আর প্রস্তুতি ম্যাচে নামছে না। এর আগে নিউ জিল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েঃটি সিরিজ খেলেছে পাকিস্তানের সঙ্গে। ফলে কিউয়িরাও প্রস্তুতি ম্যাচ না খেলেই নেমে পড়ছে বিশ্বকাপে।

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আয় করা ক্রীড়াবিদ রোনাল্ডো

আমেরিকা, ১৭ মে ঃ চলতি মরশুমে মাঠের ফুটবলে দারুণ ছন্দে থাকা রোনাল্ডো আয়ের ক্ষেত্রেও রয়েছেন সবার ওপরে। ফোর্বস সাময়িকী বৃহস্পতিবার বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আয় করা ক্রীড়াবিদদের যে তালিকা প্রকাশ করেছে সেখানে শীর্ষস্থানে রেখেছেন এই পর্তুগিজ মহাতারকা। ২৬ কোটি ডলার আয় নিয়ে ক্যারিয়ারে চতুর্থবারের মতো চূ।ায় আছেন রোনাল্ডো। গত বছরের অক্টোবরেও তার আয়ের পরিমাণ ছিল একই। ফোর্বসের মতে, ফুটবলারদের মধ্যে ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি আয় এটি। আর রোনাল্ডোর চেয়ে এক ধাপ পিছিয়ে তিনে নেমে যাওয়া মেসির আয় ১৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার। গত অক্টোবরের তালিকাতেও মেসির আয় ছিল একই।

লা লিগাঃ দ্বিতীয় স্থান এল শাভি এর্নান্দেসের দল

বার্সেলোনা, ১৭ মে ঃ ফের্মিন লোপেসের জো।া গোলে বার্সার জয়। এর ফলে আলমেরিয়াকে হারিয়ে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল শাভি এর্নান্দেসের দল। প্রতিপক্ষের মাঠে বৃহস্পতিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতেছে বার্সা। এই জয়ে ৩৬ ম্যাচে ২৪ জয় ও ৭ ড্রয়ে বার্সেলোনার পয়েন্ট ৭৯। আর সমান ম্যাচে ৭৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে জিরোনা। আগেই শিরোপা জেতা রিয়াল মাদ্রিদের রয়েছে ৯৩ পয়েন্ট।

বিশ্বকাপের দলে হার্দিক! জল্পনার মাঝেই ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য জয় শাহর

১৭ মে ঃ চাপে পড়ে টি-২০ বিশ্বকাপের দলে রাখা হয়েছে হার্দিক পাণ্ডিয়াকে! বেশ কয়েকদিন ধরেই বিস্ফোরক একটি প্রতিবেদন ঘিরে চর্চা চলছে। সেই জল্পনার মধ্যেই হার্দিকের নির্বাচন নিয়ে মুখ খুললেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। তাঁর মতে, কেবল আইপিএলের ফর্ম দেখে দল নির্বাচন করা যায় না। দিনকয়েক আগে প্রকাশিত একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বকাপের ১৫ জনের স্কোয়াড নির্বাচনের সময়ে রোহিত শর্মা, নির্বাচকমণ্ডলীর প্রধান অজিত আগরকর এবং বিসিসিআই-এর প্যানেল কিন্তু হার্দিককে দলে চাননি। কিন্তু চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। কিন্তু কে চাপ দিল, তা পরিষ্কার করে লেখা হয়নি প্রতিবেদনে। অনেকেই মনে করছেন বিসিসিআই-এর উপরমহল থেকে চাপ এসেছিল হার্দিক পাণ্ডিয়াকে নিয়ে। সেই চাপ প্রশমিত করা যায়নি। তার পর থেকেই আলোচনা শুরু হয়, কেন হার্দিককে দলে নেওয়ার জন্য চাপ এসেছিল নির্বাচকদের উপর? যদিও দল গঠনের সময়ে নির্বাচকদের দাবি ছিল, হার্দিকের কোনও বিকল্প মেলেনি বলেই তাঁকে রাখা হয়েছে দলে। কিন্তু জয় শাহর মুখে শোনা গেল অন্য কথা। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বিসিসিআই সচিব বলেন, সাম্প্রতিক ফর্ম আর আগের অভিজ্ঞতা- দুটোকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কেবল আইপিএলের ফর্ম দেখে তো নির্বাচকরা দল গড়তে পারেন না। বিদেশের মাটিতে কে কেমন পারফরম্যান্স করেছেন সেদিকেও নজর দেওয়া হয়েছে।

জয়ের সরণিতে ফিরল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের যুব দল

১৭ মে ঃ জয়ের সরণিতে ফিরল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের যুব দল। ফেডারশনের অনুর্ধ ১৫ লিগে জয় পেয়েছে মোহনবাগান। টুর্নামেন্টের শেষ ম্যাচে হেরেছিল দল। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের অনূর্ধ্ব ১৫ ও অনূর্ধ্ব ১৭ লিগে খেলছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের জুনিয়র দল। দুই লিগে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি মোহনবাগান। বুধবার অনূর্ধ্ব ১৫ লিগের জাতীয় লিগ পর্যায়ে পাঞ্জাব এফসির যুব দলের বিরুদ্ধে হেরেছে বাগান। ৩-২ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়েছে পাঞ্জাবের জুনিয়র টিম. বাগানের হয়ে এই ম্যাচে গোল করেছেন অনিশ ও রোহিত। দুই অর্ধে দুটি গোল করেও পরাজয় ঠেকাতে পারেনি সবুজ মেরুন ব্রিগেড। পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের পরাজয়ের জের কাটিয়ে জয়ে ফিরেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের যুব দল।

বেঙ্গল এফএ-র অনুর্ধ ১৫ দলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। বাগানের পক্ষে ম্যাচের ফলাফল ২-০। গোল করেছেন সগুন ও অনীশ। আগামী ১৯ মে বাগানের পরের ম্যাচ করবেট এফসির বিরুদ্ধে। পাওয়া গেল অনূর্ধ্ব ১৭ লিগে মোহনবাগানের পরাজয়ের খবর। ফেডারেশনের এই ইয়ুথ লিগে সুদেব দিল্লির বিরুদ্ধে ০-২ গোলে হেরেছে বাগান। সুদেভা দিল্লির এফসিকে হারাতে পারলে পরের পর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো মোহনবাগানের কাছে। পরাজয়ের ফলে গঙ্গা পারের তাঁবুতে বেড়েছে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার আশঙ্কা।

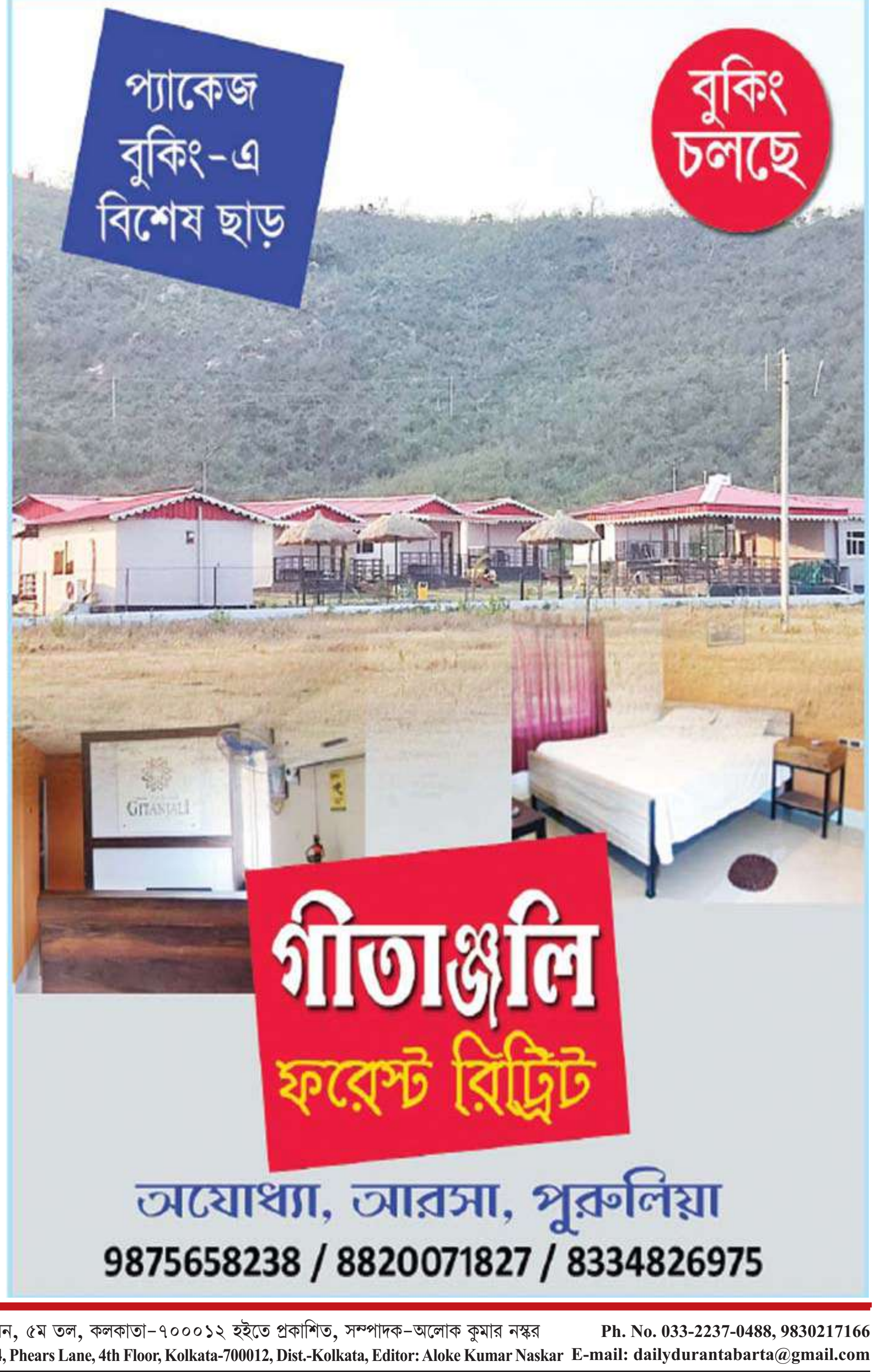

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com